জিয়াউর রহমান
বাংলাদেশের প্রথম
প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক

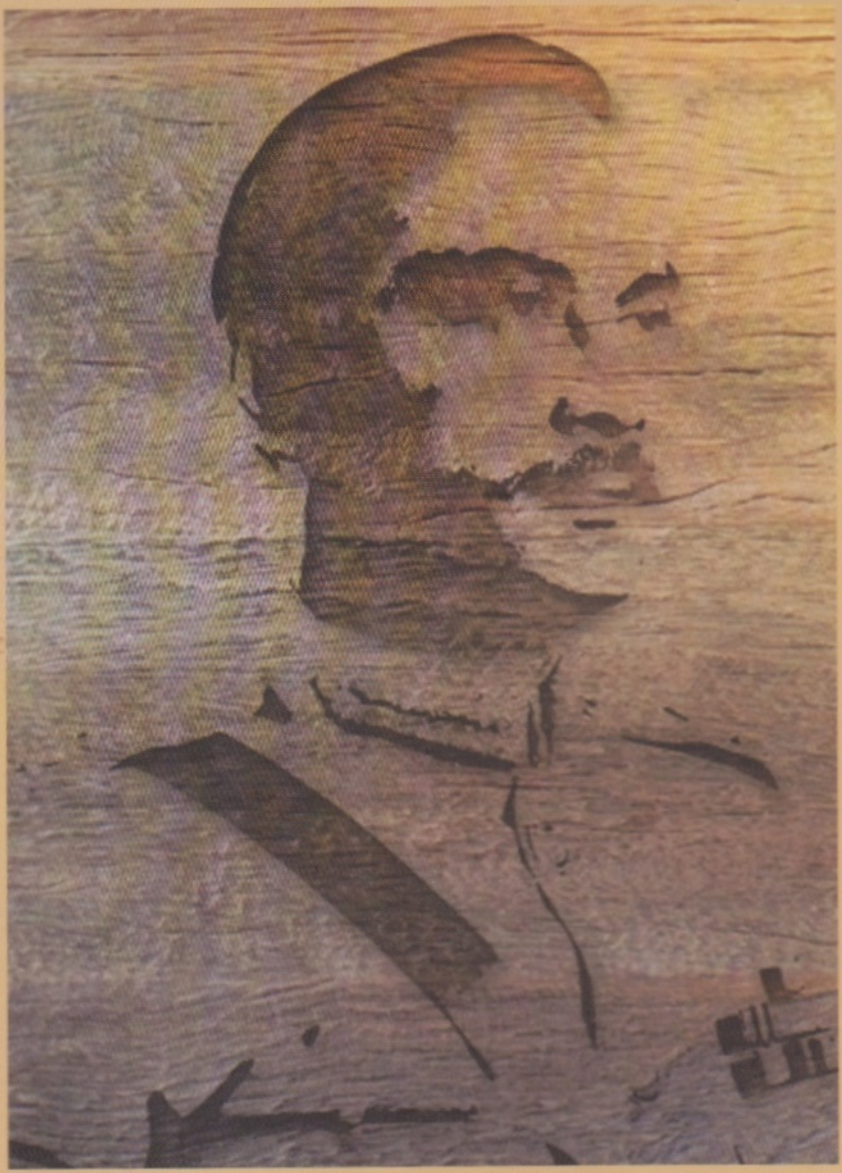

সম্পাদনা : তারেক রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান
বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক

সম্পাদনা
তারেক রহমান

শিকড়

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : ৩০ মে ২০১৪

স্বত্ব : তারেক রহমান
প্রচ্ছদ : জেমা পকসন
সার্বিক ব্যবস্থাপনা : জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন

শিকড় ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে
মিজানুর রহমান সরদার কর্তৃক প্রকাশিত
হেরা প্রিন্টার্স ২/১ তনুগঞ্জ লেন সূত্রাপুর
ঢাকা থেকে মুদ্রিত গ্রাফিক ডিজাইন
হরপ্পা লিমিটেড লন্ডন

দাম ৲ ২৫০ টাকা মাত্র

Price BDT 250 Only
US$ 15 Only
UK£ 10 Only

ZIAUR RAHMAN : BANGLADESHER PROTHOM PRESIDENT 'O' SHWADHINOTAR GHOSHOK Edited by Tarique Rahman Published by Mizanur Rahman Sardar of Shikor 38 Banglabazar 2nd Floor Dhaka Cover Gemma Poxon Graphic Design Horoppa Limited London

ISBN : 978-984-760-209-7

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে
অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের
সকল বীর শহীদ যাঁদের আত্মত্যাগে আমাদের
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তারেক রহমান
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

প্রসঙ্গ কথা। ৯
জিয়াউর রহমান : বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক। ১৫
স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ। ৪৯
রণাঙ্গনে জিয়া। ৭৭
মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা : এমাজউদ্দীন আহমদ। ৮৩
ইতিহাসের পাতা থেকে। ৯১
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জিয়াউর রহমানের দুটি নিবন্ধ। ৯৭
'একটি জাতির জন্ম' নিবন্ধের নেপথ্য কথা : মনজুর আহমদ। ৯৯
একটি জাতির জন্ম : জিয়াউর রহমান। ১০৩
'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি' নিবন্ধের নেপথ্য কথা : ড. শওকত আলী। ১১৫
স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি : জিয়াউর রহমান। ১১৭
জনতার জিয়া। ১২৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

ইতিহাসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এই সংকলনে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। নিজস্ব মতামতের পরিবর্তে এই সংকলনে মহান মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশে বিদেশে প্রকাশিত ও প্রচারিত গণমাধ্যমের খবর এবং বইপত্র থেকে তথ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে উঠে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের আপসকামী ভূমিকার কথাও।

১.

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব। লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বীর সাধারণ জনগণ। তারাই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ভেতরে থেকে কোমরে গামছা বেঁধে যুদ্ধ করেছিলো আমরণ। পাকিস্তানের শোষণ, দুঃশাসন, জুলুম আর লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেতে এইসব স্বাধীনতাকামী মানুষ শুনতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার ডাক। বাস্তবতা হলো, সে সময় বাংলার জনগণের এই প্রাণের আকুতি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বর্বর হামলা চালায় স্বাধীনতার জন্য উত্তাল বাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর। স্বাধীনতাকামী মানুষের সেই দুঃসময়ে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশাভঙ্গের বেদনাহত শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ না করে এমনকি স্বাধীনতার ঘোষণার পরিবর্তে ২৭ মার্চ একটি হরতাল উপহার দিয়ে মধ্যরাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। স্বাধীনতাকামী মানুষের এমনি এক দিক-নির্দেশনাহীন ঘোর সংকটকালে দৃশ্যপটে আসেন তরুণ সাহসী বীর মেজর জিয়াউর রহমান। 'উই রিভোল্ট' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েন হানাদারদের ওপর। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে নিজেকে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার এই পরম আকাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটির অপেক্ষায় ছিলো স্বাধীনতাকামী জনগণ। জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই দেননি। অস্ত্র হাতে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সম্মুখ সমরে বীরের মতো লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এখন কেউ কেউ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে কূট মন্তব্য করেন। যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস পান এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে ছিলেন অনুপস্থিত। মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এদের অনেকেই ছিলেন বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাইরের সীমানায় কিংবা শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে ঘরের চার দেয়ালে অথবা আপসকামীর ভূমিকায়। নিজেদের গৌরবহীন অতীত আড়াল করতে তারাই এখন ইতিহাস বিকৃতির খেলায় মত্ত। ইতিহাস

www.pathagar.com

বহমান, চলমান। বিকৃতির আড়ালে সুবিধাবাদীরা ইতিহাসের গতিরোধের অপচেষ্টা করলেও সময়ের সাথে ইতিহাস সত্য খুঁজে নেয়।

২.

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের ভাষায়– "বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন, যে যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যর্থ হয়েছেন ওইসব ক্ষেত্রেই জিয়াউর রহমানের সাফল্য আকাশচুম্বী। এই ঐতিহাসিক সত্যই বাংলাদেশের রাজনীতিকে করে তুলেছে সংঘাতময়। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীদের নিকট এই সত্য দুঃসহ এক বোঝার মতো হয়ে রয়েছে। তারা না পারছেন এটা ভুলতে, না পারছেন ফেলতে। তাই তারা জিয়ার সকল সৃষ্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাদানকারী মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় এই খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধাকে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতেও কুণ্ঠিত নন। কুণ্ঠিত নন স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে আখ্যায়িত করতে। তারই হাতে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের তূণে তাই সঞ্চিত হতে দেখা যায় হাজারো বাণ, হাজার হাজার শর। লক্ষ্য একটাই, শেখ মুজিবকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে হবে। এদেশে তার মতো অন্য কোনো নেতার জন্ম হয়নি– একথা যেন তারা শতমুখে বলতে পারেন, তার ওপর দেবত্ব আরোপ করে এরই মধ্যে শেখ মুজিবকে মাটি থেকে আকাশে তোলা হয়েছে।"

৩.

বাংলাদেশ যতদিন থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। যারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহচর্য পেয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে শুনেছেন মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা– এদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন, অনেকে এখন আর নেই আমাদের মাঝে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম, আমরা মুক্তিযুদ্ধকে জেনেছি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে, তাদের লেখনি থেকে, তাদের জবানি থেকে। এই আমরাও যখন আর কেউ বেঁচে থাকবো না কিংবা বেঁচে থাকবেন না আর একজন মুক্তিযোদ্ধাও, ভবিষ্যতের সেই সময়টিতে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চাইবেন তাদের একমাত্র অবলম্বন হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধ ইতিহাস জানা এবং সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

৪.

বাংলাদেশের বয়স এখন মাত্র ৪৪ বছর। ইতিহাসের বিচারে এটি খুব বেশি সময় নয়। ইতিহাস সময়ের আয়না। এই আয়নায় অতীত ভেসে ওঠে জীবন্ত হয়ে। ধরা পড়ে অনেক

www.pathagar.com

গরমিল। ইতিহাস গবেষকরা সেখান থেকেই বের করে আনেন প্রকৃত সত্য। ৪৪ বছর আগের যেই বিষয়টিকে বিচার করা হয় আবেগ কিংবা বিশ্বাসের নিরিখে, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিষয়টিই ইতিহাসের পাল্লায় বিচার্য হয় যুক্তির কষ্টিপাথরে। এটাই ইতিহাসের বিচার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো একক ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় ছিলো না কিংবা ছিলো না কোনো একক ব্যক্তির নেতৃত্ব কৃতিত্বের বিষয়। বরং স্বাধীনতাকামী জনগণের সাহসী পদক্ষেপে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। শেখ মুজিবুর রহমান না চাইলেও মুক্তিযুদ্ধ থেমে থাকেনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানালেও স্বাধীনতার ঘোষণা যথাসময়েই এসেছে। মেজর জিয়াউর রহমান সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, অল্প কিছুসংখ্যক স্বাধীনতাবিরোধী ছাড়া সবাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক। কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে আবার কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন। এ কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য হলেও জনগণের সাহসী ভূমিকায় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

৫.

এযাবৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচুর বইপত্র লেখা হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসে আমার চিকিৎসার ফাঁকে পাওয়া অবসর সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে দেশে বিদেশে লেখা অনেক বই আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমি নিজেও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার রয়েছে আলাদা গৌরব। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি আমার রয়েছে অশেষ দুর্বলতা। আমার পিতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক। ছোটবেলায় মুক্তিযোদ্ধা পিতার স্বল্পকালীন সান্নিধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জেনেছি অনেকখানি। পরবর্তীতে পরিণত বয়সে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ে জানার সুযোগ হয়েছে আরো বিস্তারিত। সেই ইতিহাসের দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আমি লন্ডনে ২০১৪ সালের ২৫ মার্চ এবং ৮ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। একটি কথাও আমার মনগড়া কিংবা বানানো ছিলো না। কথাগুলো আমার নিজস্বও ছিলো না। বরং ইতিহাসের কিছু বিষয় আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। আমরা মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই বিষয়গুলো নির্মোহ দৃষ্টিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৬.

আমার বক্তৃতায় ইতিহাসের ভিত্তিতে আমি কয়েকটি প্রসঙ্গ যুক্তিসহকারে উত্থাপন করেছিলাম।

ক. আমি বলেছিলাম, শেখ মুজিব ৭ মার্চ কিংবা ২৫ মার্চ কখনোই স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।

খ. স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান। এই স্বাধীনতার ঘোষণাটিও তিনি নিজের হাতে নিজেই লিখেছিলেন। আমি আরো বলেছিলাম, জিয়াউর

www.pathagar.com

রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই দেননি, তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি সেদিন স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে।

গ. আমি আরো বলেছিলাম, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অবৈধ প্রধানমন্ত্রী। বলেছিলাম, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করেছেন।

এই প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে আমি দালিলিক প্রমাণও উপস্থাপন করেছিলাম। আর এই সব দলিল প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইতিহাস থেকে নেয়া। এখন আমি আরো একটি কথা বলতে চাই। সেটি হলো শেখ মুজিব শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই অবৈধ নন; বরং ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবেও ছিলেন অবৈধ। কারণ কোনো পাকিস্তানের নাগরিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে আর তার ২৫ দিন পর তিনি গ্রহণ করলেন পাকিস্তানের পাসপোর্ট। এই বিষয়টি ইতিহাস বিচার করবে যুক্তি দিয়ে, আবেগ দিয়ে নয়। পাকিস্তানের পাসপোর্ট গ্রহণ করার পর আইনের দৃষ্টিতে এবং যুক্তিবুদ্ধির বিচারেও শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানের নাগরিক। অতএব, বাংলাদেশে ফিরে তার প্রথম এবং প্রধান কাজটি হওয়ার কথা ছিলো আইনগতভাবে যথানিয়মে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা। শেখ মুজিব কি তা করেছিলেন? ইতিহাসে গোঁজামিলের কোনো সুযোগ নেই।

৭.

অনেকেই বলে থাকেন, ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের নামে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। ৪৪ বছর আগের পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি মেনে নিলেও একথা সত্যি, সেই সময়টিতে জনগণের জানা সম্ভব ছিলো না যে, ২৫ মার্চ স্বাধীনতাকামী জনগণকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে রেখে শেখ মুজিব আগে থেকেই পাকিস্তানিদের হাতে ধরা দেয়ার জন্য লাগেজ-ব্যাগেজ গুছিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন জানা সম্ভব ছিলো না যে, তাজউদ্দীন আহমদের অনুরোধ সত্ত্বেও শেখ মুজিব অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণে। তখন এ কথা জানাজানি হয়নি যে, পাকিস্তানিরা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালানো শুরু করলে তাজউদ্দীন আহমদ যখন তাকে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধের জন্য দিক-নির্দেশনা চেয়েছিলেন, শেখ মুজিব তখন তাজউদ্দীন আহমদকে বলেছিলেন– "বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরশু দিন (২৭ মার্চ) হরতাল ডেকেছি।" ইতিহাসের কল্যাণে এখন মানুষ জানতে পারছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সত্যিকার অর্থে শেখ মুজিবের ভূমিকা কি ছিল? বরং এখনকার মতো সেই সময় তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ থাকলে রাষ্ট্রপতি হওয়া তো দূরের কথা, পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে বিনা প্রশ্নে ঢুকতে পারতেন কিনা এই প্রশ্ন ওঠাও অবান্তর নয়।

www.pathagar.com

৮.

বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে অনেকেই বিতর্কিত করতে বলে থাকেন, একজন মেজরের ঘোষণায় স্বাধীনতা আসেনি। যারা কূটতর্কের খাতিরে এমনটি বলেন, এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ব্যর্থতার পরিচয়ই ফুটিয়ে তোলেন। সেই সময় জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না এটি সত্য, তবে যারা নেতা ছিলেন এবং জনগণের পরিচিত মুখ ছিলেন তারা স্বাধীনতার ঘোষণাটি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন? বাস্তবতা হচ্ছে, মেজর জিয়া যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বলেন, 'উই রিভোল্ট', ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি আর কেবল একজন মেজরই নন। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা। জিয়াউর রহমান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং বিচক্ষণ। পাকিস্তানি হানাদাররা স্বাধীনতাকামী মানুষের ওপর হামলা করলে একটি মুহূর্তও সময় নষ্ট করেন নি মেজর জিয়া। নিজেকে 'হেড অব স্টেট' হিসেবে উপস্থাপন করে নিজ উদ্যোগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা সারাবিশ্বের পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে। কেউ এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। যারা বলেন জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তারা জিয়ার স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান।

৯.

'জিয়াউর রহমান : বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক' শীর্ষক বইটি ঠিক মৌলিক গ্রন্থ নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশে বিদেশে বিভিন্ন বইপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত এবং প্রচারিত তথ্য উপাত্তনির্ভর একটি সংকলন। এই সংকলনে বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা এবং ঠিক ওই সময়টিতে ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা উঠে এসেছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্য এই সংকলনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি আশা করি। এই সংকলনের উদ্দেশ্য কাউকে ছোট কিংবা বড় করা নয়; বরং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত তথ্যচিত্রটি নির্মোহভাবে উপস্থাপন করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমান এবং শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমার উত্থাপিত সকল প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক তথ্য এ সংকলনে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির পরবর্তী সংস্করণ আরো তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হবে ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদসহ

তারেক রহমান
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান : বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

১৯৭১ সালে তিনি কারো লেখা স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন নি। তিনি নিজেই স্বাধীনতার ঘোষণা লিখেছেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম প্রহরেই নিজেকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ইতিহাস বিকৃতিকারীরা প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক করার চেষ্টায় লিপ্ত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, গবেষণা চলছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক বই লেখা হয়েছে। এসব বই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনন্য দলিল সন্দেহ নেই। এসব বইয়ে নানাভাবে উঠে এসেছে তৎকালীন তরুণ মেজর জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল ও প্রেক্ষাপট।

বাস্তবতা ছিলো, ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছায় পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এর আগে স্বাধীনতাকামী জনগণের জন্য কোনো প্রকারের দিকনির্দেশনা দিতে অস্বীকৃতি জানান শেখ মুজিব। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির সব নেতাই তখন দৃশ্যপটের বাইরে নিরাপদ স্থানে। এ অবস্থায় নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায় বেঘোরে প্রাণ হারায় অসংখ্য মানুষ। বাঙালির এই দুঃসময়ে মুক্তিকামী জনগণের সামনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটি আসে জিয়াউর রহমানের মুখ থেকে। নিজেকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি দেন।

চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বেলিত জনগণ সাহসের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি। 'উই রিভোল্ট' হুংকার দিয়ে নিজেও নেতৃত্ব দেন সশস্ত্র সংগ্রামে। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬, ২৭ এবং ২৮ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রসহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাটি এভাবে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (চট্টগাম) হতে জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা	বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	*২৭ মার্চ, ১৯৭১

মেজর জিয়ার প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা

Dear fellow freedom fighters,

I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander-in-Chief of Liberation Army do hereby proclaim independence of Bangladesh and appeal for joining our liberation struggle. Bangladesh is independent. We have waged war for the liberation of Bangladesh. Everybody is requested to participate in the liberation war with whatever we have. We will have to fight and liberate the country from the occupation of Pakistan Army.

Inshallah, victory is ours.

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানীর রাহিম

প্রিয় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা,

আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশ ছাড়া করতে হবে।

ইন্‌শাল্লাহ্‌, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

*২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত্র ২.১৫ মিনিটে (২৫শে মার্চ মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান এর নেতৃত্বে ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে: কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন। এরপর তিনি ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার, জে সি ও এবং জোয়ানদেরকে একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সাথে সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে তা জানানো হয়।

www.pathagar.com

Dear fellow freedom fighters,

I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander-in-Chief of Liberation Army, do hereby proclaim independence of Bangladesh and appeal for joining our liberation struggle. Bangladesh is independent. We have waged war for the liberation of Bangladesh. Everybody is requested to participate in the liberation war with whatever we have. We will have to fight and liberate the country from the occupation of Pakistan Army.

Inshallah, victory is ours.

মুক্তিযুদ্ধের ৩ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ (বীর উত্তম) তাঁর [Bangladesh at War, Academic Publishers, Dhaka, 1989] বইয়ের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মেজর জিয়া ২৫ মার্চের রাত্রিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সদলবলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তার কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া ও অন্যদের প্রথমে গ্রেফতার এবং পরে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে ২৬ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর মোকাবিলার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। এতে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ঘোষণা করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আরেকটি ঘোষণায় বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সামরিক সর্বাধিনায়করূপে আমি মেজর জিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।" ["I, Major Zia, Provisional Commander- in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the Independence of Bangladesh."]

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহ বীর উত্তম পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য। ১৯৮৯ সালে তাঁর রচিত, Bangladesh at War গ্রন্থে আরো লিখেন, "Having settled his score with his commanding officer on the night of March 25, Zia decided to take his battalion on the outskirts of the city to re-organise, strengthen and then launch a decisive blow on Chittagong. All troops were collected at a place near Patiya.

...All the troops then took an oath of allegiance to Bangladesh. The oath was administered by Zia at 1600 hrs on March 26. Thereafter, he distributed 350 soldiers of East Bengal Regiment and about 200 troops of East Pakistan Rifles to various task forces under command of an officer each. These task forces were meant for the city. The whole

www.pathagar.com

city of Chittagong was divided into various sectors and each sector was given to a task force. After having made these arrangements, Zia made his first announcement on the radio on March 26. In this announcement apart from saying that they were fighting against Pakistan army, he also declared himself as the head of state. This, of course, could have been the result of tension and confusion of the moment. As the battalion began to gather strength, in the afternoon of March 27, Zia made another announcement from the Shwadhin Bangla Betar Kendra established at Kalurghat. The announcement reads as follows :

a. I, Major Zia, provisional commander-in-chief of the Bangladesh liberation army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

b. I also declare, we have already formed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.

c. The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace.

d. I appeal to all governments to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

He further said, "We shall not die like cats and dogs but shall die as worthy citizens of Bangla Ma. Personnel of the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles and the entire police force had surrounded West Pakistani troops in Chittagong, Comilla, Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna. Heavy fighting was continuing."

[সূত্র : মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, 'Bangladesh at War', Academic Publishers, Dhaka, 1989, page 44-45]

www.pathagar.com

BANGLADESH AT WAR

Md. Shamsul Alam
Assistant Private Secretary to the Hon'ble Prime Minister
Prime Minister's Office, Dhaka.

Maj. Gen. K. M. Safiullah psc.
Bir Uttam

Academic Publishers
Dhaka
1989

warned him that the port was nothing but a trap for him. On hearing this Zia immediately returned to Sholashahar and conveyed his decision to take up arms against the Pakistan army to his officers and men who readily welcomed it. Janjua was awakened from his bed and was taken into custody. Later he was eliminated by his own batman for the treachery he did by sending Zia to the port.

On the fateful night of March 25, Captain Rafiq of the East Pakistan Rifles defected and tactfully neutralised the wireless colony, the Railway hill and Halishahar. The sector commander, Lieutenant Colonel Sheikh was killed during exchange of fire at his headquarters. During the quiet of the night, the city of Chittagong was brought under the control of Rafiq. He had already sent a message to his troops at Ramgarh and Kaptai to come and join him as reinforcements to the troops fighting in Chittagong city.

The morning dawned with dreadful stories. Mujib-Yahya talks had ended in a fiasco, blood bath in Dhaka and at Natunpara innocent Bengalee recruits, while in their beds, were brutally killed. Those who survived, ran either to the city or to the hills.

Zia's Declaration.

Having settled his score with his commanding officer on the night of March 25, Zia decided to take his battalion on the outskirts of the city to re-organise, strengthen and then launch a decisive blow on Chittagong. All troops were collected at a place near Patiya.

17 wing of the East Pakistan Rifles from Kaptai on their way to join Rafiq in the city was intercepted by Zia at 0800 hours on March 26. They were then incorporated within his force. All the troops then took an oath of allegiance to Bangladesh. The oath was administered by Zia at 1600 hours on March 26. Thereafter, he distributed 350 soldiers of East Bengal Regiment and about 200 troops of East Pakistan Rifles to various task forces under command of an officer each. These task forces were meant for the city. The whole city of Chittagong was divided into various sectors and each sector was given to a task force.

After having made these arrangements, Zia made his first

announcement on the radio on March 26. In this announcement apart from saying that they were fighting against Pakistan army he also declared himself as the head of the state. This, of course, could have been the result of tension and confusion of the moment.

As the battalion began to gather strength, in the afternoon of March 27, Zia made another announcement from the Shawadhin Bangla Betar Kendra established at Kalurghat.

The announcement reads as follows:

a. "I Major Zia, provisional commander-in-chief of the Bangladesh liberation army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh."

b. "I also declare, we have already formed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution."

c. "The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace."

d. "I appeal to all governments to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh"

e. "The government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world."

He further said, "We shall not die like cats and dogs but shall die as worthy citizens of *Bangla Ma*. Personnel of the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles and the entire police force had surrounded West Pakistani troops in Chittagong, Comilla, Sylhet Jessore, Barisal and Khulna. Heavy fighting was continuing."

This significant announcement had a salutary effect all over the country as well as abroad. All those fighting their individual and isolated battles got a moral boost that they were not alone in the struggle, others also took up arms and are fighting.

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ডিক্লাসিফাই করা বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রে উল্লেখ রয়েছে, “On March 27 the clandestine radio announced the formation of a revolutionary army and a provisional government under the leadership of a Major Zia Khan.”

Classification 31 MAR 71Z 11 55 053712

Department of State

TELEGRAM

6413

INDICATE: ☐ COLLECT ☐ CHARGE TO

DISTRIBUTION

ACTION: AmEmbassy COLOMBO
AmEmbassy KABUL
AmEmbassy KATHMANDU
AmEmbassy RANGOON
AmEmbassy BANGKOK
AmEmbassy TEHRAN
AmEmbassy ROME
AmEmbassy MANILA
USINT KHARTOUM

53712

STATE

1. Following message summarizes recent developments in East Pakistan: The situation in East Pakistan deteriorated sharply the night of March 25-26 after President Yahya broke off negotiations with Mujibur Rahman and flew back to [illegible] Islamabad. A series of stringent martial law regulations were promulgated in East Pakistan, including a ban on all political activities and the imposition of a 24-hour curfew, and troops moved rapidly and ruthlessly, including the use of tanks, to take control of Dacca. In a nationwide broadcast on March 26, Yahya branded Mujib a traitor, prohibited political activity in both wings and proscribed the Awami League.

2. Meanwhile those Awami League leaders who were able to escape went underground and a clandestine radio began to broadcast resistance messages. One of the first of these was a declaration of the QUOTE sovereign and independent People's Republic of Bangla DeshUNQUOTE,

(9)

DRAFTED BY:	DRAFTING DATE	TEL. EXT.	APPROVED BY:
NEA:[illegible]chaffer	3/31/71	23172	FAP - William F. Spengler

CLEARANCES:

S/S-O:Sean Kelly

www.pathagar.com

ACTION: Page 2

FORM DS-322 4-69

made in the name of Mujib. The Martial Law Administration, however claims to have Arrested Mujib and his leading lieutenants the night of March 25-26, and their failure to surface publicly thus far lends credence to this claim. On March 27 the clandestine radio announced the formation of a revolutionary army and a provisional government under the leadership of a QUOTE Major Zia Khan UNQUOTE.

8. There continue to be conflicting reports on the actual situation in East Pakistan although the city of Dacca remains relatively quiet. With strict press censorship and the expulsion of foreign newsmen from East Pakistan hard news is difficult to come by. Eyewitness reports of the killing by the Pak Army of large numbers of Bengali students, intellectuals, police, Awami League leaders, slum dwellers and members of the Hindu minority continue to trickle in. They have been already/given prominence in the American press. Further reports may be expected as foreigners leave East Pakistan.

4. Claims regarding the situation by put forward by martial law and Bengali sources differ widely, although even Radio Pakistan has now reported that QUOTE miscreants UNQUOTE have been active in Chittagong

ACTION: Page 3

and Khulna. A Japanese wire service reported that Chittagong was the scene of civilian-military XXXXXX QUOTE conflagrations UNQUOTE Monday night, citing radio contact with Japanese ships anchored in the harbor as its source. Indian wire services continue to report widespread fighting in many places, as well as the arrival of aircraft and tanks from the West wing.

4. Europeans, mostly dependents of Yugoslav technicians evacuated from Dacca March 31, have said that the Pakistani Army appears to be firmly in control of the city and that some shops were opening. A Yugoslav foreign office official accompanying the group said the situation in Dacca has improved but is not yet normal. He also reports the Yugoslav Consul General has been unable to establish telephone contact with technicians in the ports of Chittigong and XXXXXX Chalna.

END ROGERS

www.pathagar.com

GUIDE TO THE INDIAN ARMY (EAST)

Liberation of Bangladesh

In 1971, discontentment had been brewing in East Pakistan for quite some time under the partisan rule of the Pakistani dictators. As it is, the Pakistani eastern wing was quite different culturally and linguistically from the western one. Besides, their economic resources, earning most of the foreign exchange, were routinely being siphoned off for development in West Pakistan while the annual floods and frequent cyclones continued to devastate the eastern wing.

Logically therefore, the demand for democracy and autonomy grew towards end-1970 when Sheikh Mujibur Rahman emerged as the most powerful leader in the general elections held by General Yahya Khan. Events moved at a fast pace as Sheikh Mujib championed the cause of the people of East Pakistan.

An overwhelming response to the call for a general strike on 01 March 1971 brought the eastern wing to a stand still. Lieutenant General Sahabzada Yakub Khan, the Martial Law Administrator, imposed a curfew but was soon obliged to order troops back to the barracks as Mujib cautioned him of dire consequences. The incident gave a clear indication of Mujib's firm hold on the people of East Pakistan. This hold was further substantiated when the Chief Justice of East Pakistan High Court declined to administer the oath of office to the newly appointed Governor and Martial Law Administrator, Lieutenant General Tikka Khan, on 07 March 1971. Soon civil disobedience crept into other organs of the state, notably the police and the East Pakistan Rifles. Consequently, while President Yahya Khan held a series of discussions with Sheikh Mujib in Dacca, 16 Pakistan Infantry Division was already being inducted there by air. Yahya Khan left Daca abruptly on 25 March 1971 and Tikka Khan let loose his reign of terror the same night. The next day, while the whereabouts of Mujib remained unknown, Major Ziaur Rahman announced the formation of the Provisional Government of Bangladesh over Radio Chittagong. Driven out by military atrocities, the initial trickle of East Pakistani refugees into India soon turned into a spate. In due course their number was to cross the ten million mark – each with his own account of the unimaginable brutalities inflicted mercilessly by the Pakistan Army.

Save for the hilly tracts of Chittagong, East Pakistan was a riverine country. The river Brahmaputra flows through the center to divide the country into two. Both these halves are further dissected by the Ganga river in the West and the Meghna river in the East. Besides, there are many other water channels and rivulets in between. On the few arterial roads which exist there are only two bridges across these mighty rivers – the Hardinge Bridge over the Ganga and the bridge across the Meghna at Ashuganj. Inland waterways cater for most of the surface communications within. All in all, East Pakistan terrain is excellent for defensive operations.

Towards the end of April 1971, the Indian government gave the first indication of a possible military intervention in East Pakistan to General S H F J Manekshaw, MC, the Chief of the Army Staff. For a variety of sound strategic military reasons he advised the government against a hasty and indecisive military venture. The government too had other political compulsions and better sense prevailed. Consequently, the Army Chief set in motion a well-conceived plan to prepare for an all out war. To avoid getting bogged down in the riverine terrain, it had to be well after the monsoons and to preclude possible Chinese intervention, it had to be nearer the winter by when the passes on the high Himalayas close.

Shortages in manpower and equipment were made up steadily. The Army's resources, particularly the engineer effort and the bridging equipment, were judiciously allotted to the two widely separated western and eastern theatres. Formations were affiliated to the newly raised Headquarters 2 Corps. Territorial Army units were embodied and reservists were called up. Additional communication zone units were also raised to ensure better logistics support.

http://indianarmy.nic.in/Site/FormTemplete/frmTemp15P23C.aspx?MnId=BvPvkXeFoHw=&ParentID=IzK1oDMkBc0=

This is the Official Indian Army Web Portal, maintained & managed by the Indian Army. This site is hosted by NIC.

www.pathagar.com

ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ বিষয়ক ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে 'ভারত রক্ষক' শিরোনামীয় সাইটে। সেখানে ৯৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়া ২৬ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং তিনি 'বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের (Temporary Head of Republic)' দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।"

ভারত সরকারের ওয়েব সাইট- ভারত রক্ষক। পাতা ৯৩

http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/Army/History/1971War/PDF/1971Chapter03.pdf

INDEPENDENT BANGLADESH PROCLAIMED

Sheikh Mujib, while giving a call for a general strike on 1 March 1971, at the postponement of the National Assembly, had warned, "You will see history made if the conspirators fail to come to their senses"(10). The beginning of the history of an independent and sovereign Bangladesh was made when Major Ziaur Rahman, an officer of the 8th Battalion of the EBR at Chittagong, on 26 March, shortly after the military crack-down, made an electrifying broadcast on "Swadhin Bangla Betar Kendra" (Free Bangla Radio) announcing the establishment of an independent Bangladesh. He said, "I, Major Zia Rahman, at the direction of Bango Bondhu Mujibur Rahman, hereby declare that Independent People's Republic of Bangladesh has been established. At his direction, I have taken the command as the temporary Head of the Republic. In the name of Sheikh Mujibur Rahman, I call upon all the Bengalees to rise against the attack by the West Pakistani Army. We shall fight to the last to free our motherland. Victory is, by the Grace of Allah, ours, Joy Bangla"(11).

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য দেন, যেটি প্রচারিত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "The brilliant success of our fighting forces and the daily additions to their strength in manpower and captured weapons has enabled the Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, first announced through Major Ziaur Rahman, to set up a fullfedged operational base from which it is administering the liberated areas." [Bangladesh Documents, vol-I, Indian Government, page 284].

এই ঘোষণায় প্রমাণিত হয়, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময়টিতে মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্বশূন্য ছিল না। তাঁর ভাষায়, মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সেখান থেকে মুক্ত এলাকা (Liberated Area) শাসিত হচ্ছে। তখন পর্যন্ত (১০ এপ্রিল ১৯৭১) জিয়াউর রহমান ব্যতীত আর কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধরত দেশের কোনো শাসক, প্রশাসক, সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান দাবিদার ছিলেন না। বিষয়টি তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যে প্রমাণিত।

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সচিব মঈদুল হাসান তরফদার তার 'মূলধারা ৭১' বইতে লিখেন, "২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ৮-ইবির বিদ্রোহী নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া তাঁর প্রথম

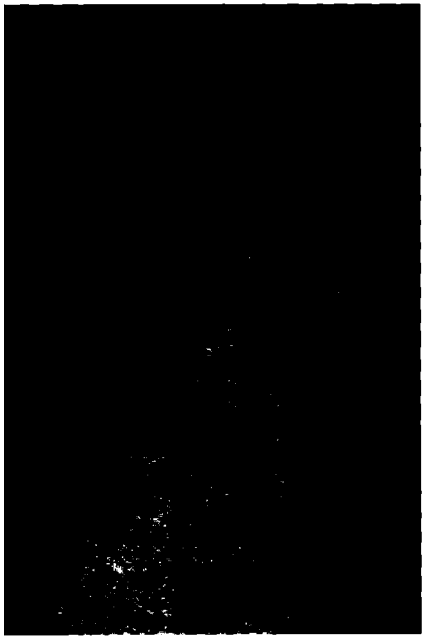

মূলধারা: '৭১

...মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলির মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই সব স্থানীয় ও খণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত রূপ ধারণ করে।...

www.pathagar.com

বেতার বক্তৃতায় নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে ঘোষণা করলেও পরদিন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি শেখ মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করেন।" [মূলধারা : ৭১, ইউপিএল, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৫]। একই পৃষ্ঠায় মঈদুল হাসান আরো লিখেন, "মেজর জিয়া শেখ মুজিবের নির্দেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বললেও নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আগেকার ঘোষণা সংশোধন করেননি।"

মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টর কমান্ডার (১১ জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিক-উল ইসলাম (বীর উত্তম) তাঁর 'A Tale of Millions' বইয়ে'র ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "২৭ মার্চের বিকেলে তিনি (মেজর জিয়া) আসেন মদনাঘাটে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। প্রথমে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ঘোষণা করেন। পরে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।" কেন জিয়া মত পরিবর্তন করেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মেজর রফিক-উল-ইসলাম। "একজন সামরিক কর্মকর্তা নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ঘোষণা দিলে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র (Political Character of the Movement) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং স্বাধীনতার জন্য এই গণ-অভ্যুত্থান সামরিক অভ্যুত্থানরূপে চিত্রিত হতে পারে, এই ভাবনায় মেজর জিয়া পুনরায় ঘোষণা দেন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। এই ঘোষণা শোনা যায় ২৮ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত।" [সূত্র : Rafiq-ul-Islam, A Tale of Millions, Dhaka, BBI, 1981]

মেজর এম. এস. এ. ভূঁইয়া (সুবিদ আলী ভূঁইয়া) তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এখানে মেজর জিয়াউর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বেতার কেন্দ্র থেকে যাঁরা সেদিন মেজর জিয়ার ভাষণ শুনেছিলেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে, মেজর জিয়া তাঁর প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে 'হেড অব দি স্টেট' অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানরূপেই ঘোষণা করেছিলেন।" তিনি আরো লিখেন, "...স্বাধীনতার ঘোষণা কার নামে প্রচারিত হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, জিয়াউর রহমান নিজে উদ্যোগ নিয়েই এই ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। এতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কতটুকু সুবিধা হয়েছিল তাও বিচার্য। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার নিরিখে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার মান ছিল অত্যন্ত উঁচু। ওই সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ওই সেনাবাহিনীর অফিসার হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার ঝুঁকি নেওয়াটা কম কথা নয়। এর একটা মারাত্মক দিকও ছিল। বিদ্রোহ যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত তাহলে যারা সেনাবাহিনীতে ছিলেন, মিলিটারি বিচার অনুযায়ী তাদের ভাগ্যে কি জুটত? সামরিক বাহিনীতে যারা ছিলেন এবং যাদের নাম বিপ্লবের শুরুতেই জানাজানি হয়েছিল তাদের ভাগ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, ইতিহাসে বিদ্রোহ করার অপরাধে সামরিক

www.pathagar.com

বাহিনীর কত লোকেরই না ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে যেতে হয়েছে। বিদ্রোহ যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকার টিকে থাকত তখন আমাদের অবস্থাও তাই হতো।" [সূত্র : মেজর এম এস এ ভূঁইয়া, মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫৪।]

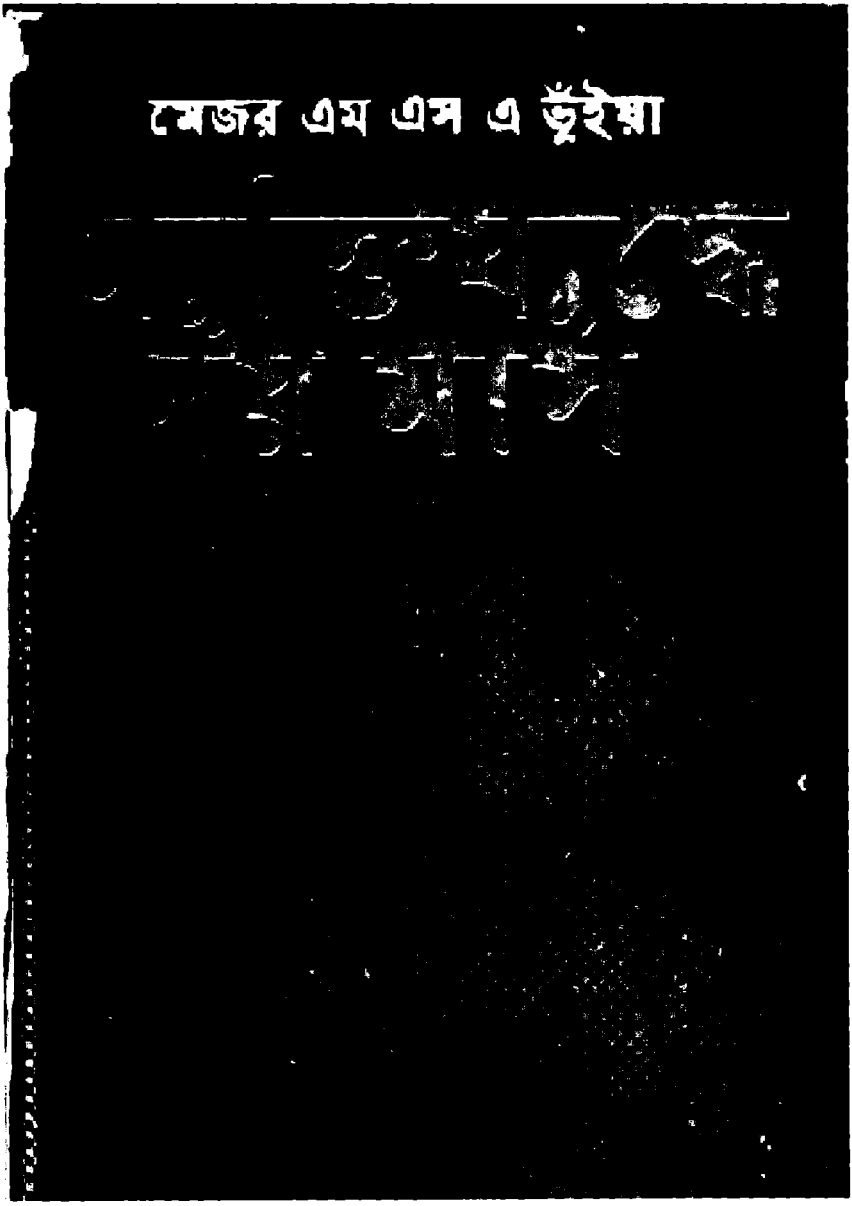

www.pathagar.com

একইভাবে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সচিব মঈদুল হাসান তরফদার তার 'মূলধারা ৭১' বইতে লিখেন, "...মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলির মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই সব স্থানীয় ও খণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। এমনিভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে স্বাধীনতার লড়াইয়ে শামিল হয় প্রায় এগারো হাজার ইবিআর এবং ইপিআর-এর অভিজ্ঞ সশস্ত্র যোদ্ধা। কখনও কোন রাজনৈতিক আপস-মীমাংসা ঘটলেও দেশে ফেরার পথ যাদের জন্য ছিল বন্ধ, যতদিন না বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।" [সূত্র : মূলধারা : ৭১, ইউপিএল, ১৯৮৬]

এছাড়াও ড. আজিজুর রহমান, এম আর সিদ্দিকীসহ আরো অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, মেজর জিয়া প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন।

১৯৭১-এর মার্চে তরুণ ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (পরবর্তীতে কর্নেল) যিনি মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার সময় তাঁর সঙ্গেই ছিলেন, পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ব্রুকস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। কর্নেল অলি আহমদ (বীর বিক্রম), অক্সফোর্ড ব্রুকস বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের অনুবাদ গ্রন্থে– (রাষ্ট্র বিপ্লব : সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮) বলেছেন, "মেজর জিয়া ছিলেন আমাদের নেতা এবং বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।"

মুক্তিযুদ্ধের ৫ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী (বীর উত্তম), (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) লিখেছেন, "অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে এবং পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিলে আমি সানন্দে যুদ্ধে যোগদান করি।" এছাড়াও ২০০৯ সালের ২৪ মার্চ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী (বীর উত্তম)-এর একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় বাংলাভিশন চ্যানেলে। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে মেজর জিয়া রিভোল্ট করেন এবং পরে নিজের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

ভারতের সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত তার 'হিস্টোরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ' বইতে লিখেন, "...মেজর জিয়া ও তার বাহিনী ২৬ মার্চ ভোর রাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ওইদিন সন্ধ্যায় বেতারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম নিজের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন।" (হিস্টোরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ, জ্যোতি সেনগুপ্ত, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৩২৫।)

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ আর্জেন্টিনা থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত দৈনিক Buenos Aires Herald এর শিরোনাম ছিলো, Rebel Government set up under Major। এই রিপোর্টে বলা হয়, মেজর জিয়া নিজেকে হেড অব স্টেট ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

At 7.45 p.m. on 26 March 1971 Major Zia-ur Rahman broadcast the message which became historic in the struggle of the Bengalees for

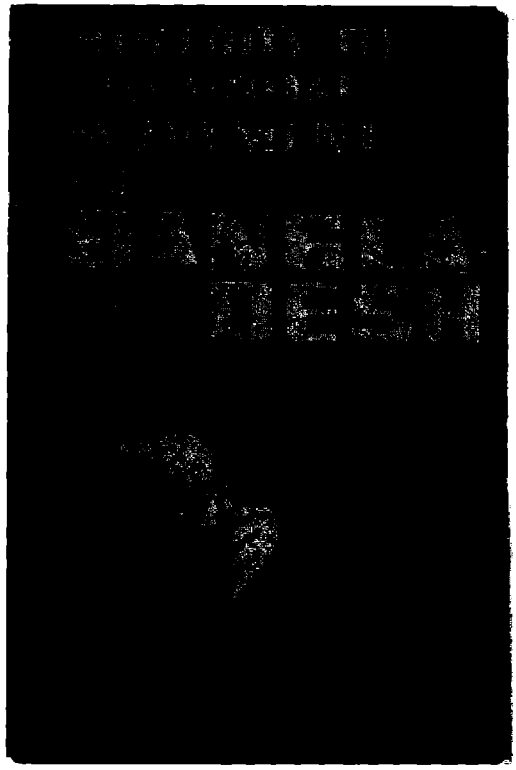

মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক দখলিকৃত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সারাদিন ওই (স্বাধীনতার) ঘোষণাপত্র রেকর্ড করে বার বার বাজানো হয়। [সূত্র : 'Nine Months of Freedom : The Story of Bangladesh' A Documentary Film by S Sukhdev, Japan, 1972.] ওইদিন ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের বহির্নোঙ্গরে থাকা একটি জাপানি জাহাজ কর্তৃক জিয়ার ঘোষণা রেকর্ড করা হয়। যা পরবর্তীতে রেডিও অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং সেখান থেকে তা সম্প্রচারের পর সারা বিশ্ব জানতে পারে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট যা অস্ট্রেলিয়ায় রাত ১১টা ৪৫ মিনিট। সেই ঘোষণা রেডিও অস্ট্রেলিয়া ব্রডকাস্ট করে তাদের স্থানীয় সময় রাত ১২টার পর অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় ২৭শে মার্চ। এই কারণে বলা হয় যে, জিয়া প্রথম ২৭শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু জাপানি জাহাজ কর্তৃক জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার রেকর্ড প্রমাণ করে যে, ২৬শে মার্চই জিয়া প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা

www.pathagar.com

Buenos Aires Herald

EL HERALDO DE BUENOS AIRES

FOUNDED IN 1876

BUENOS AIRES, MONDAY, MARCH 29, 1971

Scheel punched in Bolivia

Report from East Pakistan

Rebel government set up under army major

New Delhi

EAST Pakistan's clandestine radio announced yesterday the establishment of a rebel government under an army major, and said his forces were marching on the capital of Dacca, the Press Trust of India (PTI) reported.

PTI also said the martial law administration in East Pakistan had urgently appealed for more troops from West Pakistan to put down the uprising in the eastern part of the country separated from the central government by 1,000 miles of Indian territory.

The Indian news agency did not give a source for the report.

Free Bengal Radio, a clandestine transmitter that purports to be the voice of Sheikh Mujib Ur-Rahman's rebel army, announced the formation of a provincial Bangla Desh (Bengal country) government, PTI said.

The broadcast, monitored by PTI, said the underground government was being headed by Major Zia Khan and that his forces were on the march to Dacca from the city of Chittagong.

The radio said the troops would be guided by Mujib, who, it said, was directing the "liberation struggle" against West Pakistan from his headquarters in Chittagong.

PTI quoted the broadcast as saying that Major Zia Khan had appealed for material assistance for his troops and recognition of the rebel regime by "peace-loving governments".

In the West Pakistani interim capital of Rawalpindi, UPI correspondent Asrar Ahmed said the government yesterday lodged a strong complaint with India for what it called "deliberate and blatant interference in Pakistan's internal affairs."

The Pakistani foreign minister protested Indian radio broadcasts of "highly exaggerated, malicious and provocative stories" about the situation in East Pakistan, and demanded that India put an end to the "baseless and vicious propaganda ... and further interference in Pakistan's internal affairs."

PTI said the rebel radio said East Pakistani irregulars captured army posts at Comilla, Jessore and Khulna and insisted that the rebels had killed General Tikka Khan, east Pakistan's chief martial law administrator.

According to PTI, the government-held Dacca Radio said several thousand West Pakistani army troops had been airlifted to Chittagong, a port city, to quell disturbances there. (UP)

Belfast continues to simmer

Peaceful elections in Honduras

Sierra Leone asks Guinean army in

পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচারিত হয়েছে। যিনি যখন যেভাবে শুনেছেন, তারা তাদের লেখনীতে সেভাবেই তা বিবৃত করেছেন।

"মেজর জিয়া ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।" [সূত্র : 'দ্য লিবারেশন ওয়্যার', মোঃ আয়ুব ও শ্রী কে সুব্রাহ্মনিয়াম, এস চান্দ এন্ড কোং, নয়াদিল্লি, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৯। 'পাকিস্তান ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ' মেজর জেনারেল ফজল মুকীম খান, আলফা প্রকাশন, নয়াদিল্লি, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৭৯।]

www.pathagar.com

"মেজর জিয়া ২৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।" [সূত্র : 'দ্য লাইটেনিং ক্যাম্পেইন', মেজর জেনারেল ডি কে পালিত, থমসন প্রেস, নয়াদিল্লি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪৫। 'জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ' কল্যাণ চৌধুরী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, নয়াদিল্লি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪৩। 'ইন্ডিয়ান সোর্ড স্ট্রাইকস ইন ইস্ট পাকিস্তান' মেজর জেনারেল লছমন সিং, বিকাশ প্রকাশনা, নয়াদিল্লি, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১১]।

মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ. কে. খন্দকার 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' বইতে উল্লেখ করেন, "...মেজর জিয়া কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে এসে প্রথম যে ঘোষণাটি দিলেন, সে ঘোষণায় তিনি নিজেকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।" তিনি আরো বলেন, "জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।" আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক এই পরিকল্পনা মন্ত্রী এ. কে. খন্দকার আরো বলেন, "...আমার স্মরণশক্তিতে যতটুকু মনে আছে, সেটুকু বলব। এই ঘোষণা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু আগে যা বললাম, তার বাইরে কোনো কিছু কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আর শোনা যায়নি। কেউ চট্টগ্রামে এ সংক্রান্ত সংবাদ পাঠিয়েছিল বা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছিল, এমন কোনো সংবাদ সে সময় আমরা শুনিনি। এ সম্পর্কে কথা বলা হয় স্বাধীনতার পর ...আমি নিজে জানি, যুদ্ধের সময় জানি, যুদ্ধের পরবর্তী সময়ও জানি যে মেজর জিয়ার এই ঘোষণাটি পড়ার ফলে সারা দেশের ভেতরে এবং সীমান্তে যত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মনে সাংঘাতিক একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, হ্যাঁ, এবার বাংলাদেশ একটা যুদ্ধে নামল।"

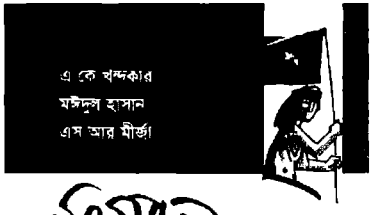

প্রথমা প্রকাশন

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর
গ্রন্থস্বত্ব © মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪১৬, ডিসেম্বর ২০০৯
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন
৮৫/১ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য : দুই শ টাকা

Muktijuddher Purbapar
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Price : Taka Two Hundred Only

ISBN 978 984 8765 22 7

> ... জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা ছিল, তাদের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।...

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলা বেতারের একজন শব্দ সৈনিক বেলাল মোহাম্মদ। সেই সন্ধ্যার ঘটনা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "জিয়াউর রহমান যে খসড়াটি তৈরি করেছিলেন তাতে তিনি নিজেকে প্রভিশনাল হেড অব বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করেছিলেন। খসড়াটি নিয়ে তাঁর সঙ্গী ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান আমার মতামতও চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আপনার মতো আর কেউ আছে কিনা মানে সিনিয়র অফিসার তা জানার উপায় নেই। বিদেশের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য আপনি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সামরিক বাহিনীর প্রধান অবশ্যই বলতে পারেন। ঘোষণাটি প্রচারের সময় 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে' শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়নি।" বেলাল মোহাম্মদ আরো লিখেছেন, "একটি এক্সারসাইজ খাতার পাতায় জিয়াউর রহমান এই ভাষণটি লিখেছিলেন।" [সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতারের একজন শব্দ সৈনিক, বেলাল মোহাম্মদ]।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলি আহাদ (মরহুম) তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭-৭৫' বইতে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লিখেন, "...আমি জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর সহিত নিয়মিত যোগযোগ রক্ষা করিতাম এবং মাঝে মাঝে তাঁহার অভয় দাস লেনের বাসায় রাত্রিযাপন করিতাম। তাঁহার বাসায় রাত্রিযাপন করিতে গিয়া তাঁহারই রেডিও সেটে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হইতে 'স্বাধীন বাংলা রেডিও'র ঘোষণা শুনিতে পাই। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বরে স্বাধীন বাংলার ডাক ধ্বনিত হইয়াছিল। এই ডাকের মধ্যে সেই দিশেহারা, হতভম্ব, সম্বিতহারা ও মুক্তিপ্রাণ বাঙালি জনতা শুনিতে পায় এক অভয়বাণী, আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ের সংবাদ। ফলে সর্বত্র উচ্চারিত হয় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরের পতনের সংকল্প, আওয়াজ উঠে– জালেমের নিকট আত্মসমর্পণ নয়, আহ্বান ধ্বনিত হইতে থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার, প্রতিরোধ শক্তিকে সুসংহতকরণের। এইভাবেই সেদিন জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পায় এবং মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে।" [সূত্র : অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭-৭৫।]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (মরহুম) লিখেছেন, "২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান নিজ দায়িত্বে নিজেকে বাংলাদেশের কমান্ডার-ইন-চিফ ও প্রভিশনাল রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন। এটা কেউ তাকে বলেনি। এটা ঠিক কি ঠিক করেন নি– তা আমি বলছি না। তিনি একক দায়িত্বে বলেছেন, এটা জানি। যুদ্ধ শুরুর পর পর দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে, সে জন্য দেশের পক্ষে কোনো একটা লোককে কিছু তো বলতে হবে। তিনি দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন। এর আগে রাজনৈতিক নেতারা কেউ কিছু বলেন নি। আওয়ামী লীগের নেতারা পালিয়ে গেলেন ইন্ডিয়ায়। তারা কেউ কোনো স্টেটমেন্ট দিলেন না। শেখ মুজিব নিজে ধরা দিলেন পাকিস্তানের কাছে। আমরা ছোট রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনার চেষ্টা করছিলাম কোথাও কিছু শোনা যায় কি না। তখন হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনলাম, অচেনা-অজানা কণ্ঠস্বর, বললেন, মেজর জিয়া বলছি। ২৬ মার্চ তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রভিশনাল কমান্ডার-ইন-চিফ ও রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করে

www.pathagar.com

দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা বলেন এবং স্বাধীনতার ডাক দেন। ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা মুছে ফেলা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কিংবা অন্য কোনোভাবে ধ্বংস করা হতে পারে। এটা সঠিকভাবে বলতে পারব না। ধ্বংসের কাজটি যারা করেছেন, তারা ঠিক করেন নি। মুছে ফেলে ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করে তথ্য উপস্থাপন করলে তা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিলেও মিথ্যা ইতিহাস হতে পারে। স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান– এ কথা আগেও আমি বলেছি। আমার বহু আগের বইতে আমি লিখেছি। তখন কেউ এর কোনো প্রতিবাদ করেনি। কারণ, এটা ধ্রুব সত্য, এর প্রতিবাদ হবে না। স্বাধীনতার ঘোষণায় শেখ মুজিবুরের কোনো নির্দেশ ছিল না, আওয়ামী লীগের নেতাদেরও কোনো নির্দেশ ছিল না। তার কারণ, তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যান এবং স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায়।"

১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে বাংলা একাডেমিতে মুক্তিযুদ্ধের ১১ জন সেক্টর কমান্ডার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেক্টর কমান্ডারদের উপস্থিতিতে যখন জিয়াউর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়, "...২৫ মার্চ পাক বাহিনীর বর্বর হামলার পর চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ও তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কৃতিত্বের অধিকারী কর্নেল জিয়াউর রহমান...", তুমুল করতালির মধ্যে বক্তৃতা করতে উঠেন তিনি। [সূত্র : দৈনিক বাংলা, ২০-২-১৯৭২।]

শেখ হাসিনা সরকারের অর্থমন্ত্রী সাবেক আমলা ড. আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, "The next evening Major Zia announced the formatica of a provisional government under his and solicited the support of the world in the liberation of Bangladesh. Major Zia declared allegiame to Sheikh Mujib and on March 30 he made it clear that the straggle was being led by Mujib who was the supreme commander of the liberation from The movement for autonomy for Bangladesh in the Federation of Pakistan was convested into a struggle for liberation with the revolt of East Pakistan Rifles and Bengali Regents of the Pakistan army in Chittagong." [সূত্র : Bangladesh : Emergence of a Nation, A. M. A. Muhith, page 227.]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন, "...The cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested and not before. He himself, so far as I know, has not asked for independence even now." [সূত্র : Bangladesh Documents, Vol-II, Page-275, 1972.]

www.pathagar.com

Page 143:
Major Ziaur Rahman (later President of Bangladesh) was the first to announce the independence of Bangladesh on belalf of Sheikh Mujib from the Kalurghat radio Centre (Chittagong on March 26.

Page 227:

The next evening **Major Zia announced the formatica of a provisional. government under his and solicited the support of the world in the liberation of Bangladesh**. Major Zia declared allegiame to Sheikh Mujib and on March 30 he made it clear that the straggle was being led by Mujib who was the supreme commander of the liberation from The movement for autonomy for Bangladesh in the Federation of Pakistan was convested into a struggle for liberation with the revolt of East Pakistan Rifles and Bengali Regents of the Pakistan army in Chittagong.

www.pathagar.com

COLUMBIA DAILY SPECTATOR

FOUNDED 1877

Gandhi Speaks on Pakistan Crisis

"Just when we had come to a stage where we thought we could advance easily and more rapidly, we have been forced to take up the problems of another country," Mrs. Gandhi commented. She also said, however, that "we have been hurt and starving" and that India would survive the financial difficulties of maintaining refugees.

The Prime Minister also contended that some of the "refugees" crossing the frontier were in fact Pakistani saboteurs who had already attacked trains in her country. In light of this, Mrs. Gandhi noted that if the United Nations wanted to send observers to India, they should be sent to the eastern border where Indian peace was being threatened rather than concentrating on the western border where Pakistani troops have advanced.

Mrs. Gandhi was greeted when she arrived at SIA by a crowd of sympathetic demonstrators who cheered and chanted religious hymns in her honor. Many carried signs calling for cessation of U.S. aid to Pakistan and for support of Bangla Desh.

The Indian Prime Minister, who wore a bright orange and yellow sari, referred to East Pakistan as "East Bengal" throughout her speech, which lasted about 35 minutes.

After a lengthy standing ovation that followed her address, Mrs. Gandhi was presented with a Presidential Citation of Distinction by President McGill. The certificate cited her "respect for human rights and fundamental freedoms" and Columbia's "profound esteem" for a "gracious lady and courageous leader."

Mrs. Gandhi also spoke about the development of India as a "secular socialist democracy." She asserted that socialism "is the only way we think we can lessen the disparity between sections of our society so that we can have democracy" and later noted that democracy in India "is not a dogma or an 'ism' but a way of life."

Her talk was interrupted by applause only once when she commented that wherever she goes, people ask how a woman can lead a country. "No one asks that question in India," she said, "not even in the smallest village." Mrs. Gandhi declared that in India, the only question asked is: "This is a human being; what does he have to contribute to society?"

The Prime Minister characterized countries supporting Yahya Khan as "threatening the peace of all of South Asia...by trying to support the prestige of one man, a military leader." She also characterized Sheik Mujibur Rahman, the opposition party leader whose election sparked the division of Pakistan, as a "moderate" and noted that some had even called him "an American stooge."

Attendance to Mrs. Gandhi's speech was regulated owing to the size of the auditorium available in SIA. Invitations were checked at the door of the building and again at the entrance to the auditorium by university officials and security guards. A number of Secret Service agents wearing earphones milled in the lobby of the $21 million building.

Among the dignitaries attending the speech were Governor Nelson A. Rockefeller and Kenneth Keating, U.S. Ambassador to India.

In summing up the responsibility of India to defend its ideals, Mrs. Gandhi said that a country "must do right whether it brings pleasure or pain, failure or success, and doing right is the only thing that ultimately brings both pleasure and success."

Mrs. Gandhi has been prime minister of India, the world's largest democracy, since 1966. She is the daughter of the late Indian prime minister Jawaharlal Nehru.

www.pathagar.com

পাক হানাদার বাহিনীর জেনারেল রাও ফরমান আলী তার লিখিত 'বাংলাদেশের জন্ম' বইতে বলেন, "...প্রতিটি বাঙালি ইউনিটই বিদ্রোহ করেছিল, মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়াকে হত্যা করেছিলেন এবং নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে নিয়েছিলেন..." [সূত্র : বাংলাদেশের জন্ম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., পৃষ্ঠা ৮৭।]

১৯৭৭ সালে একবার ভারত সফর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। সেই সময় ২৭ ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার ভূমিকা স্মরণ করে বলেন, "...ইতিমধ্যে আপনার দেশের ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার সমুজ্জ্বল অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গেছে..." "...Your position is already assumed in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh. Since you took over the reign of government in your country, you have earned wide respect both in Bangladesh and abroad as a leader truly dedicated to the progress of your country and the wellbeing of your people..." [সূত্র : Bangladesh in International Politics by M. Shamsul Haq, 1993, Page 96.]

ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা সুখান্ত সিং যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল হিসেবে অববসর গ্রহণ করেন, তিনি তাঁর 'India's Wars Since Independence : The Liberation of Bangladesh' বইয়ে লিখেছেন, "ইতিমধ্যে ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে একজন বাঙালি অফিসার মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।" [সূত্র : সুখান্ত সিং, 'India's Wars Since Independence : The Liberation of Bangladesh', Vol. 1, Delhi, Lancer Publishers, 1980.]

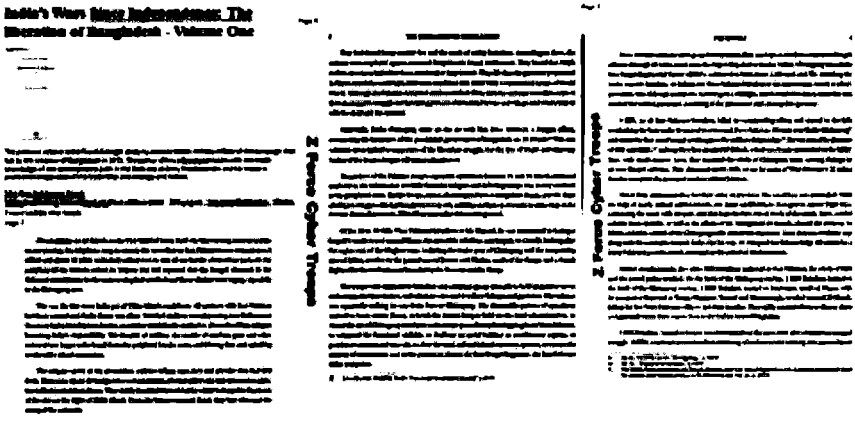

www.pathagar.com

ভারতের সমরনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেএফআর জ্যাকব 'Surrender At DACCA : Birth of a Nation' বইয়ে লিখেছেন, "চট্টগ্রামের ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বেতার ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ২৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেন। সেই ঘোষণা অনেকেই শুনেছেন। যারা নিজ কানে শোনেননি তারাও মুখে মুখে চারদিকে প্রচার করেন। তিনি আরো বলেন, মেজর জিয়া বাঙালি রেগুলার ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সহায়তায় চট্টগ্রামে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।" [সূত্র : JFR Jacob, Surrender At DACCA : Birth of a Nation, UPL, Dhaka, 1997, পৃষ্ঠা ৩৫।]

বাংলাদেশে ভারতের প্রথম ডেপুটি হাই কমিশনার জে এন দীক্ষিত তাঁর Liberation And Beyond : Indo-Bangladesh Relations বইতে লিখেন, "চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান স্বল্পকালীন পরিসরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করেন এবং সেই কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণায় তিনি বাংলার সকল সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাক হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের আহ্বান জানান।" [সূত্র : Liberation And Beyond : Indo-Bangladesh Relations, UPL, Dhaka, 1999, page 42.]

২০০২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার। তিনি তখন বলেন, "...মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়কার টিক্কা খানের পি.আর.ও. সিদ্দিক সালিক তার Witness to Surrender বইতে লিখেন, "...Major Zia took control of the transmitters seperately located on Kaptai Road and used the available equipment to broadcast the 'declaration of independence' of Bangla Desh." [সূত্র : Witness to Surrender, Page 79.]

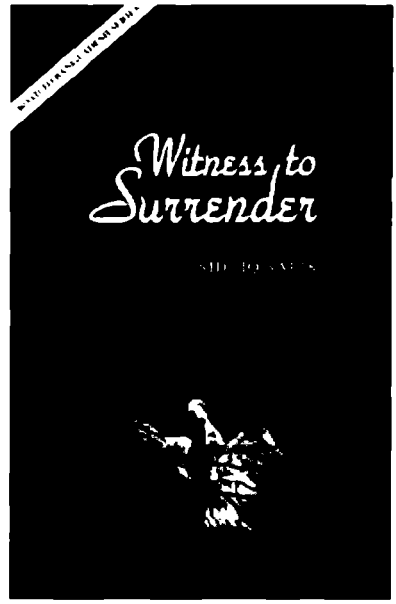

www.pathagar.com

The same day (6 March), President Yahya had announced that the National Assembly would meet in Dacca on 25 March. If this had been done a week earlier, the situation would have been different.

The second important development of the night took place at the GOC's house in Dacca cantonment. He was woken at 2 a.m. by his intelligence officer who was accompanied by two representatives of the Awami League. Mujib's emissaries told, 'Sheikh Sahib is under immense pressure from extremists. They are forcing him to make the UDI. He doesn't find enough strength to refuse them. He suggests that he be taken into military custody.' The GOC replied, 'I am sure a popular leader like Mujib knows how to resist such pressure. He cannot be made to act against his will. Tell him I will be there (at the Ramna Race Course) to save him from the wrath of the extremists.' But tell him, too, that if he talks against the integrity of Pakistan, I will muster all I can—tanks, artillery and machine-guns—to kill all the traitors and, if necessary, raze Dacca to the ground. There will be no one to rule, there will be nothing to rule.'[1]

Next morning (7 March), the US Ambassador to Pakistan, Mr Farland called on Mujib. A Bengali journalist, Mr Rahman, phoned me a little later to say that the UDI had been averted. G.W. Choudhry tells us more about Farland's call on Mujib. He says, 'The US policy was made clear to Mujib by Ambassador Farland who advised him not to look towards Washington for any help for his secessionist game.'[2]

Then the crucial hour struck. Mujib's speech was to commence at 2.30 p.m. (local time) and the Dacca station of Radio Pakistan, on its own initiative, had made arrangements to broadcast it live. The radio announcers were already speaking from the Race Course telling the listeners about the unprecedented enthusiasm of the million strong audience.

The headquarters of the Chief Martial Law Administrator intervened and directed Dacca to stop this 'nonsense'. I conveyed the orders to the radio station. The Bengali friend at the receiving end reacted sharply to the order. He said, 'If we can't broadcast the voice of seventy-five million people, we refuse to work.' With that, the station went off the air.[3]

[1] Op. cit., p. 130.
[2] It resumed its transmission next morning when it was allowed to play the tape of Mujib's speech.

২৮ মার্চ, ১৯৭১। ভারতের 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, "...১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'জিয়াউর রহমান' এক অবিস্মরণীয় নাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল ২৫ মার্চ রাতেই। আর এই ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মেজর জিয়া। শুধু বিদ্রোহ ঘোষণাই করেননি, নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘোষণাটিও পাঠ করেছিলেন। সেই দুঃসময়ে বাঙালি জাতি ছিল দিশেহারা, দিক-নির্দেশনাহীন। ঠিক এ সময়ে মেজর জিয়ার প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠের ঘোষণা ছিলো তূর্যধ্বনির মতো। প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন।"

www.pathagar.com

১৯৮৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক মেঘনায় 'বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস প্রস্তাব বিবেচনা করছিলেন' শিরোনামে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাকের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "...২৭ মার্চ সকালে চায়না বিল্ডিং-এর কাছে আমার বন্ধু আতিয়ারের বাসায় গেলাম। তার কাছ থেকে একটা লুঙ্গি আর একটা হাফ শার্ট নিয়ে রওনা হলাম নদীর ওপারে জিঞ্জিরায়। নদী পার হয়েই রওনা হলাম গগনদের বাড়িতে। পথে দেখা হলো সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। পরে আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে এক লোক, তার ঘাড়ে ইয়া বড় এক ট্রাঞ্জিস্টার। আমরা যাব বালাদিয়া। নৌকায় শুনলাম হঠাৎ কোনো বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হচ্ছে– আই মেজর জিয়াউর রহমান ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ। আমরা তো অবাক। বলে কি? পরে আবার শুনেছি জিয়া বলছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।"

মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মু. ইব্রাহিম, বীর প্রতীক, ২০০৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকারি ক্রোড়পত্রে 'তিন যুগ পর মুক্তির স্বাদ' শিরোনামে লেখা একটি নিবন্ধে লিখেছেন, "চট্টগ্রামে অবস্থিত তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ ১৯৭১ বিকাল বেলা প্রথমবার নিজ নামে ও নিজ দায়িত্বে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টি (পিডিপি) চেয়ারম্যান ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং জিয়াউর রহমান শীর্ষক এক নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি এতে লিখেছেন, "২৫ মার্চ রাতের ট্রেনে আমি এবং মরহুম আতাউর রহমান খান রওয়ানা করেছিলাম চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। লালদীঘির মাঠে স্বাধীনতার দাবিতে আয়োজিত এক জনসভায় যোগ দিতে। কিন্তু সে ট্রেনে চট্টগ্রাম অবধি যেতে পারেনি। লাকসাম পর্যন্ত কোনোক্রমে পৌঁছলাম। অতপর চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকা ফেরা। চাঁদপুর থেকে স্টিমারে চেপে ২৭ তারিখ সকালে আমরা নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাই। তখন পাক বাহিনী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কে ব্যারিকেড সরিয়ে থেমে থেমে এগুচ্ছে। আমরা নৌকায় নদী পার হয়ে বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে গেলাম। সেখানে একটা নৌকাতে খান সাহেবকে রেখে আমি পায়ে হেঁটে নদীর তীর ঘেঁষে জিঞ্জিরার দিকে এগুতে থাকলাম। সে এক বিচিত্র এবং লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। জিঞ্জিরায় পৌঁছাতে বিকেল গড়িয়ে এলো। আমাকে দেখে পরিচিত ছাত্র-কর্মীরা ঘিরে ধরলো। সবার প্রশ্ন– এখন কি হবে? কি হবে তা কি আমিও জানি? আর ঠিক সেই সময় পাশে একটি পান দোকানের সামনে প্রথমে প্রচণ্ড শোরগোল। তারপর চারদিকে একবারেই নিস্তব্ধ। চট্টগ্রাম থেকে ভেসে আসছে দুর্বল ট্রান্সমিশনের কিছু শব্দ তরঙ্গ। সবাই কান পেতে তা শোনার চেষ্টা করছে। অন্যদের সাথে আমিও এগিয়ে গেলাম। খুবই সংক্ষিপ্ত একটি ঘোষণা। ঘোষণাটি শেষ হতে মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল গোটা জনপদ। অখ্যাত এক মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই একটি ঘোষণায় হতোদ্যম মুক্তিকামী জনতা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো

www.pathagar.com

জেগে উঠলো। চারদিকে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো– রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।"

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তার 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বইয়ে লিখেছেন, "মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।"

দ্য ব্যাংকক পোস্টে প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে দেখা যায় জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

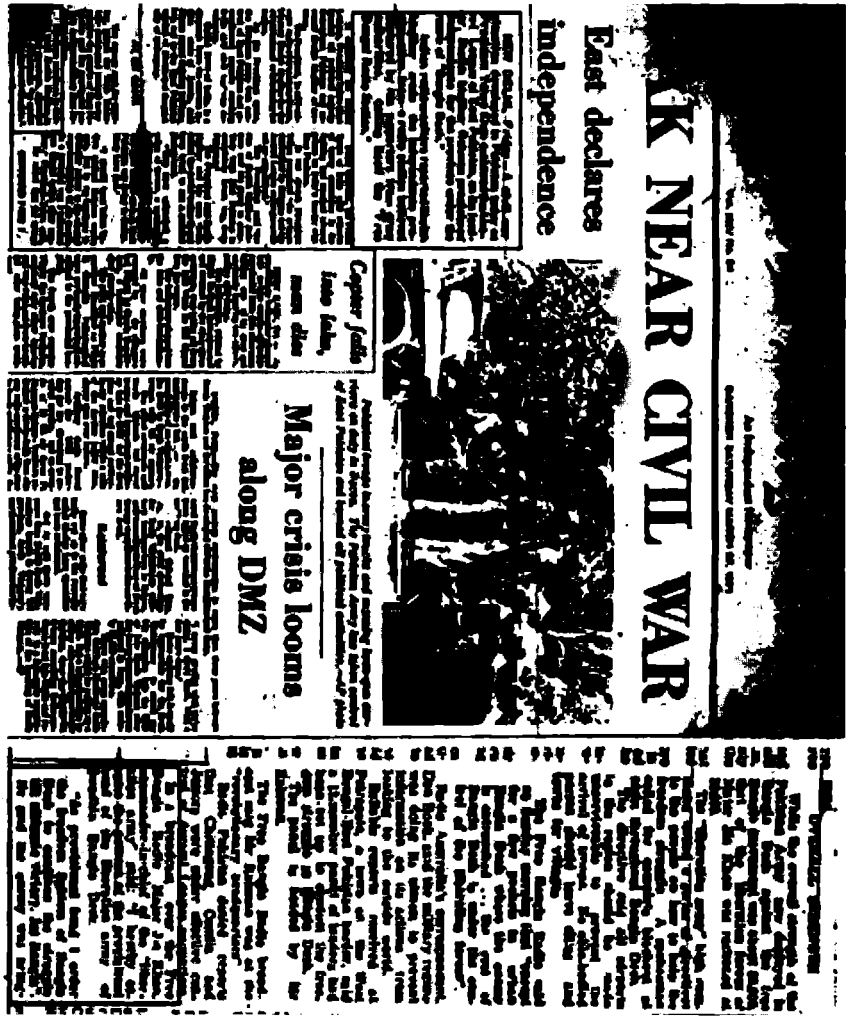

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ প্রকাশিত বোকা রাতন নিউজে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। মেজর জিয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

Boca Raton News - Mar 30, 1971 Browse this newspaper » Browse all

NEW DELHI (UPI)— Clandestine Free Bengal Radio said today Pakistani government jets bombed and fired rockets at East Pakistani secessionist forces in the cities of Comilla and Jessore.

An earlier broadcast said supporters of Sheikh Mujibur Rahman's outlawed Awami league political party were fighting with Pakistani troops for control of the airport and military areas of the capital of Dacca.

West Pakistani spokesmen said the situation in rebellious East Pakistan was under control.

The rebel broadcast, heard in neighboring India, appealed for outside help and said at least 300,000 East Pakistanis had been killed by the army in the past 48 hours.

"Never in the history of mankind has such brutality been perpetrated on unarmed people," the East Pakistani announcer said.

The broadcast said Maj. Ziaur-Rahman, head of the provisional government of Bangla Desh (Bengal Homeland), had appealed to other nations to recognize the revolutionary government.

The East Pakistani broadcast said the jets attacked Comilla and Jessore today. Both are military base towns, Comilla is 88 miles southeast of Dacca and Jessore 90 miles southwest of the East Pakistan capital.

Official Radio Pakistan said the situation in the country torn by civil war was under control. "Complete calm" prevailed in Dacca and throughout the countryside, it said, quoting an official statement.

With tight censorship clamped down on East Pakistan there was no way of checking the conflicting reports.

www.pathagar.com

২৮ মার্চ নিউ দিল্লিতে বার্তা সংস্থা এপি'র বরাত দিয়ে ডেটনা বিচ জার্নালে একই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

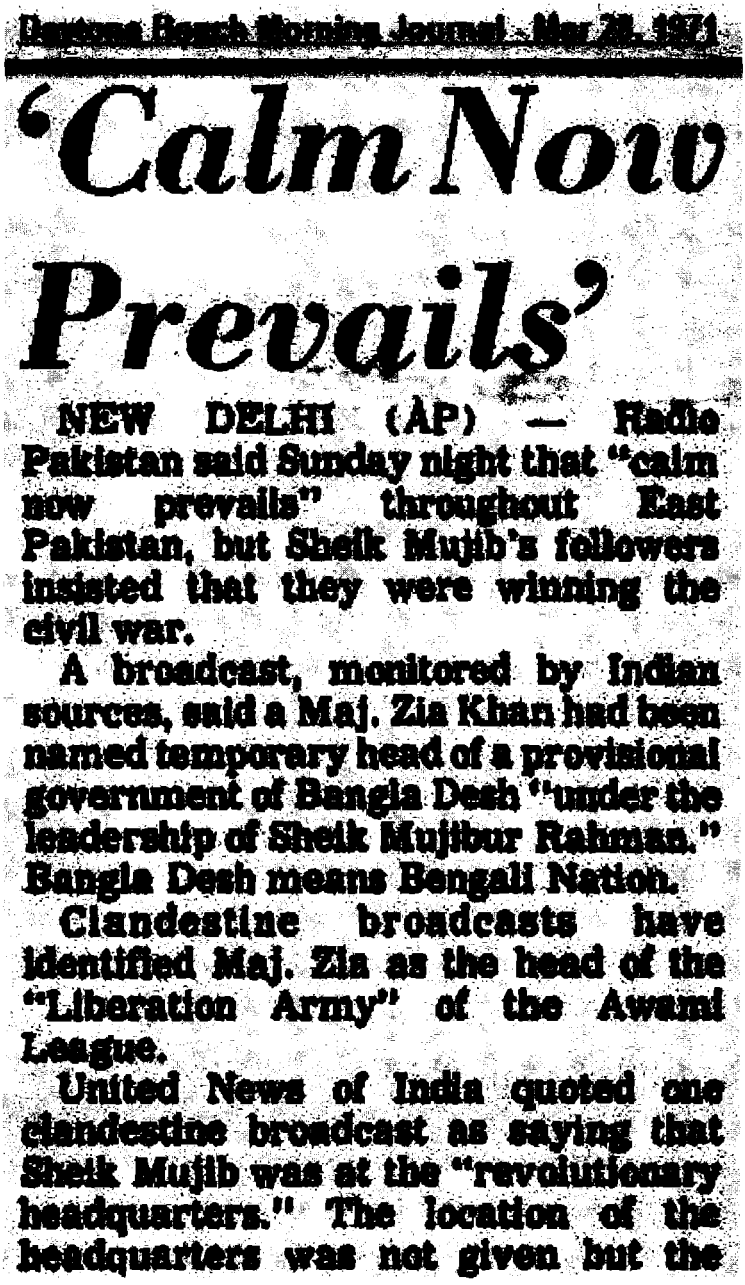

Daytona Beach Morning Journal - Mar 28, 1971

'Calm Now Prevails'

NEW DELHI (AP) — Radio Pakistan said Sunday night that "calm now prevails" throughout East Pakistan, but Sheik Mujib's followers insisted that they were winning the civil war.

A broadcast, monitored by Indian sources, said a Maj. Zia Khan had been named temporary head of a provisional government of Bangla Desh "under the leadership of Sheik Mujibur Rahman." Bangla Desh means Bengali Nation.

Clandestine broadcasts have identified Maj. Zia as the head of the "Liberation Army" of the Awami League.

United News of India quoted one clandestine broadcast as saying that Sheik Mujib was at the "revolutionary headquarters." The location of the headquarters was not given but the

www.pathagar.com

Toledo Blade - Mar 28, 1971 Browse this newspaper » Browse all newspapers »

Army Control Claimed, But Fighting Reported Heavy In East Pakistan

Sparse Accounts Of Civil War In Sharp Conflict

NEW DELHI (AP) — The Pakistani government claimed today that the army has won control in its eastern province where civil war has been raging since Thursday. But reports from the frontier said heavy fighting was still going on.

With both East and West Pakistan under a strict censorship blackout, news of the civil war was sketchy. Sparse reports that did get out of Pakistan were sharply conflicting.

The official Pakistan radio network said Sheik Mujibur Rahman, leader of the outlawed Awami League who had been spearheading the rebellion, was under arrest.

"The army is in full control of the situation throughout East Pakistan and life is fast returning to normal," the radio said.

Contradictory Report

Indian radio monitors, however, said they heard a clandestine broadcast of Sheik Mujib in his own voice denying his arrest and reporting he was in the "liberated" port city of Chittagong.

"I am okay, comrades. Go ahead with your program to achieve the goal of freedom," the monitors quoted Sheik Mujib as saying.

"Don't be misguided by the enemy propaganda."

Reports reaching India from along the 1,340-mile border with East Pakistan said heavy fighting was continuing throughout

An account of events at Dacca by Selig S. Harrison, Washington Post correspondent, who was among 35 foreign newsmen ousted from the city by West Pakistan authorities, appears on Page 13.

the province, with the Pakistan air force bombing Dacca and other cities to beat back Sheik Mujib's followers, who were reported armed mainly with spears and daggers.

Heavy Casualties

United News of India said earlier that thousands of persons had been killed in two days of bloody fighting. The agency said army units under West Pakistani command were battling civilians in Dacca.

The agency also said Lt. Gen. Tikka Khan, chief martial law administrator of East Pakistan died of injuries received when supporters of Sheik Mujib stormed his residence in the provincial capital of Dacca.

There was no confirmation of the report, however, and Radio Pakistan said later that General Tikka had issued an order Saturday banning road blocks and barricades.

Denial Issued

Later, Radio Pakistan issued a denial that General Tikka has been wounded or even shot at in the raid on his residence.

It quoted Maj. Zia Khan [illegible] identified as the chief of the Bangla Desh Liberation Army, as predicting that the province would be freed of Pakistani military administration in two or three days.

Major Zia said the soldiers from West Pakistan "will be exterminated" if they do not surrender.

The rebel broadcast said nearly 300 members of the army's Punjabi Regiment had surrendered to Bengali forces.

Continued from First Page

Another rebel broadcast said Awami League headquarters had been set up in Chittagong.

It also claimed that supporters of Sheik Mujib had captured the district city of Comilla, only 50 miles from Dacca.

Indian sources who reported fighting from border towns estimated that thousands had been killed on both sides.

One Indian news agency said at least 10,000 unarmed civilians were slain.

The clandestine radio broadcast appeals for youths in the province to donate food.

Help Volunteered

United News of India said that 25,000 Indian nationals gathered near the Pakistan border in the remote State of Tripura and volunteered to fight alongside the Bengalis against the Pakistani troops.

But the agency said that Bengali leaders told them that they were hopeful of meeting the army challenge on their own.

Bitter rivalry has existed be-

www.pathagar.com

Rebels Report Bengali Regime

New Delhi, March 28 (Reuter) —Pakistani martial law authorities claimed today the Army was in complete control in rebellious East Pakistan, but radio reports heard here said a provisional government has been set up in the East.

The official Pakistani Radio in Karachi, more than 1,000 miles away from the eastern half of the war-torn country, said the situation in the East was returning to normal and people were going back to work.

But the Press Trust of India news agency quoted a clandestine radio report claiming that Sheikh Mujibur Rahman's "Liberation Army" captured the important northern town of Rangpur after bitter fighting yesterday.

Another radio message, monitored in Calcutta, reported that a provisional Bangla Desh (Bengali Nation) government had been set up in the East.

The broadcast said Major Zia Khan had been named temporary head of a provisional government of Bangla Desh "under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman," according to the Associated Press.

[Clandestine broadcasts have identified Major Zia as the head of the "Liberation Army" of the Awami League.]

The Indian news agency also quoted Dacca Radio, taken over by West Pakistani troops Friday, as saying that the martial-law authorities in East Pakistan had asked for troop reinforcements from the western region.

The secret radio said the provisional government in East Pakistan would be guided by the leader of the Awami League, Sheikh Mujib, who it said was directing "the liberation struggle from Chittagong, the main port in East Pakistan, which the rebels claim to control.

But the government-controlled Radio Pakistan said life was returning to normal in East Pakistan.

Radio Pakistan said the situation in East Pakistan was so well under control that all banks would reopen tomorrow and that Dacca's curfew, which had been in effect from 7 A.M. to 5 P.M. would be relaxed.

There were fewer reports today from the clandestine radio, said to be manned by supporters of Sheikh Mujib, but PTI carried reports saying that Air Force helicopters were used to fire on the towns of Comilla and Chittagong today.

Pakistani authorities claimed a clandestine radio had been set up on a ship in the Hooghly River near Calcutta in India calling itself "the Voice of Bangla Desh" and issuing "concocted stories".

The Indian government rejected the allegation today as "false and mischevous."

Pakistan denied reports that the martial law administrator in East Pakistan, Lt. Gen. Rai Tikka Khan, had been killed or injured in the fighting.

Radio Pakistan reported later that Gen. Tikka Khan had met senior civilian and police offi-

(Continued, Page A 4, Col. 2)

www.pathagar.com

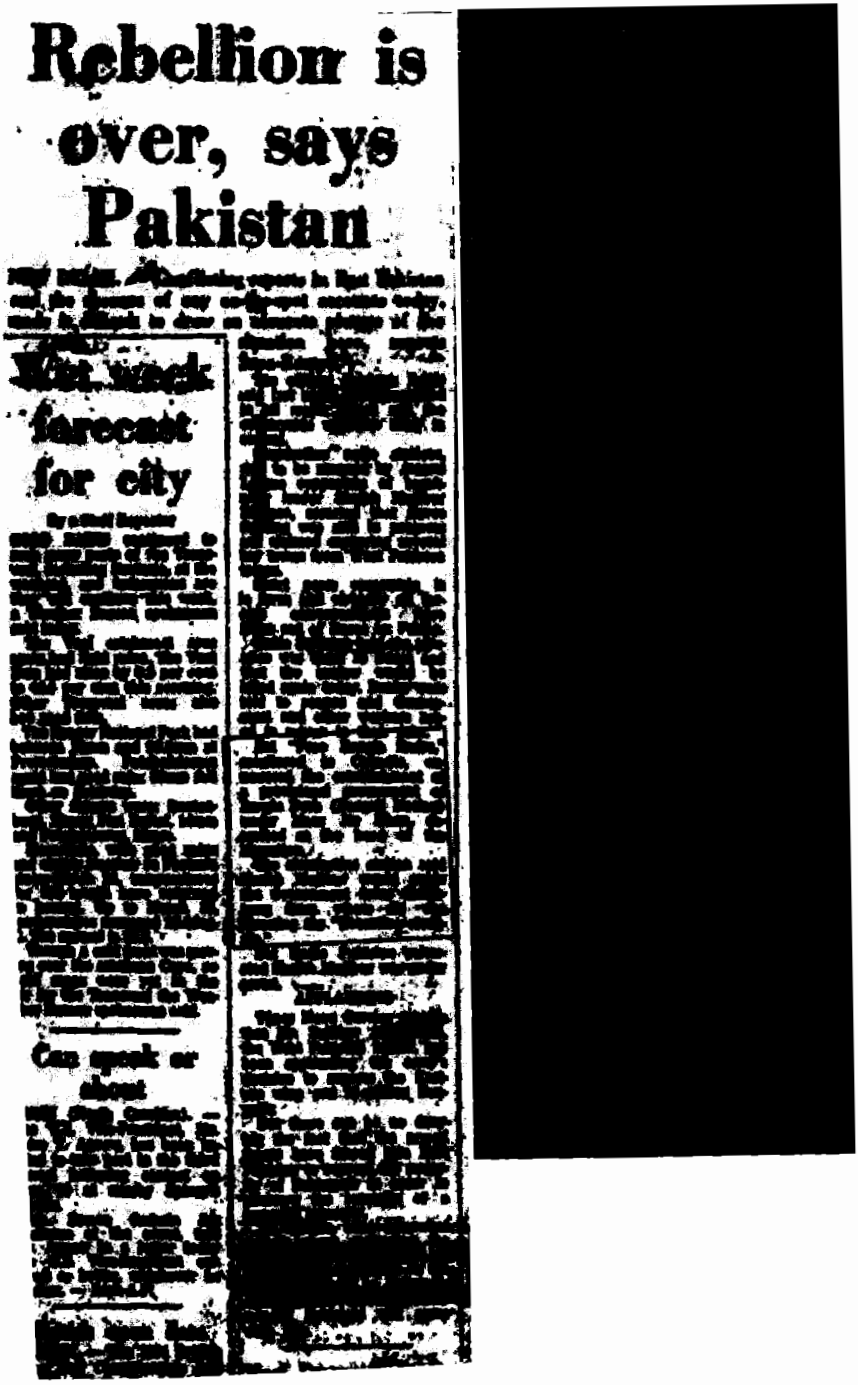

Rebellion is over, says Pakistan

Wet week forecast for city

www.pathagar.com

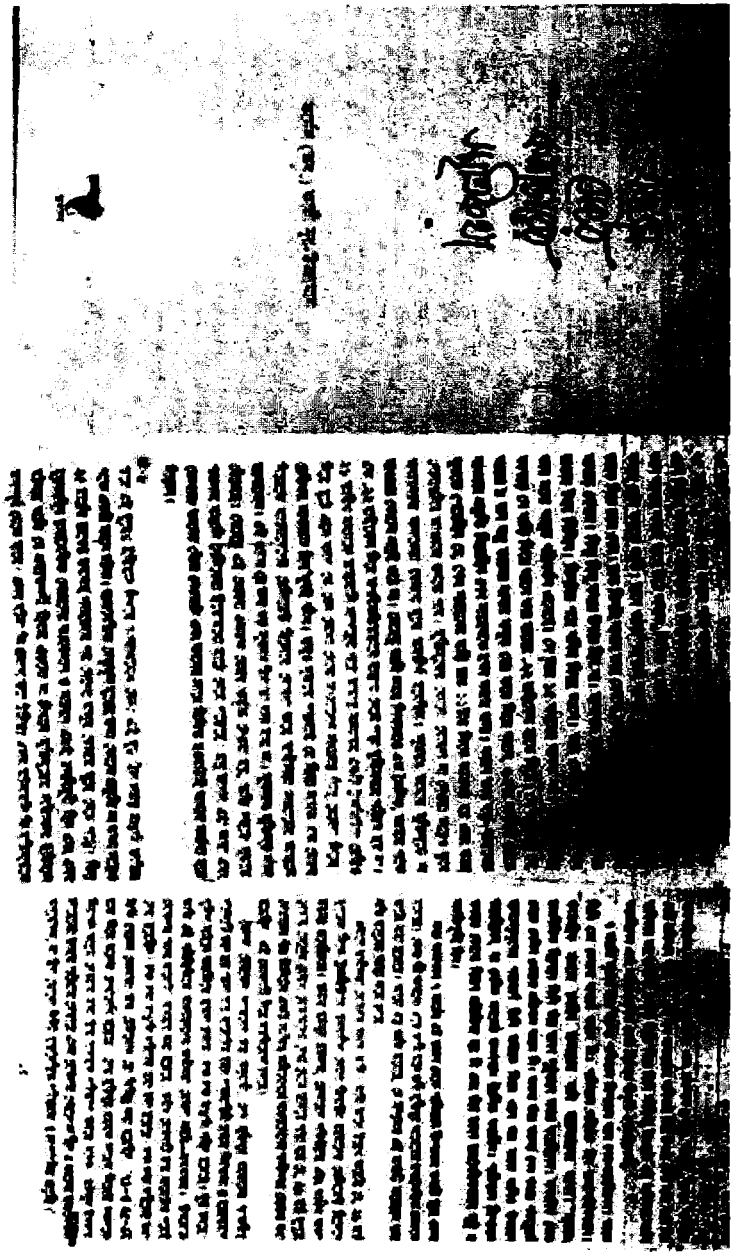

বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান রচিত 'একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা' বইতে তিনি উল্লেখ করেন যে, "মেজর জিয়া নিজেকে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।"

www.pathagar.com

The Daily Telegraph, ২৯শে মার্চ ১৯৭১ রিপোর্ট করে,

"The clandestine Radio Bangladesh, thought to be in the isolated tea plantation area in the north of province last night announced that a provisional government had been set up, headed by Major Jia Khan, chief of the Bangladesh 'Liberation Army', since March 25." (International Press on Bangladesh Liberation war by Dr. M. D. Husain, 1989).

Tragedy of Errors: East Pakistan Crisis, 1968-1971

Lt Gen (Retd) Kamal Matinuddin
Wajidalis Lahore Pakistan (First published in 1994 - 530 pages)

From inside the book

Page 255

custody. Janjua was soon, thereafter, shot dead by his own batman.

Major Zia-ur-Rahman was the first Bengali officer to declare the independence of Bangladesh. A day after the Pakistan army commenced their operation to disarm the Bengali units Zia made an announcement in the early hours of March 26, on radio Chittagong in which he declared himself as the president of Bangladesh and said that he was fighting against the Pakistan army. At 2.30 p.m. on March 27, he made a second announcement from the *Swadhin Bangla Betar Kendra* (radio station free Bengal). A clandestine radio station which he had established at Kalurghat near Cox's Bazaar.

He announced the independence of Bangladesh on behalf of Sheikh Mujib-ur-Rahman and made himself the provisional commander-in-chief of the Bangladesh liberation army. He informed all his compatriots that personnel of the East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and the police have surrounded the West Pakistani troops and heavy fighting is continuing in several cities. He appealed to all governments to mobilise public opinion against the so-called brutal genocide in Bangladesh[24]. His

Page 247

The Crackdown

The military crackdown began at 1 a.m. on the night between 25 and 26 March 1971. The next day Major Zia-ur-Rahman's voice on the radio proclaimed East Pakistan as People's Republic of

www.pathagar.com

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল কামাল মহিউদ্দিন তার বইয়ে লিখেছেন, "জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।"

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, "মেজর জিয়াই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন আর সেটা সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রতিরোধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল এমন এক মুহূর্তে যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অকেজো হয়ে পড়েছিল।" (সূত্র : স্বাধীনতার ঘোষণাকৃত, বদরুদ্দিন উমর, অন্তর্গত : প্রথম আলো, পৃষ্ঠা-৯, ক-১, তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০০৪।)

অসংখ্য রেকর্ড থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার দিন হতে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ২২ দিন মুক্তিযুদ্ধ বা দেশ নেতৃত্বশূন্য ছিল না। এ সময়কালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রভিশনাল সরকারের প্রধান ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এটাই ইতিহাস, এটাই বাস্তবতা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

শেখ মুজিব কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। আর তাই দেখা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা যুদ্ধ কৌশল কোনোটাই ঠিক না করে তিনি ২৫ মার্চ মধ্যরাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেন পাকিস্তানিদের হাতে।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। কিন্তু কোনোভাবেই পাকিস্তানিদের রাজি করাতে পারেননি। আলোচনা ভেস্তে যায়। পাকিস্তানিরা ২৫শে মার্চ রাত দেড়টার দিকে শেখ মুজিবকে নিরাপদে নিয়ে যায় পাকিস্তানে। আর যাওয়ার জন্য আগে থেকেই শেখ মুজিব ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়েছিলেন। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা থেকেই স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বর্বর হামলা চালানো শুরু করে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। এটা জেনেও শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।

বরং দেখে নেয়া যাক ২৫ মার্চ রাতে কি বলেছিলেন শেখ মুজিব...

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বড় মেয়ে শারমিন আহমদের লেখা 'তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা' বইটি। বইটিতে তিনি ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন, "পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫শে মার্চের ভয়াল কালোরাতে আব্বু গেলেন মুজিব কাকুকে নিতে। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন। মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতিও দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আত্মগোপনের জন্য পুরান ঢাকায় একটি বাসাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল...। বড় কোনও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকু-এর আগে দ্বিধা করেননি। আব্বুর সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন। মুজিব কাকু, আব্বুর সাথেই যাবেন। অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন। তিনি আব্বুকে বললেন, বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরশু দিন (২৭শে মার্চ) হরতাল ডেকেছি। ...পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্বু স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে নিয়ে এসেছিলেন এবং টেপ রেকর্ডারও নিয়ে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

টেপে বিবৃতি দিতে বা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানে মুজিব কাকু অস্বীকৃতি জানান। কথা ছিল যে, মুজিব কাকুর স্বাক্ষরকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন) অবস্থিত বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে এবং তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আব্বু বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে। কারণ কালকে কি হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কি তাদের করতে হবে। এই ঘোষণা কোনো না কোনো জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাবো। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে। মুজিব কাকু তখন উত্তর দিয়েছিলেন– 'এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে'।"

তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সচিব মঈদুল হাসান 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠায়ও শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে অস্বীকৃতির কথা প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করেন। প্রথমা প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এবার দেখে নেই ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে কি ছিলো সেই সময়ের তরুণ মেজর জিয়াউর রহমানের ভূমিকা। জিয়াউর রহমান নিজেই লিখেছেন তার ভূমিকার কথা। ১৯৭২ সালে তিনি 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেন। পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরা শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায়ই সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলায় জিয়াউর রহমানের নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ওই নিবন্ধে জিয়াউর রহমান লিখেন...

"২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালোরাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন অফিসারও থাকবে। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে, সে যাবে আমাকে গার্ড দিতে। আর বন্দরে স্বয়ং প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তোবা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে ওরা হত্যা করেছে।'

www.pathagar.com

তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা

শারমিন আহমদ

প্রকাশক

ঐতিহ্য

রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড

বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল

চৈত্র ১৪২০

এপ্রিল ২০১৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

শারমিন আহমদ

প্রচ্ছদ

এ আর নাঈম

মুদ্রণ

ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য

আটশত পঞ্চাশ টাকা

TAJUDDIN AHMAD : NETA O PITA by Sharmin Ahmad

Published by Oitijjhya

Date of Publication : April 2014

website: www.oitijjhya.com

Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2014 Sharmin Ahmad

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form

Price Taka 850.00 US$ 25.00

দুর্বার প্রতিরোধ

www.pathagar.com

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌ-বাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌ-বাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোল। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌ-বাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পর মুহূর্তের মধ্যেই আমি নৌ-বাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেল জানজুয়াকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

www.pathagar.com

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না।
কো-নো-দি-ন না।"

২৫ মার্চের উত্তাল রাতে মেজর জিয়াউর রহমান এবং শেখ মুজিবের ভূমিকা কি ছিলো, এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছেন। পক্ষান্তরে মেজর জিয়া পাক হানাদারদের আক্রমণের প্রথম প্রহরেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, এমনকি কীভাবে হানাদারদের মোকাবেলা করতে হবে এর জন্য একটি সামরিক পরিকল্পনাও দিয়েছেন। কেবল প্রথম প্রহরেই নয়, চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকেও জিয়াউর রহমান নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্বিতীয় ঘোষণা দেন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। তবে দ্বিতীয় ঘোষণায়ও তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল রাখেন।

এরপরও যারা জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্ক করতে চান তারা মূলত ইতিহাস বিকৃতির পথকেই বেছে নিতে চান। ইতিহাসের সাক্ষ্য, শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কিংবা ২৫ মার্চ কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেননি। তার আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ছিলো না, তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন। এটি তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি টেলিভিশনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিব ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরদিন ২৬ মার্চ ওই সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হয়। ওই সাক্ষাৎকারে এনবিসি টেলিভিশনের সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, "আই ওয়ান্ট টু লিভ এজ লাইক এ ফ্রি বার্ড।" সাংবাদিক তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, "ডু ইউ মিন ইন্ডিপেন্ডেন্স?" শেখ মুজিব জবাবে বলেন, "নো, আই ডোন্ট মিন দ্যাট... আই মিন অটোনোমি।"

শেখ মুজিব শুধু নিজেই নিরাপদে পাকিস্তানে চলে যান নি তার পরিবারকে ঢাকায় নিরাপদে রেখে গিয়েছিলেন পাকিস্তানিদের হেফাজতে। এর প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি ক্রিস পারভেন মার্কিন সিনেট সাব কমিটির শুনানিতে জানিয়েছিলেন, "ইয়াহিয়ার নিকট থেকে কারারুদ্ধ নেতা শেখ মুজিবের পরিবারের

www.pathagar.com

ভরণ-পোষণের জন্য তার স্ত্রী ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে ১৫০০ পাকিস্তানি রুপি মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যখন প্রতি ভরি সোনার দাম ছিলো ১৪০ রুপি।" (সূত্র : অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫-৭৫।)

একই সঙ্গে আরো একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। শেখ হাসিনার স্বামী বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর ওয়াজেদ মিয়া মেয়ের জামাতা হিসেবে শেখ মুজিবের ঘরের মানুষ। তিনি শেখ মুজিবের সদর ও অন্দরমহলের অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনারই চাক্ষুষ সাক্ষী। ২০০২ সালের ১৩ মার্চ ঢাকার দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার একটি সাক্ষাৎকার। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন, "...The Bangabandhu neither declared independence nor handover any written document to any body."

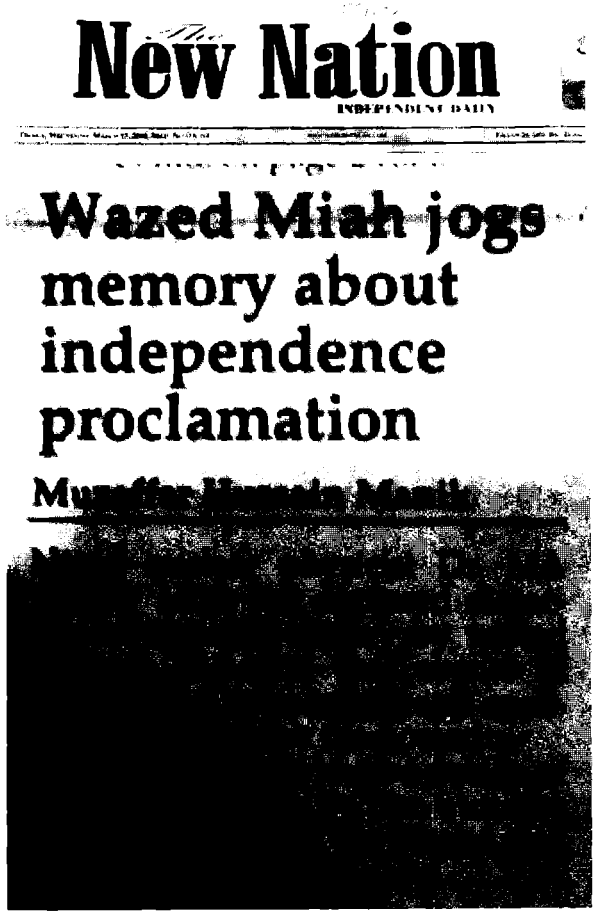
New Nation

INDEPENDENT DAILY

Wazed Miah jogs memory about independence proclamation

www.pathagar.com

Wazed Miah

Contd from page 1

that it was not true that the Bangabandhu had left any written instruction to anybody containing the declaration of independence.

"If I am arrested by the Pakistan army, you declare independence", Bangabandhu told Zakir Khan Chowdhury, younger brother of former BNP minister Zakaria Chowdhury, who arrived at the Bangabandhu Bhaban at about 10-30 PM on March 25.

"The Bangabandhu neither declared independence himself nor handed over any written document to anybody. The politicians do not keep written records of all these things. It was his desire and he expressed it verbally", Dr. Wazed, son-in-law of Sheikh Mujibur Rah-

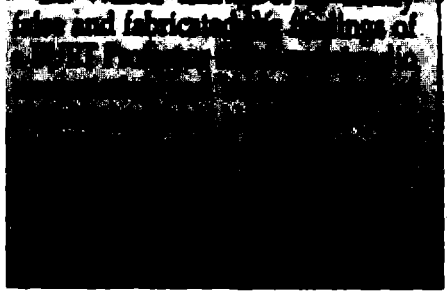

matter.

According to Dr. Wazed, Late Zakir Khan Chowdhury, a former minister and younger brother of Zakaria Chowdhury came to Bangabandhu Bhaban around 10-30 PM on March 25 and informed Bangabandhu that the Pakistani Army were going to attack his house and requested him to leave the place at once.

"The Pakistan Army were facing acute shortage of ration following your non-cooperation call. The food godowns are vacant. I had talks with some Pakistani army officers and they said that 'they were going to attack your house soon that night," Dr. Wajed said quoting the statement of Zakir Chowdhury to Bangabandhu.

Dr. Wazed said that on receipt of this information, Sheikh Hasina, Sheikh Rehana and others started to weep. Bangabandhu asked that man to go ahead with the declaration of independence if he was arrested by the Pakistan army that night and was unable to lead the people further. Mr Chowdhury soon left the house with the instruction of Bangabandhu, Dr. Wazed said and added, "everything was verbal."

Dr. Wazed said, "The Bangabandhu then asked me to take away Sheikh Hasina, Sheikh Rehana and Sheikh Jelly (sister of Sheikh Shahidul Islam who also used to stay in that house at that time) from there before the arrival of the Pakistan army.

এতসব দালিলিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যারা শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন, ইতিহাসের ভিত্তিতে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণে আরো কিছু তথ্য রয়েছে।

প্রসঙ্গ ৭ মার্চ ১৯৭১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

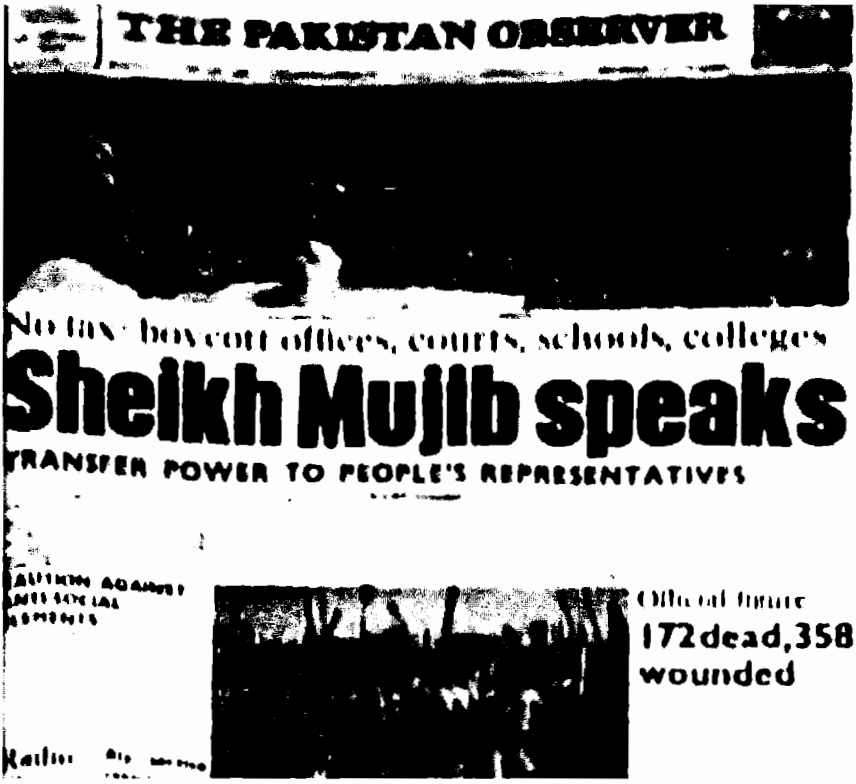

THE PAKISTAN OBSERVER

No tax: boycott offices, courts, schools, colleges

Sheikh Mujib speaks

TRANSFER POWER TO PEOPLE'S REPRESENTATIVES

Official figure
172 dead, 358 wounded

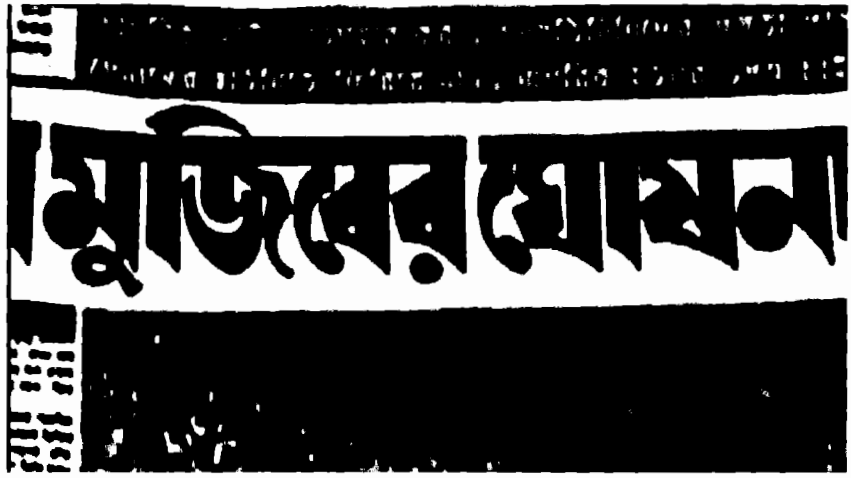

মুজিবের ঘোষনা

www.pathagar.com

পূর্বদেশ

শেখ মুজিবের ঘোষণা

www.pathagar.com

যারা দাবি করেন শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন সেটি মিথ্যা। শেখ মুজিবের শাসনকালের কেবিনেট সেক্রেটারি এবং ২০১৪ সালে ভোটারবিহীন বিতর্কিত নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রী পদ দখলকারী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা এইচ. টি. ইমাম অবশেষে ২০১৪ সালের ২২ এপ্রিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত 'ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় স্বীকার করেছেন, "রক্তপাতের আশঙ্কায় ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।" এইচ. টি. ইমাম বলেন, "...যখন ভাষণ চলছিল তখন পাক আর্মির হেলিকপ্টার সমাবেশের ওপর দিয়ে টহল দিচ্ছিল, চারপাশে ছিল পাক আর্মিরা। তাই এতো লোকের সমাবেশে রক্তপাতের আশঙ্কায় তিনি ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি..."

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

রক্তপাতের আশঙ্কায় ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি : এইচটি ইমাম

আরটিএনএন

« আগের সংবাদ Share 61 Like 174 Tweet 1 পরের সংবাদ»

রক্তপাতের আশঙ্কায় ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম। 'ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে মঙ্গলবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এমন দাবি করেন।

এইচটি ইমাম বলেন, 'যখন ভাষণ চলছিল তখন পাক আর্মির হেলিকপ্টার সমাবেশের ওপর দিয়ে টহল দিচ্ছিল, চারপাশে ছিল পাক আর্মিরা। তাই এতো লোকের সমাবেশে রক্তপাতের আশঙ্কায় তিনি ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, আমরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছি, তাই আমাদের দাবি পূরণ করা হবে। পরে পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চ আমাদের ওপর হামলা করলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা

www.pathagar.com

শেখ মুজিব নিজেও ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এটি দাবি করেননি বরং অস্বীকার করেছেন।

এর প্রমাণ ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট (২০১৩ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন) শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি ৭ মার্চ আপনি বলতেন, আমি স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিচ্ছি তাহলে কি ঘটতো?" শেখ মুজিবের জবাব ছিলো, "বিশেষ করে এই দিনটিতে আমি তা করতে চাইনি যে তারা (পাকিস্তান) বলুক, শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং আঘাত হানা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।" (সূত্র : বাঙালি হত্যাকাণ্ড ও পাকিস্তানের ভাঙ্গন, মাসুদুল হক)। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণটি মাসুদুল হকের 'বাঙালি হত্যাকাণ্ড ও পাকিস্তানের ভাঙ্গন' এবং 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১৫-৬২৩ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে।

এমনকি শেখ মুজিব ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেছিলেন 'জিয়ে পাকিস্তান' বলে। এর প্রমাণ দেখুন।

প্রমাণ সহ তথ্য : শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নাই।

৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণের শেষে জয় পাকিস্তান, জিয়ে পাকিস্তান বলেছিলেন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে:

(১) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম .ণপরিষদে সরকারি দলের চীফ হুইপ। আত্মকথায় তিনি বলেছেন:

'৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে বক্তৃতা দিলেন, তা যেমন ছিল ঐতিহাসিক তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন বটে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, কিন্তু ঘোষণা দিলেন না আনুষ্ঠানিকভাবে। শেষ করলেন 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান' বলে।

(বলেছি বলছি বলব, ঢাকা: ২০০২, পৃ: ৩৭)

(২) ১৯৬৮-৬৯ সময়ের ঘোর দুঃসময়ে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন আমেনা বেগম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। ১৯৭৬ সালের ২৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন:

শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এটা ঠিক নয়। ৭ মার্চে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম বললেও একই বক্তৃতায় জয় বাংলা, জয় পাকিস্তানও বলেছেন।

(সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৫ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ৫.১১.৭৬)

(৩) ১৯৯৭ সালের ২ মার্চ 'মুক্তিযোদ্ধা চেতনামঞ্চ' কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র সংলগ্ন 'সড়ক দ্বীপে' অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি, কাজী আরেফ আহমদ, মন্তব্য করেছিলেন- 'ভাষণের শেষে জয় বাংলা বলে পরে জয় পাকিস্তান' বলা হয়েছিল। এখন সেটা উল্লেখ না করাকে তিনি ইতিহাস-বিকৃতি বলে উল্লেখ করেন। (দৈনিক দিনকাল ৩-৩-৯৭)

(৪) অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (১৯৯৬) প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের 'বাংলাদেশের তারিখ' (১৯৯৮) গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় আছে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণের শেষে 'জয় বাংলা, জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ' বইয়ে ১১০ ও ১১১ পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে লিখেছেন, "...শেখ মুজিব একজন বজ্রকণ্ঠি বক্তা। সেদিন (৭ই মার্চ) রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় তিনি সব কিছুই ব্যবহার করেছেন– যথার্থ শব্দের মূর্ছনা, তীব্র শ্লেষ, বজ্রকণ্ঠের মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বান। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে সে সময়ের জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল না (পৃষ্ঠা ১১০)। ...৭ মার্চের বক্তৃতা শেষ করার পর শেখ মুজিব কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বিরাট জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাদের নৈরাশ্য ভাব উপলব্ধি করলেন। এবার তিনি আবার বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি তার দৃষ্টি উত্তোলন করে বজ্রকণ্ঠে উদাত্ত আহ্বান জানালেন (পৃষ্ঠা ১১১) আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান। অর্থাৎ মুজিব স্বাধীনতার বিষয়ে কোনো কথাই তুলতে চাননি তার রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যাপক উত্তেজিত ছিল। মুজিব যখন বুঝলেন যে স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো কথা না বললে তিনি উত্তেজিত জনতাকে কোনোভাবেই সামলাতে পারবেন না, সে কারণে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দেন এবং বক্তব্যের শেষে জয় পাকিস্তান বলে শেষ করলেন। উভয়পক্ষকেই ঠাণ্ডা করলেন তিনি। যেটা স্বাধীনতাকামী উত্তাল জনস্রোতের জন-আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রতারণার শামিল।"

www.pathagar.com

এসব তথ্য প্রমাণ করে শেখ মুজিব ৭ই মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি বরং শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন মর্মে আওয়ামী লীগের দাবি ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। যেমন সেদিন শেখ মুজিব প্রতারণা করেছিলেন স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে তেমনি আওয়ামী লীগের অনেকেই একইভাবে প্রতারণা করেছে ইতিহাসের সাথে।

সেদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠার হাস্যকর অপচেষ্টার আগে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১. ৭ই মার্চ যদি শেখ মুজিব তার ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তাহলে তিনি নিজেই কেন স্বাধীনতা দিবস ৭ই মার্চ না করে ২৬শে মার্চ পালন করতেন?

২. ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা হলে পরদিন ৮ই মার্চ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান তো বটেই এমনকি পূর্ব-পাকিস্তানেরও কোনো পত্রপত্রিকায়ও স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি শিরোনাম হয়নি বা সংবাদও হয়নি কেন? শেখ মুজিব যদি ৭ই মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন তাহলে নিশ্চয় সেই বিষয়টি তার পরের দিনের পত্রিকায় হেডলাইন হতো। কিন্তু তৎকালীন সময়ের বহুল প্রচারিত আওয়ামী ঘরানার পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকের ১৯৭১ সালের মার্চের ৮ তারিখে করা সংবাদেও হেডলাইন ছিল, "পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি যদি...।" প্রশ্ন হলো স্বাধীনতার ঘোষণা হলে আবার 'যদি' কথার অর্থ কি? বরং দেখা যায়, ১০ তারিখ থেকেই ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠকের তোড়জোড় শুরু হয়।

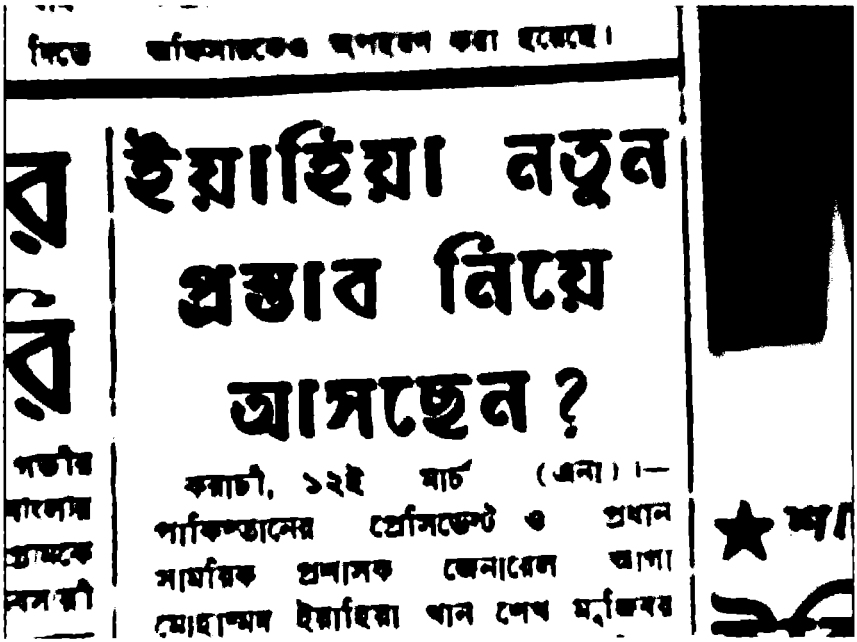

ইয়াহিয়া নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসছেন?

করাচী, ১২ই মার্চ (এনা)।— পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর

www.pathagar.com

৩. ৭ই মার্চের ভাষণ যদি স্বাধীনতার ঘোষণা হয় তাহলে কিসের আশায় এবং কেন শেখ মুজিব ১৯, ২০, ২১, ২৩ এবং ২৪শে মার্চ পাকিস্তানিদের সঙ্গে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে রূপসী বাংলায়) দফায় দফায় বৈঠক করছিলেন? এমনকি বৈঠকে স্বাধিকারের জন্য ৪ দফা চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিলেন কেন?

৪. ৭ই মার্চ দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে কেন আবার ২৭শে মার্চ শেখ মুজিব হরতাল ডেকেছিলেন? কার বিরুদ্ধে, কোন সরকারের বিরুদ্ধে?

৫. ৭ই মার্চে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনা সংখ্যা ছিলো মাত্র বারো হাজার কিন্তু ২৫শে মার্চ এই আপসরফার আলোচনার সময়কালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় লক্ষাধিক। আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে এই সুযোগে কেন শেখ মুজিব পাকিস্তানি জেনারেলদেরকে ঢাকায় লাখ লাখ সৈন্য সমাবেশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন?

৬. পাকিস্তানিরা হামলা করলে কে কোথায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে সেই পরিকল্পনা কেন ছিলো না? পাকিস্তানিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রতিদিন অপেক্ষমান দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের শেখ মুজিব কেন বলছিলেন আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে?

৭. ৭ই মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার ঘোষণা হলে এরপর যুক্তিসঙ্গত কারণেই শেখ মুজিবের যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়ার কথা ছিলো, প্রয়োজন ছিলো রণকৌশল ঠিক করার, শেখ মুজিব সেটি করলেন না কেন?

৮. শেখ মুজিব ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলো কেন?

প্রসঙ্গ ২৫ মার্চ ১৯৭১

একটি মিথ্যা বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এটি প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে তারা আবার দাবি করছেন শেখ মুজিব ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু স্রেফ দাবি করা ছাড়া এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতেও তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। আওয়ামী লীগ দাবি করে, ২৫শে মার্চ শেখ মুজিব চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন। অথচ জহুর আহমদ চৌধুরী নিজেই এটি অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান তার বই 'মুক্তিযুদ্ধ ৭১'-এ লিখেন, "১৯৭১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের নেতারা স্বীকৃতি-দানের প্রশ্নে ভারত সরকারকে খুব বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করেন। তখন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে ভারত সরকার গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা বলেন, স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো প্রমাণ, কোনো দলিল, কোনো জীবিত সাক্ষ্য আপনাদের আছে কি? ভারত সরকার বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও অন্য প্রধান নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছে

www.pathagar.com

যে, কাউকে কিছু বলে গেছেন কিনা শেখ মুজিবুর রহমান। এর মধ্যে জহুর আহমদ চৌধুরীও ছিলেন। প্রত্যেকেই বলেছেন, কাউকেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলে যাননি। জহুর আহমদ চৌধুরী নিজে তাজউদ্দীনকে বলেছেন তাকে কিছু বলা হয়নি।"

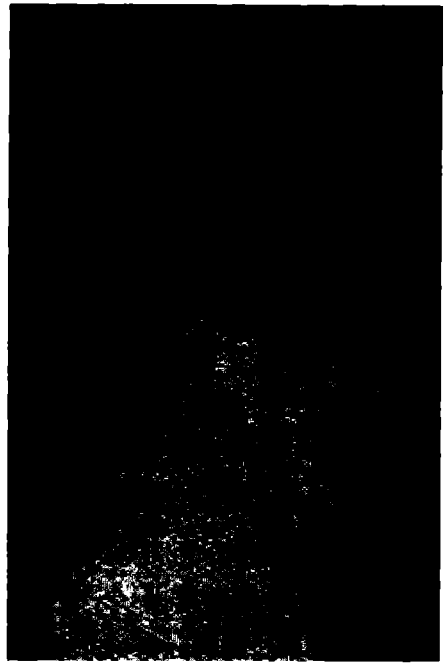

২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাসভবনে পাকিস্তানি সাংবাদিক তারিক আলীর পিতা মাজহার আলী এবং রেহমান সোবহান শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন এবং তাকে জানান মিলিটারি ক্র্যাকডাউন আসন্ন। [সূত্র : বাংলাদেশের অভ্যুত্থান এবং একজন প্রতক্ষ্যদর্শীর ভাষ্য, রেহমান সোবহান, ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪।] ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর হামলা করছে এটি জেনেও শেখ মুজিব ছিলেন নির্লিপ্ত।

শেখ মুজিবের সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা আত্মসমর্পণের আগে পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর বর্ণনায়ও শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। ১৯৭৩ সালে বেগম মুজিব দৈনিক বাংলার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সে দিনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় ওই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ঘটনা সম্পর্কে ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বলেন, "রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে তারা (পাক সেনারা) গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে এলো। তারপর মাথাটা নিচু রেখে নেমে গেলেন তিনি নিচের তলায়। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আবার উঠে এলেন উপরে। মেঝো ছেলে জামাল এগিয়ে

www.pathagar.com

দিল তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ। পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে।" এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কোথাও বেগম মুজিব একটিবারও বলেননি যে, যাওয়ার আগে কোনো এক ফাঁকে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখানে দেখা যায়, শেখ মুজিব তার তামাক এবং পাইপের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকলেও বাঙালির নিরাপত্তার ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন।

শেখ মুজিব বরং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক স্থানীয় এবং বিদেশি সাংবাদিকদের মাঝে একটি প্রেসনোট বিলি করেন যেটিতে উল্লেখ করা হয় 'প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা চূড়ান্ত হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরে মতৈক্য হয়েছে এবং আমি (শেখ মুজিব) আশা করি প্রেসিডেন্ট তা ঘোষণা করবেন।' এ বিয়য়ে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস বলেন, "আমার দুঃখ হয়, এই নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই।" [সূত্র : রেপ অব বাংলাদেশ, অ্যান্থনি মাসকারেনহাস, অনুবাদ : মাযহারুল ইসলাম, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১১৩।] অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাতেও শেখ মুজিব আশা করছিলেন পাকিস্তানিরা তাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবে। এ কারণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মন খারাপ করতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চাননি শেখ মুজিব।

দেখা যায় ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর ভেতর ৪৫ মিনিটের একটি মিটিং হয়। শেখ মুজিব পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৫শে মার্চে ইয়াহিয়ার ভাষণের জন্য অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যা ৬টায় ইয়াহিয়া করাচির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তার এই ঢাকা ত্যাগের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ২ জন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা। ১. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এটি প্রত্যক্ষ করেন লে. কর্নেল এ. আর. চৌধুরী। ২. বিমানবন্দরে এটি প্রত্যক্ষ করেন এয়ারফোর্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার। শেখ মুজিব তখনো একটি ফোন কলের অপেক্ষায় ছিলেন এবং ডক্টর কামাল হোসেনকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন কোনো ফোন এসেছে কিনা। প্রতিবারই ডক্টর কামালের উত্তর ছিলো না-সূচক। ফোনটি আসার কথা ছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে। কারণ ইয়াহিয়া বলেছিলো তার ভাষণ প্রচারের আগে পীরজাদার সাথে শেখ মুজিবের একটি ছোট বৈঠক হবে। সেই ফোন কল আর আসেনি। শেখ মুজিবও বুঝতে পারেন সব আশা শেষ। ইয়াহিয়া ধোঁকা দিয়েছে। [সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জীবন ও রাজনীতি, ১ম খণ্ড, সম্পাদক : মোনায়েম সরকার, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪৪৭।] এ সম্পর্কে ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, "এমনকি ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আমি যখন শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখনও শেখ মুজিব আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি ঐ টেলিফোন পেয়েছি কিনা। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি তা পাইনি। এ রাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি জনগণের ওপর আক্রমণ চালাল এবং গণহত্যা ও রক্তস্নান শুরু হলো, যা এড়ানোই ছিল আলাপ-আলোচনা চালানো ও দর কষাকষির মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানোর এখানে প্রধান লক্ষ্য।" [সূত্র : 'মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল', ড. কামাল হোসেন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।]

www.pathagar.com

২৫ মার্চ রাত ৮টার দিকে এরকম একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে এইচ এম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে চলে যান। শেখ ফজলুল হক মনি ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ই টুঙ্গিপাড়া চলে যান এবং শেখ কামাল রাত ৯টায় ধানমণ্ডি ৩২নং ছেড়ে যান। [সূত্র : শেখ মুজিব, এস. এ. করিম, ইউপিএল, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯৫।]

রাতে ডক্টর কামাল হোসেন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির ৩২নং বাসা থেকে বিদায় নেন। রাত ৯টা ১০ মিনিটের দিকে ঠিক এই সময়েই প্রথমবারের মতো গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন জানান রেহমান সোবহান। রাত সাড়ে ১০টার দিকে ইস্ট পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন রহমান এবং ২ জন এক্স নেভাল অফিসার কমান্ডার ফারুক এবং লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান দেখা করতে আসেন শেখ মুজিবের সাথে। এ সময় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ প্রধান আব্দুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে ১টি ফোন আসে শেখ মুজিবের কাছে। 'ইপিআরকে ডিসআর্মড করা হয়েছে' শেখ মুজিবকে এতটুকু বলতে না বলতে লাইন কেটে যায়। [সূত্র : শেখ মুজিবের বাসভবনে সে সময় অবস্থানরত পারিবারিক কর্মচারি মমিনুল হক খোকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪৭-৪৮।]

রাত ১১টায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ প্রধান আব্দুর রাজ্জাক শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আত্মগোপন করার অনুরোধ জানান। শেখ মুজিব সরাসরি তাকে জানিয়ে দেন, তিনি বাসা ছেড়ে যাবেন না। [সূত্র : আর্চার ব্লাড, দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ, ইউপিএল, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৯৮।]

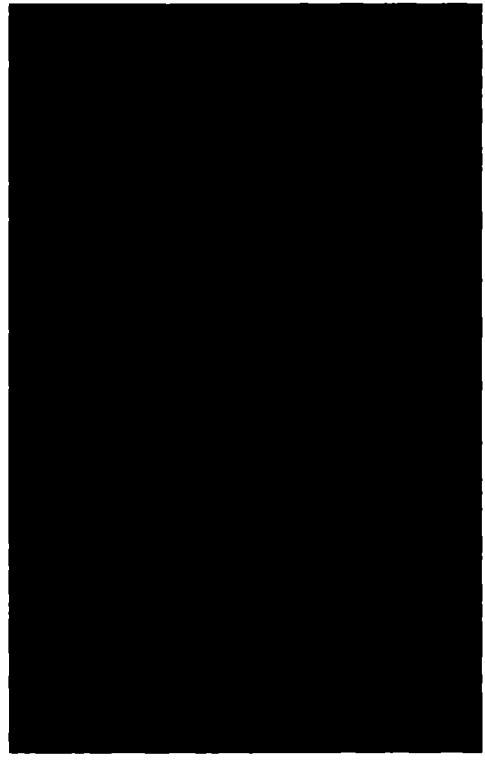

রাত সোয়া ১১টার দিকে সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ তারা সবাই শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসা ত্যাগ করেন। শেখ হাসিনার স্বামী ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার বক্তব্য অনুসারে এটাই ছিলো শেখ মুজিবের সাথে ওই রাতে তাদের শেষ বৈঠক।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার স্বামী ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার বক্তব্য অনুসারে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা জাকারিয়া চৌধুরীর ভাই ঝন্টু ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাসায় আসেন রাত সাড়ে ১১টার দিকে। শেখ মুজিবকে অপারেশন সার্চলাইট এবং নির্বিচার গোলাগুলির খবর জানান ঝন্টু। ঝন্টুর মাধ্যমে পরিস্থিতি অবগত হয়ে শেখ মুজিব তার কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা এবং জেলীকে ১টি ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দেন আত্মগোপন করার জন্য। শেখ মুজিবের পরিবারের সদস্যদের আত্মগোপনের জন্য আগেই ঐ ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেয়া হয়েছিলো। ড. ওয়াজেদ মিয়া নিজেও রাত সাড়ে ১১টার পর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর ত্যাগ করেন। [সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউপিএল, ২০০০, পৃ. ৮৪।]

"২৫ মার্চ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেখ মুজিবের বাসায় ছিলো মানুষের ঢল। কিন্তু ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ায় এবং সেনাবাহিনীর মতিগতি দেখে সন্ধ্যার পর থেকেই ঢাকার সর্বত্র বাড়তে থাকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ হরতাল আহ্বান করেন।" [সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জীবন ও রাজনীতি, ১ম খণ্ড, সম্পাদক : মোনায়েম সরকার, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৪৪৭।]

এই ঘটনাপঞ্জিতে প্রমাণিত হয় শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি এবং দেয়ার কোনো আগ্রহও ছিলো না তাঁর। স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় যারা শেখ মুজিবের বাসায় এসেছিলেন তাদের কারো কাছেও দিতে পারতেন। শেখ মুজিব সেটি করেননি। আওয়ামী লীগ দাবি করে শেখ মুজিব নাকি ২৫ মার্চ স্বাধীনতার একটি ঘোষণা চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। এখানেও রয়েছে আওয়ামী লীগের চাতুরি। সিলেট, ঢাকা কিংবা রাজশাহীতে না পাঠিয়ে ঘোষণাটি চট্টগ্রামেই পাঠাতে হবে কেন? চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পর সেই কৃতিত্বে ভাগ বসানোর জন্যই কি এই মিথ্যা তথ্যের অবতারণা? শেখ মুজিব ২৫ মার্চ চট্টগ্রামে স্বাধীনতার বার্তা পাঠালে পরদিন ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামের পত্রিকায় এই সংক্রান্ত কোনো খবর প্রকাশ হয়নি কেন? শেখ মুজিব ২৫ মার্চ স্বাধীনতার বার্তা পাঠালে ২৭ মার্চ ঢাকায় হরতাল ডাকলেন কোন যুক্তিতে? ২৭ মার্চ শেখ মুজিব তৎকালীন পূর্ব বাংলায় হরতাল ডেকেছিলেন ওই দিন সেই খবর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত পিপলস ভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অথচ শেখ মুজিবের কথিত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রকাশিত হয়নি কেন?

এমনকি তৎকালীন আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে খ্যাত দৈনিক ইত্তেফাকের ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের সংখ্যাটি, যেটি ছাপা হলেও পাকিস্তানি শাসকদের বাধার কারণে গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, সে সংখ্যাটিতে প্রথম পাতার লিড নিউজ ছিল 'এ গণহত্যা বন্ধ কর, ২৭ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাত্মক ধর্মঘট'।

www.pathagar.com

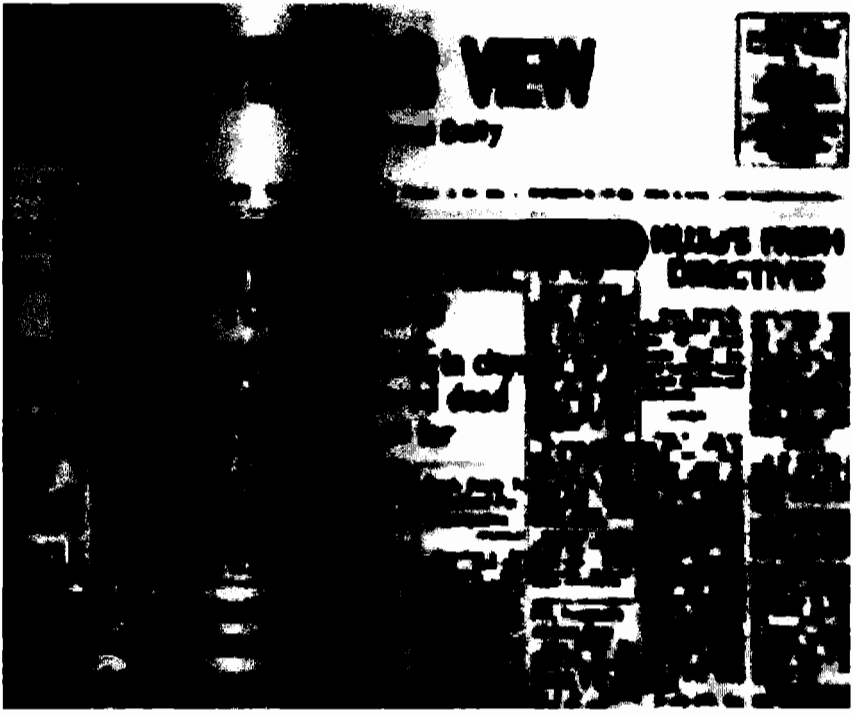

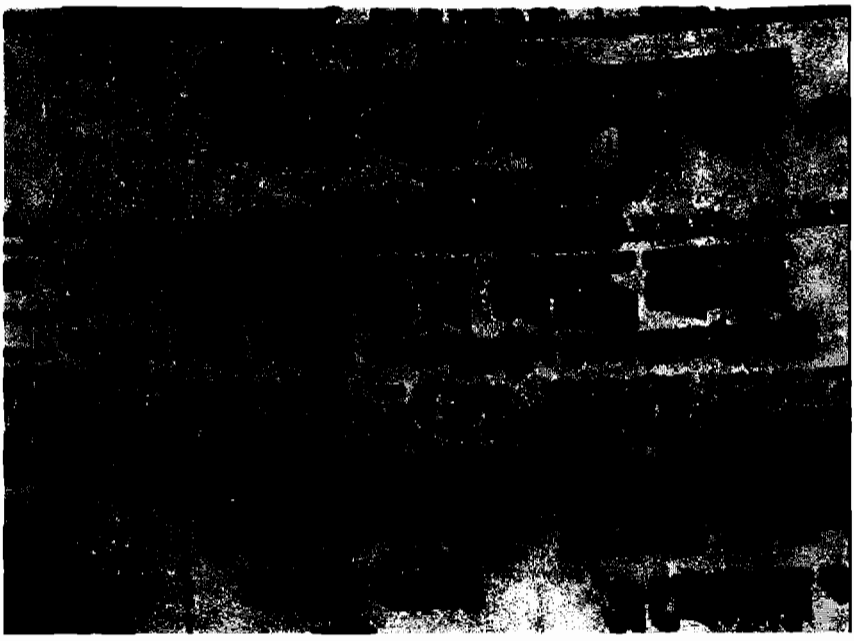

www.pathagar.com

বরং দেখা যায় শেখ মুজিব কোনোরকম স্বাধীনতার ঘোষণার বিপক্ষে ছিলেন। ১৯৭১ সালে ঢাকায় সামরিক শাসক টিক্কা খানের গণসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তার লিখিত 'উইটনেস টু সারেন্ডার' পুস্তকে দাবি করেছেন, ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনাকালে মুজিব ইয়াহিয়াকে এ অনুরোধ করেন, "...আমাকে গ্রেফতার করুন। অন্যথায় চরমপন্থীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে।"

Witness to Surrender

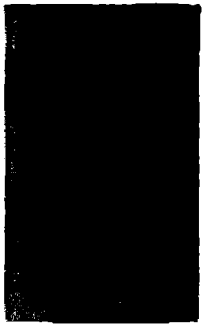

South Asia exploded in 1971. Throughout this year Siddiq Salik was in Dacca, A uniquely privileged observer and participant in the drama that culminated in the Indo-Pak war and the creation of Bangladesh. During his two years as Prisoner Of War, the author was able to analyse the complex circumstances which underlay the high drama, and has produced an authoritative narrative. Beginning with political turbulence of the period, he gives a detailed professional account of the war.

Brigadier (Retd) Siddiq Salik
Oxford University Press (First published in 1977 - 245 pages)

From inside the book

Page 79

reinforcements from Comilla to arrive.

The rebels initially had all the success. They effectively blocked the route of the Comilla column by blowing up the Sabapur bridge near Feni. They also controlled major parts of Chittagong cantonment and the city. The only islands of government authority there were the 20 Baluch area and the naval base. Major Ziaur Rehman,[1] the second-in-command of 8 East Bengal, assumed command of the rebels in Chittagong in the absence of Brigadier Mozumdar (who had been tactfully taken to Dacca a few days earlier). While the government troops clung to the radio station, in order to guard the building, Major Zia took control of the transmitters separately located on Kaptai Road and used the available equipment to broadcast the 'declaration of Independence' of Bangla Desh. Nothing could be done to turn the tables unless reinforcements arrived in Chittagong.

www.pathagar.com

পশ্চিম বাংলার সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত লিখেছেন, "...২৪ তারিখে গোয়েন্দা সূত্র পাক বাহিনীর আক্রমণের আগাম সংবাদ জানিয়ে দেয় আওয়ামী লীগকে। কর্নেল ওসমানী ওই দিনই মুজিবের সাথে দেখা করে এমন আশঙ্কার কথা তাকে অবহিত করেন। শেষ রাত পর্যন্ত নেতারা করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হয়, তারা আত্মগোপন করবেন এবং পালিয়ে ভারতে চলে যাবেন। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাজউদ্দীন এসে দেখেন মুজিব তার বিছানাপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। মুজিব তাকে বললেন, তিনি থেকে যাবেন, গ্রেপ্তার বরণ করবেন।" [সূত্র : মাসুদুল হক, দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ মার্চ ২০০৫]।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলি আহাদ 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫' বইতে লিখেছেন, "জাতীয় লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম এম আনোয়ারের উদ্যোগে আগরতলা এসেম্বলি মেম্বার রেস্ট হাউসে আমার ও আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মালেক উকিলের মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোনো নির্দেশ দান করেন নাই। এইদিকে মুজিব-ইয়াহিয়ার মার্চ আলোচনার সূত্র ধরিয়া কনফেডারেশন প্রস্তাবের ভিত্তিতে সমঝোতার আলোচনা চলিতেছে। জনাব মালেক উকিল আমাকে ইহাও জানান যে, তিনি এই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী। প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে আমি সর্বজনাব আবদুল মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান চৌধুরী, আলী আজম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার সহিত বিভিন্ন সময়ে আলোচনাকালে নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন কিনা, জানিতে চাহিয়াছিলাম। তাহারা সবাই স্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন যে, ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত হামলার ফলে কোনো নির্দেশ দান কিংবা পরামর্শ দান নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে বানোয়াটভাবে বলা হয় যে, তিনি পূর্বাহ্নেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।" [পৃষ্ঠা ৪২৪-২৫]। এতে দেখা যায়, শেখ মুজিবের চূড়ান্ত আগ্রহ ছিলো ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নয়।

স্বাধীনতা নাকি সমঝোতা?

ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে উত্তাল মার্চের ১৭ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত দফায় দফায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ওইসব বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন এবং ইয়াহিয়ার পক্ষে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, এম এম আহমদ, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান অংশ নেন। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের নাম 'ফেডারেশন অব পাকিস্তান' প্রস্তাব করলে ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি বিচারপতি কর্নেলিয়াস 'ইউনিয়ন অব পাকিস্তান' বিকল্প নাম হিসেবে পাল্টা প্রস্তাব দেন। পরে ঠিক হয়, চুক্তি স্বাক্ষরকালে নাম চূড়ান্ত হবে।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত চুক্তির দফাগুলো ছিলো :

(ক) ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অনুসরণে প্রেসিডেন্টের আদেশ বলে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

(খ) কেন্দ্রে ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

(গ) প্রদেশসমূহের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে হস্তান্তর করা হবে।

(ঘ) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা প্রথমে আলাদাভাবে বৈঠকে বসবেন, পরে পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সংবিধান চূড়ান্ত করা হবে। [সূত্র : সাইদুর রহমান, '১৯৭২-৭৫ কয়েকটি দলিল', পৃষ্ঠা ৬৪, ২০০৪।]

পাকিস্তানীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব জানান, ফলপ্রসূ না হলে তিনি আলোচনা করতেন না। সমঝোতা প্রসঙ্গে জানা যায়, "দুই পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখবেন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিব একজন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে জানালেন যে, তিনি এবং ইয়াহিয়া এগারোজন মন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ ছয়জন আসবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং বাকি পাঁচজন আসবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।" [সূত্র : Richard Sisson and Leo E. Rose, 1990. War and Secession Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh, University California Press]। ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা শেষে চারটি বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

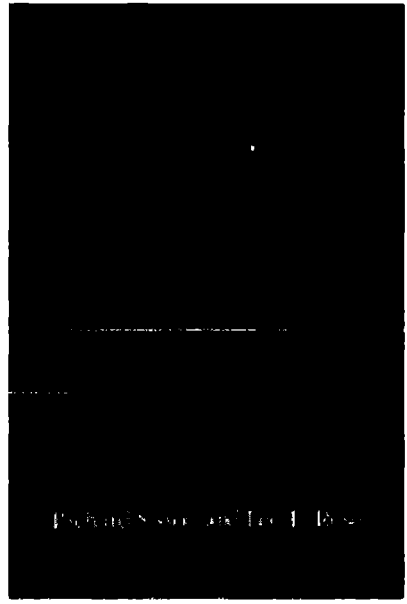

২৪ মার্চের পাক সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্য আলোচনা শেষে স্থির হয়, ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি জেনারেল পীরজাদা পরের দিন, অর্থাৎ ২৫ তারিখে কামাল হোসেনকে টেলিফোন করে চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য ডেকে নেবেন। কিন্তু মুজিবকে কিছু না জানিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। ওই দিন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সৈন্যদের গুলিতে বেশ কিছু সাধারণ জনতা প্রাণ হারায়। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

২৭ মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেয়। এটাই ছিলো ২৫ মার্চ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি।

আওয়ামী লীগের যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিলো না

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশায় আওয়ামী লীগের কোনো যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিলো না। প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান তরফদার তার 'মুক্তিযুদ্ধ ৭১' বইতে লিখেন, "ফেব্রুয়ারি বা সম্ভবত তার আগে থেকেই যে সমর প্রস্তুতি শুরু, তার অবশিষ্ট আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য মার্চের মাঝামাঝি থেকে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার ধূম্রজাল বিস্তার করা হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুগপৎ সন্দিহান ও আশাবাদী থাকায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পক্ষে আসন্ন সামরিক হামলার বিরুদ্ধে যথোপযোগী সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত একই কারণে ২৫/২৬ মার্চের মধ্যরাতে টিক্কার সমর অভিযান শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বাধীনতার সপক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠতে পারেননি। শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ও সহকর্মীদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব রয়ে গেলেন নিজ বাসভবনে। সেখান থেকে গ্রেফতার হলেন হত্যাযজ্ঞের প্রহরে।" [সূত্র : মূলধারা ৭১।]

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান হতে নির্বাচিত ন্যাপ নেতা খান ওয়ালী খান পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন ২২ মার্চ ১৯৭১। সাক্ষাৎকালে তিনি জানতে চান, তিনি (মুজিব) এখনও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন কি না। জবাবে মুজিব বলেছিলেন, "খান সা'ব, আমি একজন মুসলিম লীগার।" [সূত্র : মাহবুবুল আলম, বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, নয়ালোক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫]। এর অর্থ দাঁড়ায় শেখ মুজিব সবসময় পাকিস্তানের পক্ষে।

আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' বইয়ের ২২ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেন, "১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে শুরু করে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র পদক্ষেপ নিলেন না যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্ব যুদ্ধ পরিচালনা করবেন কীভাবে? যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, এমনকি তাজউদ্দীন আহমদেরও। তাদের কারও ধারণা ছিলো না এ সম্পর্কে।"

মেজর এম. এস. এ. ভূঁইয়া (সুবিদ আলী ভূঁইয়া, যিনি বর্তমানে আওয়ামী লীগের এমপি) তার 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' বইয়ে লিখেছেন, "মেজর জিয়া তাঁর প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে 'হেড অব দি স্টেট' অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবেই ঘোষণা করেছিলেন।" তিনি আরো লিখেন, "দুনিয়ার ইতিহাসে যেসব সশস্ত্র বিপ্লব হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রথমে অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং পরে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, হয়েছে বিপ্লব।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। এক্ষেত্রে প্রথমে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, পরে হয়েছে সংগঠন– আমরা প্রথমে বিদ্রোহ করেছি, পরে শুরু করেছি বিদ্রোহীদের সংগঠন। ২৬শে মার্চ ভোরে যে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে তা আমরা অনেকেই ২৫শে মার্চের মধ্যরাতেও জানতাম না।" [সূত্র : মেজর এম. এস. এ. ভূঁইয়া, মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৭২]

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী তার লেখা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বইতে লিখেন, "...ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, পাকিস্তানি শাসকচক্রের গণহত্যার প্রস্তুতির সর্বশেষ সংবাদ অবগত হবার পরও শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত কেন সমঝোতার ব্যর্থ প্রয়াস চালালেন। সেদিন বাংলার গুটিকতক অফিসার ও সৈন্যরা যদি প্রতিরোধে রুখে না দাঁড়াতো তা হলে বাংলার মানুষকে অন্তত পক্ষে বিশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের গোলামী করতে হতো।" [সূত্র : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, আবু ওসমান চৌধুরী, সেবা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১০৪।]

এ্যান্থনি মাসকারেনহাস লিখিত 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ' বইয়ের ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হয়, "১৯৭১-এর ৩রা মার্চ হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কয়েকবার সশস্ত্র বাহিনীর বাংলা ভাষাভাষী সদস্যরা স্বাধীনতার প্রশ্নে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো দিক নির্দেশনা পাননি। এমনকি তিনি তাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেননি। অন্যদিকে শেখ মুজিব ২৫ মার্চে প্রদত্ত এক ঘোষণায় সারা পূর্ব বাংলায় ২৭ মার্চ সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছিলেন।" [বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, ভারত সরকার ১৯৭১, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩।]

www.pathagar.com

পাকিস্তানের নাগরিক বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট!

লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্বাধীনতাকামী বাঙালি ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে ২৫ মার্চ রাত থেকে। শেখ মুজিব যুদ্ধের দায়িত্ব না নিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে পাইপ এবং তামাক হাতে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করেন পাকিস্তানিদের হাতে। তিনি চাননি, পাকিস্তানিরা তাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবুক। পাকিস্তানিদের কাছে তিনি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিব ফিরেছেন পাকিস্তানী পাসপোর্ট হাতে নিয়ে। পাকিস্তানে শেখ মুজিবের সঙ্গে একই কারাগারে ছিলেন ড. কামাল হোসেন। ড. কামাল হোসেন ২০১০ সালের ২৮ অক্টোবর 'সাপ্তাহিক' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। ওই সাক্ষাৎকারে ড. কামাল জানান, "শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফেরেন পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে।" প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কেন তিনি পাকিস্তানি নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। কেন তিনি জাতিসংঘের ট্রাভেল ডকুমেন্ট চাননি। কেন তিনি একটিবারের জন্যও পাকিস্তানি পাসপোর্ট গ্রহণে আপত্তি করেননি। পাকিস্তানি বিমান ভারতের আকাশ পার হতে পারবে না জেনে শেখ মুজিব যেখানে জাতিসংঘের বিমানে আসার কথা চিন্তা করেছেন সেখানে পাকিস্তানি পাসপোর্ট গ্রহণ না করে বিকল্প কোনো পন্থার কথা কেন তিনি চিন্তা করেননি? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে কোনো কারণে কিংবা যে যুক্তিতেই শেখ মুজিব পাকিস্তানি পাসপোর্ট গ্রহণ করুন, আইনের দৃষ্টিতে তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। জেনেশুনে বুঝেই তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তিনি লন্ডনে এসেও পাকিস্তানি পাসপোর্ট পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে পারতেন। এমনকি ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরেও পাকিস্তানি পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন। পারতেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে। এ কারণে আইনের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়াটা ছিলো সম্পূর্ণ অবৈধ। আওয়ামী লীগ দাবি করে, শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে এসে প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। আইনগতভাবে এবং মনেপ্রাণে একজন পাকিস্তানি নাগরিক কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন? ঘোষণাপত্র তৈরি হয়েছে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য। ওই ঘোষণাপত্রে যখন শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিলো তখন তাকে বাংলাদেশের নাগরিক মনে করা হয়েছিলো। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্ট গ্রহণ করেন তখন তিনি আনুষ্ঠানিক এবং আইনগভাবেই পাকিস্তানের নাগরিক। এরপর তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হতে চাইলে একজন বিদেশি নাগরিক যেভাবে আবেদন নিবেদন করে নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হয় শেখ মুজিবের জন্যও সেই নিয়ম সমানভাবেই প্রযোজ্য হওয়ার কথা। শেখ মুজিব কি সেই নিয়ম মেনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন?

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক
www.shaptahik.com

বর্ষ ৩ সংখ্যা ২৪

১৩ই কার্তিক, ১৪১৭

আপনি এখন পুরোনো সংখ্যায় আছেন ! তারিখ : ২৮ অক্টোবর, ২০১০

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

International Calling Card
World Wide Voice
Wholesale Provider

[আন্তর্জাতিক সাক্ষাৎকার] 'তারা একটা স্যালুট দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলল, স্যার উই হ্যাভ বিন প্রেয়িং ফর ইউ' -ড. কামাল হোসেন

জেল জীবনের অবসান। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা। যুদ্ধের পর এটাই প্রথম। তারপর দেশে ফেরার পালা। কিন্তু সেখানে নানা বিপত্তি। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লন্ডন হয়ে রোড টু বাংলাদেশ। দেশে ফেরা, স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরা... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন ও শুভ কিবরিয়া

বঙ্গবন্ধু বললেন যে খুব ভালো। আমাকে তো তিনদিন আগে মিয়াওয়ালি থেকে নিয়ে এসেছে। আর বললেন যে,' ভুট্টো এসেছিল দেখা করতে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলেম, তুমি কি বন্দি অবস্থায় এসেছ? সে বলল যে, না না আমি তো প্রেসিডেন্ট।' বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি প্রেসিডেন্ট হলে কি করে? আমি তো নির্বাচনে তোমার চেয়ে দুই গুণ বেশি সিট পেয়েছিলাম। একথা শুনে ভুট্টো লজ্জাই পেয়েছে। লজ্জা পেয়ে বলেছে যে ঠিক আছে আপনিই প্রেসিডেন্ট হয়ে যান।

তখন বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে এসব কথা বাদ দাও। আমি এখন কত দ্রুত বাংলাদেশে যেতে পারি সেটা বলো। ভুট্টো তখন বললেন, আমাকে একটু সময় দাও। বঙ্গবন্ধু তখন বললেন যে, না যত দ্রুত পার এটার ব্যবস্থা কর। তখন ভুট্টো বলে যে না এখন তো ইন্ডিয়ার ওপর দিয়ে ফ্লাইং করা বন্ধ। বঙ্গবন্ধু বললেন, দেখ রেডক্রস, জাতিসংঘ (ইউএন) এগুলোর প্লেন তো যেতে পারে। এগুলো কোন কথা না। তারপরে উনি বললেন, আমি যতদূর জানি কামাল হোসেন এখানে আছেন। তোমাদের কোন একটা জেলে। ভুট্টো বলেছে কীভাবে জানলেন? উনি বললেন আমার ট্রায়ালের সময় এস এ ব্রোহি সাহেব (পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজীবী) অন্য আইনজীবীকে বলছিলেন যে এই ট্রায়াল শেষ হলে আমি কামালের ট্রায়ালে যাব। সেটা আমার কানে এসেছিল। সেই থেকে আমি ধরে নিয়েছি। আর তখন বললেন যে তোমাকে আমি ডিফেন্স কাউন্সিলে পাচ্ছি না! আমি চেয়েছিলাম তুমি আমার পক্ষে এসে কেসটা করবে। তখন ওরা বলল এটা সম্ভব না। হেসে বলল যে সম্ভব না। তার মানে ওরা বুঝেছে যে, কোন কারণে আমার প্রস্তাবটা তারা রাখতে পারছে না।

ভুট্টোকে এটা বলাতে সেও বলেছে যে ঠিক আছে আমি খবর নিয়ে দেখি ড. কামালকে পেলে আমি পাঠিয়ে দেব। বঙ্গবন্ধুর কথাতেই আমাকে নিতে পাঠানো হয়েছে।

সাপ্তাহিক : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার পর আপনি বুঝলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে?

ড. কামাল হোসেন : হ্যাঁ। তারপরে তো উনি পত্রিকা পাওয়া শুরু করেছেন। বললেম, আমিও এখানে আসার পর প্রথম পত্রিকা পেয়েছি। আর বললেম মিয়াওয়ালী জেলে বসেই আমি বিজয়ের খবর পেয়ে গেছি। কেননা, আমি যে কাস্টডিতে ছিলাম সেখানে আব্দুর রহমান নামে একজন ডিআইজি ছিলেন। যার বাড়ি পাঞ্জাবে। আমি ওর হেফাজতে ছিলাম। প্রতিদিন আমার খোঁজ নেয়ার দায়িত্ব ছিল তার। ১৬ ডিসেম্বরের পরে এসে সে আমাকে বলেছে, স্যার, আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি নিজের দায়িত্বে আপনাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই। কেননা, জেলের ভেতরে অবস্থা খুব খারাপ। এটা নিয়াজির জন্মস্থান। নিয়াজি সারেন্ডার করেছে। এখানকার জনগণ মনে করে এটা খুব অপমানজনক, অসম্মানজনক ইত্যাদি। তারা অন্যভাবে এটাকে দেখছে। তারা ভাবছে এটার প্রতিশোধ নিতে হবে। ডিআইজি বলেছেন যে, আমি আপনাকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে রাখব। আমার পুলিশ পার্টি আছে তারা আপনাকে পাহারা দেবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন যে, এটা আমার জন্য খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্ত ছিল। জেলের ভেতর তো একটা হিসেবের মধ্যে তুলনামূলক নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। এখন এ রকম একজন ব্যক্তি বলছে যে সে আমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। এ রকম পারসোনাল কাস্টডিতে যাওয়া এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তার কতটুকু ক্ষমতা থাকবে সেটাও তো একটা বিবেচনার বিষয়। তিনি আরো বললেন, এই নয় মাসে তার প্রতি আমার একটা আস্থা তৈরি হয়েছিল যে লোক হিসেবে সে মূলত খারাপ না। সে রিস্ক নিয়ে আমাকে নিয়ে গেল। চশমাব্যারাজ। ওখানে একটা প্রজেক্ট ছিল।

www.pathagar.com

বিদেশি বিশেষজ্ঞদের জন্য ড্যাম না কিসের একটা প্রজেক্ট বেস ছিল। অনেকগুলো খালি বাংলো ছিল সেখানে। সেখানে বিদেশিরাও ছিল। অনেক বাংলো খালি ছিল। একটা আমাকে দিল, অন্যটায় সে নিজে থাকত। আর পাশে ওর লোকজন থাকত। এইভাবে দু'চারদিন কাটলো।
হেলিকপ্টার এলো। প্রথমে আব্দুর রহমান বোঝার চেষ্টা করল যে কারা এসেছে? হেলিকপ্টার থেকে প্রথম যখন জিজ্ঞেস করল যে, শেখ মুজিবুর রহমান এখানে আছেন তখন আব্দুর রহমান বলল 'জানি না'। তখন হেলিকপ্টার থেকে বলল, আমরা উনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি, আমাদের বলা হয়েছে উনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে। এ ব্যাপারে তুমি বাধা দিও না। তখন সে নিশ্চিত হলো যে, না এরা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। নিয়ে যাবে ইসলামাবাদের কাছে। তখন সে তাদের বলল, উনি আছেন। এরপর বুঝিয়ে বলল যে, মুজিব ভাই এরা এসএসজি গ্রুপ। পরে এই গ্রুপের সঙ্গেই এলাম মিয়ানওয়ালীতে। সেখানে নামার পর কর্নেল আব্দুল্লাহ বলল যে, এখানে আপনাকে আমরা নিরাপদে রাখছি। এরপর ভুট্টো আসল। ভুট্টো বলল আমাকে কিছু সময় দেন। কিভাবে আপনাকে বাংলাদেশে পাঠানো যাবে তার জন্য ব্যবস্থা করছি। কিছু ফরমালিটিস আছে।
ভুট্টো তখন বঙ্গবন্ধুকে বলল যে, দেখেন আমি যখন ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখনো ইয়াহিয়া আমাকে বলছে আমি তো তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি তবে আমার একটা অনুরোধ, বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেয়া হোক। আমি তাঁর ফাঁসির আদেশ সই করে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এটা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হতে দাও। তোমাকে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ভুট্টো তখন ভালো সাজার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বলছে যে, আমি ওকে বললাম যে, তুমি অনেক ক্ষতি করেছ। আর ক্ষতি তোমার করার দরকার নেই। বঙ্গবন্ধু বলল যে, এটা আমাকে হয়ত বলার জন্যই বলেছে। খুশি করার জন্য। আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করলাম যে, তাই এগুলো তো আমরা জানি, তাদের তিরানব্বই হাজার লোক স্বাধীন বাংলাদেশে আটকে আছে। বঙ্গবন্ধু একটু কম হলে ওদের একজনও বেঁচে থাকবে না। এসব হুমকি দেয়ার কোনো দাম নেই। আমরা একটু রিল্যাক্সড হয়ে থাকি। আর ওই দাবিটা করি যত তাড়াতাড়ি স্বাধীন বাংলাদেশে যাওয়া যায়। তখন আমাকে বলল যে, হ্যাঁ, তুমি একটু লেগে থাক। আমি সকাল-বিকেল লেগে থাকি। এটা কি হচ্ছে, কি ব্যবস্থা, কোন কম, জানতে চাও, দ্রুত আমাদের জানাও। দু'দিন পরে ওদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ আসল। পুরনো আইসিএস। বাংলাদেশে তাদা আন্দোলনের সময় গুলি চালানো হয়েছে তার দায়িত্বে। সে এসে বলছে যে, হ্যাঁ, শেখ, এভাবে তো ফ্লাই করা যাবে না। তোমাদের অন্য রুটে যেতে হবে। নিরপেক্ষ কোন দেশ হয়ে তোমাদের নিতে চাই। ইরান। আমরা বললাম, না ইরান তো নিরপেক্ষ না। ইরান তো পাকিস্তানের পক্ষে। তুরস্ক। না এটাও না। আমি ওদেরকে বলা শুরু করলাম যে, না নিরপেক্ষ মানে যেমন ভিয়েনা, জেনেভা এসব দেশ হলো নিরপেক্ষ দেশ। সে পরের দিন এসে বলল ঠিক আছে লন্ডন হলে কি রকম হয়। বঙ্গবন্ধু বললেন, না এটা তো আমাদের লুফে নেয়া উচিত। লন্ডন তো আমাদের একটা নিজস্ব জায়গা। সেখানে এতগুলো বাঙালি আছে। রেডিও পত্রিকাতে পেয়েছি যে, ওখানে আবু সাঈদ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাঙালি যারা ছিলেন, তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত হয়েছে। এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে। এটা মেনে নাও। তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি লন্ডনে যাব। আপনি ব্যবস্থা করেন।
তখন কথা দিল যে, ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম যেটা করল, কিছু দর্জি পাঠাল। কিছু গরম কাপড় দেয়া হবে। কারণ তখন জানুয়ারি মাস। শীতকাল। অতঃপর পাকিস্তানি পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলা হলো। পাসপোর্ট করা হলো।
সাপ্তাহিক : পাকিস্তানি পাসপোর্ট দিল?
ড. কামাল : পাকিস্তানি পাসপোর্ট দিল যে, এটাকে লন্ডনে দেখাতে হবে। দেখলাম যে, লন্ডনের ছাপটাও বোধহয় মারেনি ওটা আছে আমার কাছে। ওখান থেকে আমরা গেলাম লন্ডনে। লন্ডনে গিয়ে স্মরণীয় যেটা, ছয় ফুট লম্বা পুলিশ ম্যান দাঁড়িয়ে আছে ভিআইপি গেটের সামনে। তারা একটা স্যালুট দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলল, স্যার উই হ্যাভ বিন এক্সপেক্টিং ফর ইউ। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। সেখানে মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমান, ফোন কল ফর শেখ মুজিবুর রহমান। উনি বললেন যে, তুমি গিয়ে দেখ। আমি গিয়ে ধরেছি। বলছে যে, আমি হলাম ইয়ান সাদারল্যান্ড। সাদারল্যান্ডের সঙ্গে আমার ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে দেখা হয়েছিল। সে লন্ডন থেকে এসেছিল। সে ফরেন অফিসের এ অঞ্চলে দেখাশোনা করে। আমরা তো ব্রিফটিফ দিয়েছিলাম যে, শেখ আমাদের তো মিলিটারি শক্তি দিয়ে দাবাতে পারবে না। তাদের উচিত ছিল আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ফয়সালা করবে। কিন্তু ওগুলো তো হয়নি। কিন্তু আমার মনে ছিল যে, এই লোকটা এসেছিল। এ ধরনের কথা বলেছিল। লোকটা ভালো। বোঝার শক্তি রাখে। পরে সে এ্যাম্বাসেডর টু সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ একজন ডিপ্লোম্যাট। সাদারল্যান্ড ফোনে বললেন, আই এম ইয়ান সাদারল্যান্ড। তখন আমি বললাম, আই এম কামাল হোসেন, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে তখন বলল, হ্যাঁ তোমার কথা আমার মনে আছে। সে জিজ্ঞাসা করল শেখ মুজিবুর রহমান কি সত্যিই লন্ডনে এসেছে? আমি বললাম হ্যাঁ সে সত্যিই লন্ডনে এসেছেন। তখন বলল, হ্যাঁ সে খবর আমরা পেয়েছি। বলা হয়েছিল বিমান অবতরণ করার ১ ঘণ্টা আগে কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। চুক্তি ছিল শেখ মুজিব অবতরণ করার ১ ঘণ্টা আগে লন্ডনকে জানাতে হবে। সেভাবে জানানোও হয়েছিল।

আমরা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম যে, করাচি ছাড়ার পরে লন্ডনের আগে কোনো দেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে বহনকারী প্লেন নামবে না। ওরা বলল যে, যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে যেসব দেশের এয়ার স্পেস আমরা ব্যবহার করব। আমরা বললাম যে, ঠিক আছে, কোনখানে নামা হবে না। আর বিমান চলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইডেন্টিফিকেশন যেটা দিতে হয় সেখানে বলবে স্ট্র্যাটেজিক কার্গো। পিআইএ স্ট্র্যাটেজিক কার্গো। এটা বলে পার পেয়ে যাবে।
সাদারল্যান্ড আমাকে বলছে, আমরা ১ ঘণ্টা আগে তথ্য পেয়েছি যে, শেখ মুজিবুর রহমান এখানে অবতরণ করতে যাচ্ছে। সে হিসেবে আমি সবকিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছি। আপনাকে সে কারণে ভিআইপি রুমে স্বাগত জানানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে, জিজ্ঞেস কর আমাদের আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যায়। আমি বললাম যে, আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমরা বিশ্বাস করি, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। সাদারল্যান্ড বলল যে, হ্যাঁ আবু সাঈদ চৌধুরী ইতোমধ্যে ঢাকার উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করেছে। বলল যে, মিস্টার রেজাউল করিম এখানে আছেন। তখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলাম।
বিমান টেক অফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেজাউল করিমের ফোন আসল। বলল যে, আমিও রওনা দিয়েছি আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। আমি সাদারল্যান্ডের কথা বললাম, সেও চিনল। সন্তুষ্ট হলো।
একটু পরে পাকিস্তানি হাইকমিশনার আসে। সে ছিল দৈনিক ডনের ওখানকার রিপ্রেজেন্টেটিভ। তার নাম নাসিম আহমেদ। লন্ডন বেইজড করেসপনডেন্ট। বেশ সিনিয়র জার্নালিস্ট। এসে পরিচয় দিল। বলল, স্যার হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউর হেল্প। বঙ্গবন্ধু বলল, ইউ হ্যাভ ডান অ্যানাফ। থ্যাংক ইউ ভেরি ম্যাচ। আই ডোন্ট থিংক উই উইল নিড এ্যানি মোর হেল্প। তুমি আসছ। থ্যাংক ইউ। আওয়ার পিপল আর হেয়ার। সে আর কামিং।
দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সাদারল্যান্ডও আসল, রেজাউল করিমও আসল।
সাপ্তাহিক : আপনাদের এই পুরো ট্র্যাভেলটা কত ঘণ্টার ছিল?
ড. কামাল হোসেন : আট-দশ ঘণ্টা তো হবেই।
(চলবে...)

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে জিয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

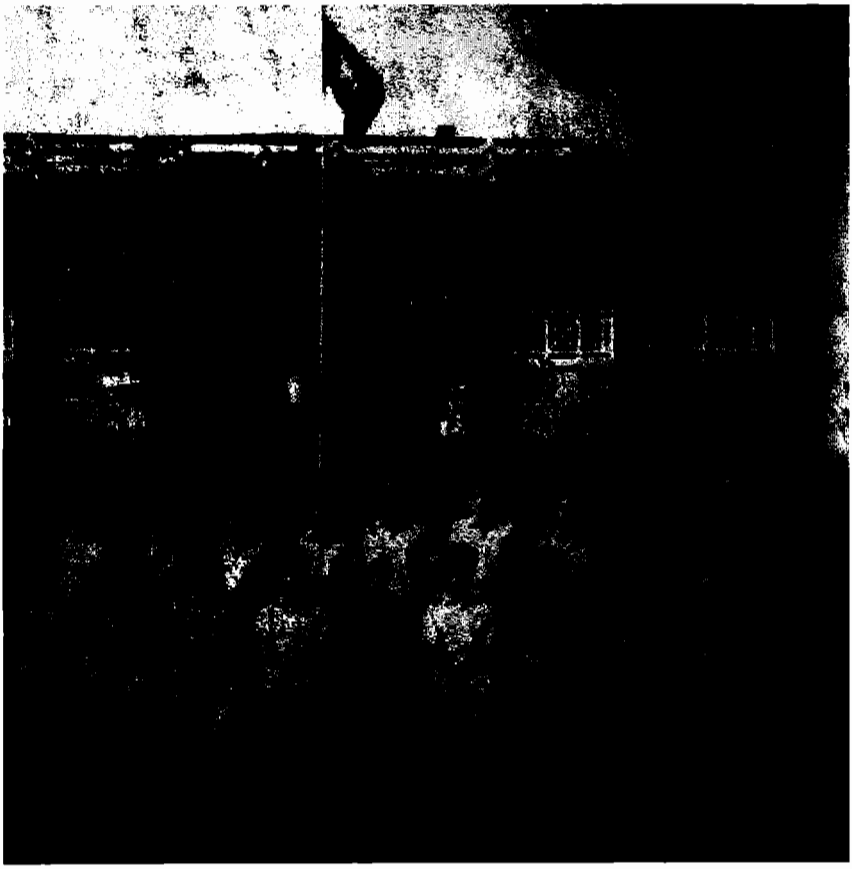

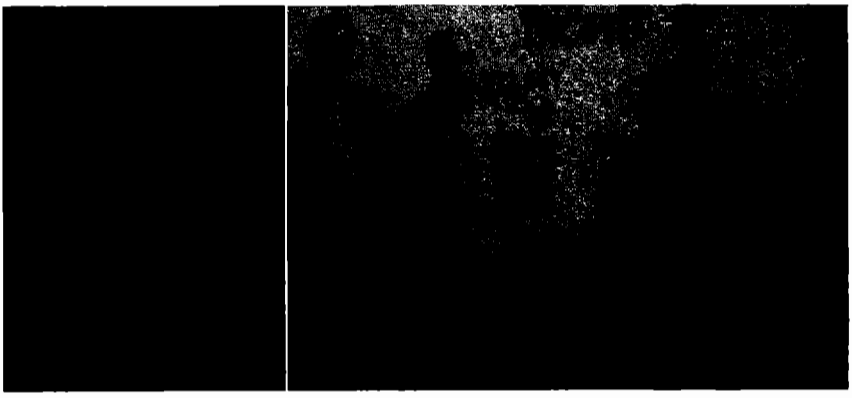

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা

এমাজউদ্দীন আহমদ

ক'দিন আগে সংবাদপত্রের পাতায় দেখলাম হাইকোর্টের এক বেঞ্চ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে জিয়াউর রহমানের ফাইলটি বিচারকদের নিকট হাজির করতে।

খুব সম্ভব সম্মানীয় বিচারকগণ সেই ফাইল থেকে জানতে চান মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কখন, কোন দিন, কোথা থেকে। হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে সেই ফাইলটি বিচারকদের কাছে উপস্থাপিত হয়েও যাবে। হাইকোর্টের পক্ষ থেকে তারপর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কিনা। কেননা এ বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তারপরও কিছু প্রশ্ন থাকে, যে বিধি-বিধান ও আইনের বলে বিচারকগণ এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তার ভিত্তি কী? স্বাধীনতা লাভের মতো ঐতিহাসিক অর্জনে কোনো বিচারালয় কি কোনো ভূমিকা রেখেছেন? স্বাধীনতার ঘোষণার মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কাহিনী কি কোনো রাষ্ট্রপতির ফাইলে থাকে? আর থেকে থাকলেও কোনো বিচারক কোন মানসিকতায় রাষ্ট্রপতির ফাইল ঘাঁটার মতো অবিমৃষ্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারেন? আমার বা তাদের মতো চাকরির জন্য কি জিয়াউর রহমানের bio-data রয়েছে সেই ফাইলে? দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছে এবং সংবিধানের প্রাপ্ত ক্ষমতা বলেই বিচারকদের এ ক্ষমতা। দেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা তুলনাহীন, বিশেষ করে জিয়াউর রহমানের মতো শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার, তাঁর ফাইল পরীক্ষা করা আইনত সিদ্ধ হতে পারে; কিন্তু জাতীয় বিবেকের কিঞ্চিৎ অধিকারী হলে যে কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন।

জিয়াউর রহমানের ফাইলে কী আছে আমি জানি না। এ সম্পর্কে কিছু জানারও কোনো আগ্রহ আমার নেই। তবে জিয়াউর রহমানের সহযোগী ও সহকর্মীরা কে কী বলেছেন, তা আমি জানি। জানি তাঁদেরই লিখিত বই-পুস্তক থেকে। মেজর রফিক-উল ইসলাম বীর উত্তম, মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর সেক্টর কমান্ডার (১১ জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) তার লেখা 'A Tale of Millions' গ্রন্থের ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "২৭ মার্চের বিকেলে তিনি (মেজর জিয়া) আসেন মদনাঘাটে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা

www.pathagar.com

দান করেন। প্রথমে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ঘোষণা করেন। পরে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। কেন তিনি মত পরিবর্তন করেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মেজর রফিক-উল ইসলাম। একজন সামরিক কর্মকর্তা নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে ঘোষণা দিলে এই 'আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র' (Political Character of the Movement) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং স্বাধীনতার জন্য এই গণ-অভ্যুত্থান সামরিক অভ্যুত্থানরূপে চিত্রিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় দেশপ্রেমিক মেজর জিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ঘোষণা দিলেন। তা শ্রুত হয় ২৮ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত।" (Rafiq-ul-Islam, A Tale of Millions, Dhaka, BBI, 1981)। মেজর রফিক বর্তমানে জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য। এর আগে ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

৩ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, তাঁর গ্রন্থ (Bangladesh At War, Academic Publishers, Dhaka, 1989) ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা উল্লেযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "মেজর জিয়া ২৫ মার্চের রাত্রিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সদলবলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তার কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া ও অন্যদের প্রথমে (১৩-এর পৃষ্ঠার পর) গ্রেফতার এবং পরে হত্যা করে, পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে ২৬ মার্চে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মোকাবিলার জন্য সবাইকে আহ্বান করেন। এই ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে ঘোষণা করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আরেকটি ঘোষণায় বলেন, 'বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সামরিক সর্বাধিনায়ক রূপে আমি মেজর জিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি'।" ["I, Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the Independence of Bangladesh."]। তিনি আরো বলেন, "আমরা বিড়াল-কুকুরের মতো মরবো না, বরং বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তানরূপে (স্বাধীনতার জন্যে) প্রাণ দেব। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং সমগ্র পুলিশ বাহিনী চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোহর, বরিশাল, খুলনায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের ঘিরে ফেলেছে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।" মেজর সফিউল্লাহর অভিব্যক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তার মতে, এই ঘোষণা দেশে এবং বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দীপ্ত করে। যারা ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে রত ছিলেন এই ঘোষণা তাদের নৈতিক বল ও সাহসকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। অন্যরাও এই যুদ্ধে শামিল হন।

মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া [মেজর জেনারেল (অব.)] তার লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' গ্রন্থের ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় (ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২) লিখেছেন, "মেজর জিয়াকে ২৭ মার্চের সন্ধ্যায় দেখে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা। ঘণ্টা দেড়েক চেষ্টার পর তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি তৈরি করে নিজেই সেটি

www.pathagar.com

ইংরেজি ও বাংলায় পাঠ করেন। মেজর জিয়া ওই ভাষণে নিজেকে 'হেড অব দি স্টেট' অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার পরের দিন আগের দেয়া বেতার ভাষণটির সংশোধন করে তিনি ঘোষণা দেন যে এই মুক্তিযুদ্ধ তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে।"

মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া একজন কৃতী মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভ করে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মেজর জিয়ার সেই বক্তৃতা শুনে নিজের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলেন, "মেজর জিয়ার ঐ উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব আমাকে সংগ্রামের কাজে আরও উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তখন থেকেই তাঁর নির্দেশে আমি কাজ করে যাই।"

কর্নেল অলি আহমদ, বীর বিক্রম, অক্সফোর্ড বুক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের অনুবাদ গ্রন্থে (রাষ্ট্র-বিপ্লব : সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮) আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "মেজর জিয়া ২৭ মার্চ ১৯৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া ছিলেন আমাদের নেতা এবং বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।" অলি আহমদ তখন ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন। সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার সময় তিনি মেজর জিয়ার সঙ্গেই ছিলেন।

কর্নেল অলি আহমদ তার অভিসন্দর্ভ রচনার জন্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ৮ জন শীর্ষ পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তার। তাদের সবাই বলেছেন, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে জিয়াউর রহমান প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা তারা শুনেছেন। সেক্টর নম্বর ৫-এর কমান্ডার তৎকালীন মেজর এবং পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী, বীর উত্তম বলেন, "অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে এবং পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিলে আমি সানন্দে যুদ্ধে যোগদান করি।" (পৃষ্ঠা ১৬৬, ১৬৭, ১৭১)। ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার (১৫ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ খান লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে মেজর জিয়ার সদলবলে বিদ্রোহ এবং ২৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীন বাংলাদেশের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়।"

এতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাদের বক্তব্য তুলে ধরলাম এ জন্যে যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত তারাই ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। ১০ এপ্রিলে স্বাধীনতার সনদ রচনা এবং ১৭ এপ্রিলে মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার গঠিত হলে রাজনৈতিক নেতারা মুক্তিযুদ্ধে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তখন থেকে সামরিক কর্মকর্তারাও বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে এবং তাদের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারাই কিন্তু দীর্ঘ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রাখেন। তারা এ জাতির শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

শুধু বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তা কেন, বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সামরিক কর্মকর্তাদের ভাবনাচিন্তাও ছিল এমনি। তাঁরাও একপর্যায়ে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও বাংলার দামাল ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এমনি একজন সুখান্ত সিং। মেজর জেনারেল হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর 'The Liberation of Bangladesh', Vol. 1 Delhi : Lancer Publishers, 1980, গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "ইতিমধ্যে ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে একজন বাঙালি অফিসার মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।" তিনি আরো লেখেন, "এই ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালি সেনা অফিসারগণ রাজনৈতিক নেতাদের অসন্তুষ্ট করতে চাননি। অন্যদিকে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দেবার আবশ্যকতা ছিল।" শুধু তিনি কেন, ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বরে ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাও উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি রেড্ডি বলেন, "ইতিমধ্যে আপনার দেশের ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার সমুজ্জ্বল অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গেছে।" [মুহম্মদ শামসুল হক, Bangladesh in International Politics, Dhaka, UPL, 1993, P 96.]

সব মিলিয়ে যা বলতে চাই তা হচ্ছে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এ জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় এবং মুক্তিযোদ্ধারা হলেন এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। নিছক রাজনৈতিক কারণে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবমূল্যায়ন কোনোক্রমে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জিয়াউর রহমান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সৈনিক। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যে পতাকা তাঁর সামনে ছিল, তা বাংলাদেশের পতাকা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত জিয়াউর রহমানই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নায়ক। ১৭ এপ্রিলে এ দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলাদেশের আরেক সূর্যসন্তান আতাউল গনি ওসমানীর ওপর। ১১ এপ্রিলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের উপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলার ভাইবোনেরা যে সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে।"

দুই.

বহুবার বহু লেখায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছি, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতেই হবে। এক্ষেত্রে কেউ কোনো কার্পণ্য করলে ইতিহাস বাধ্য হয়ে তা সংশোধন করবে। সেই কার্পণ্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেই। বাংলাদেশের জনারণ্য তেমন বড় না

www.pathagar.com

হলেও একেবারে ছোট নয়। এই অরণ্যে বটবৃক্ষের সংখ্যা হাজার হাজার না হলেও এই সংখ্যা তেমন ছোটও নয়। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, খাজা সলিমুল্লাহ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, চিত্তরঞ্জন দাস, শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে এক-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক-একটা উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁরা আমাদের জাতীয় সম্পদ। আমাদের জাতীয় নেতা। তাঁরা নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন বটে, তাও কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই। তাঁদের জাতীয় সম্পদ রূপেই গ্রহণ করা উচিত। নেতৃত্বের উৎকর্ষে, জনসমর্থনের উচ্চতম মাত্রায়, জাতীয় এবং জনস্বার্থ ধারণের অভীপ্সায়, ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় এবং ব্যক্তিমনকে সামষ্টিক পর্যায়ে আনয়নের সৌকর্যে এক-একজন দিকপাল। ইতিহাস তাঁদের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই ন্যায়বোধের নির্দেশনা হলো– যাদের যা প্রাপ্য, তা তাদের অকৃপণভাবে দেয়া উচিত।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল এক অর্থে ছিল অত্যন্ত পবিত্র কাল। সব ভিন্নতা দূরে রেখে, এক সারিতে দাঁড়িয়ে, একই লক্ষ্যকে ধারণ করে, দেশি এবং বিদেশি দেশপ্রেমিক অকৃপণভাবে নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে বাংলাদেশের মাটিকে উর্বর করে জাতীয় বিজয়ের চারাটি রোপণ করেছিলেন। বাংলাদেশের অনন্য ত্রিশ লাখ মানুষের রক্ত মিশে গিয়েছিল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় সতের হাজার সৈনিকের রক্তের সঙ্গে। তাই তো স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে ওঠে স্বাধীনতার এক তীর্থ ক্ষেত্রে। সেই যুদ্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেএফআর জ্যাকব (JFR Jacob)। তিনি তার 'Surrender At DACCA : Birth of a Nation', UPL, Dhaka, 1997, বই-এর ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "চট্টগ্রামের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বেতার ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ২৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেন। সেই ঘোষণা অনেকেই শুনেছেন। যারা নিজ কানে শোনেন নি তারাও মুখে মুখে চারদিকে প্রচার করেন।" তিনি আরো বলেন, "মেজর জিয়া বাঙালি রেগুলার ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সহায়তায় চট্টগ্রামে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন" (পৃষ্ঠা ৩৫)। বাংলাদেশে ভারতের প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার জেএন দীক্ষিত (JN Dixit), যিনি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, তার লেখা গ্রন্থের 'Liberation And Beyond : Indo-Bangladesh Relations', UPL, Dhaka, 1999, ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান (যিনি ১৯৭৬-৭৭ সময়কালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) স্বল্পকালীন পরিসরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করেন এবং সেই কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দান করেন। সেই ঘোষণায় তিনি বাংলার সকল সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাকিস্তান বাহিনীকে প্রতিরোধের আহ্বান জানান।" শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার হওয়ার আগে রেকর্ড করা তাঁর ঘোষণার পূর্বেই জিয়াউর রহমানের ঘোষণা

www.pathagar.com

প্রচারিত হয় ('In fact, Ziaur Rahman's broadcast came a little earlier than Mujib's broadcast.' Ibid)।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক এবং সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে ৬ নভেম্বর বলেছিলেন, "স্বাধীনতার ডাক এসেছিল শেখ মুজিব গ্রেফতার হবার পরে, তার পূর্বে নয়। আমার জানা মতে, তিনি কোনো সময় স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।" ["The cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested and not before. He himself, so far as I know, has not asked for independence even now."]। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রদত্ত ভাষণটি দেখা যাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের নিউজ লেটারে।

এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার যখন শুরু হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে তখন তাঁর এককালের সহযোগী ও গুণমুগ্ধ সংবিধান বিশেষজ্ঞ এ কে ব্রোহী স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য। তাঁর বক্তব্যেও তিনি পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকারীদের সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিব কোনো সময় পাকিস্তান ভাঙতে চাননি। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি বরাবর চেয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া হোক। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হোক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এ কে ব্রোহী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'তথ্য থাকলে প্রমাণ করুন' (Prove if you have facts)।

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১ এপ্রিলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যা বলেছিলেন, তাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর।" একই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "এই প্রাথমিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর" (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড)। এই কণ্ঠস্বর কোনটি এবং কার তা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কোনো কোনো অর্বাচীন অবশ্য বলে থাকেন, মেজর জিয়া যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা তাঁর ঘোষণা নয়। তিনি শুধু সেই ঘোষণার পাঠক ছিলেন। এসব নিন্দুককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে ঘোষণাটি কে লিখলেন? তার উত্তর এদের জানার কথা নয়। যারা জানেন তাদের একজন মেজর জেনারেল (অব.) এম.এস.এ. ভূঁইয়া। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস', আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৩, বইয়ে তারা উত্তরটি পেতে পারেন। তিনি লিখেছেন, "ঘণ্টা দেড়েক চেষ্টার পর তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি তৈরি করে নিজেই সেটি ইংরেজিতে ও বাংলায় পাঠ করেন।"

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। জিয়াউর রহমান কোনো সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেননি। কোনো সময় প্রতিপক্ষও ভাবেননি। নিজে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পরে যখন শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়, তখন সদলবলে নতুন সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয় ছিনিয়ে আনতে সংকল্পবদ্ধ হন। এমন মানুষ সম্পর্কে কোনো সমালোচনা চলে? যার যা প্রাপ্য, তা নিশ্চিত করাটাই বিবেকবান মানুষের কর্তব্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইতিহাসের পাতা থেকে

সত্যানুসন্ধান চিরায়ত ও সার্বজনীন প্রক্রিয়া। সত্যকে জানবার ও উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসে মানুষ নিরন্তর নিয়োজিত, কিন্তু সত্যানুসন্ধান অত্যন্ত কঠিন কাজ, এ প্রয়াস প্রায়ই বিপথগামী হতে পারে আবেগ ও বিশ্বাসের কারণে।

এ কারণেই কখনও কখনও মানুষ ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও সব প্রশ্নের জবাব ইতিহাস তাৎক্ষণিকভাবে দেয় না। কেননা, ইতিহাস মানুষের অভিজ্ঞতার কাহিনী। এক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-বাদশার কাহিনী এসবই ছিল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু কালপরিক্রমায় সব বিষয় ইতিহাসের উপাদান, এই যুক্তি এবং কথা ইতিহাসের (ওরাল হিস্ট্রি) ধারায় সংযোজনের ফলে ইতিহাসের সংজ্ঞাও বদলে গেছে।

ইতিহাসের সংজ্ঞা হিসেবে যদি মানুষের অভিজ্ঞতার কাহিনীকে বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে ইতিহাস কি সব মানুষের সব অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে? ইতিহাসের তথ্য কোথা থেকে আসে এবং তা কি সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য? ইতিহাসের নিজের কোনো বিষয়বস্তু নেই। ইতিহাস অন্যান্য ক্ষেত্র, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান থেকে তার উপাদান সংগ্রহ করে। কোনো পরিস্থিতিকে বোঝার জন্য ইতিহাস বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান তুলে আনে। এভাবে দেখলে ইতিহাস বিষয় থাকে না, অভিগমন হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করে, সব তথ্যের উৎসকে যাচাই করে এবং তারপর মানুষের অভিজ্ঞতাকে জানার জন্য সব তথ্যকে একটি সংগঠিত বর্ণনার ওপর দাঁড় করায়। ইতিহাসের প্রকৃতি বোঝার জন্য তাই ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্যক উপলব্ধি করতে হবে।

এ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সব তথ্য চিহ্নিত করা। কেননা, ঐতিহাসিকরা প্রত্যক্ষভাবে অতীতকে অধ্যয়ন করতে পারেন না, তাকে নির্ভর করতে হয় প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ওপর। এখানেই বাস্তব ইতিহাস এবং জানা ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাস্তব ইতিহাস হচ্ছে কোনো একটি সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার সব কিছু, অন্যদিকে জানা ইতিহাস হচ্ছে ঘটনা সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান বা জনশ্রুতি। বাস্তব অতীতের তুলনায় জানা অতীতের আয়তন অনেক হ্রস্ব।

www.pathagar.com

মানুষ সাধারণত তার স্মৃতিকে সঙ্গে করেই পরলোকে চলে যায়। এ কারণেই বহু ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে আমাদের কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই বললেই চলে। অতীতকে বর্তমানে নিয়ে এসে নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য, তাই ঐতিহাসিকরা শুধু অতীতের ক্ষুদ্রাংশকে আলোকিত করতে পারেন, পুরো অতীতকে পারেন না।

ইতিহাস স্থবির কোনো বিষয় নয় এবং এ কারণেই নতুন নতুন তথ্যের ফলে ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। যেমন, ১৯০০ সালের আগ পর্যন্ত ট্রয়ের যুদ্ধ ছিল কল্পকাহিনী। চীনের পোড়ামাটির তৈরি সেনাবাহিনী অথবা মাচুপিচুর ব্যাপারগুলোই ছিল অজানা। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে নতুন নতুন ব্যাখ্যা ইতিহাসের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করে। এখন আলোচনা হচ্ছে, উইনস্টন চার্চিল কি মহান রাষ্ট্রনায়ক না সাধারণ একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন? এ কারণেই নতুন বিকল্প ব্যাখ্যাকে সংশোধনবাদী ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হয়। একটি সিনেমাও কোনো ঐতিহাসিক অতীত সম্পর্কে জনগণের মনোজগৎকে বদলে দিতে পারে। স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ, মৃতপাত্র, লিখিত বর্ণনা, সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন চিঠিপত্র, ভ্রমণ কাহিনী, এমন অনেক কিছুই অতীত সম্পর্কে প্রমাণের বিষয় হতে পারে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ইতিহাসবিদ জানার চেষ্টা করেন কোনো প্রমাণ বাস্তব ও সঠিক, না একপেশে। এই মূল্যায়নের পর ইতিহাসবিদ তার বর্ণনার জন্য কিছু প্রমাণ ব্যবহার করেন, অন্যগুলো বাদ দেন। এ থেকে যা বেরিয়ে আসে তার মধ্যে ইতিহাসবিদের মূল্যায়ন, দৃষ্টিভঙ্গি, সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তির প্রতিফলন ঘটে। এ কারণেই ইতিহাস মানসিকও বটে।

ইতিহাস হচ্ছে সত্যের জন্য অনুসন্ধান। কেউ কেউ হয়তো এর বিরোধিতা করবেন; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, ইতিহাসে যা ঘটেছে তা না জানলে পৃথিবী সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ থেকে যাব। চূড়ান্ত সত্য একটি কঠিন পণ্য এবং বিভিন্নভাবে একে খুঁজে বের করতে হয়। সচেতন ইতিহাসবিদরা ঐতিহাসিক সত্যের জন্য তাদের অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন। ইতিহাসে যা লেখা হয়েছে তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকলেই ইতিহাসকে নির্মোহভাবে বোঝা সহজ হয়। এভাবে দেখলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে যে বিতর্ক চলছে, তাকে উপলব্ধি করা যাবে এবং তথ্যের বিনিময়ে সত্যকে খুঁজে বের করা সহজ হবে।

– **মাহফুজ উল্লাহ**, সাংবাদিক ও কলামিস্ট

◊

২০১০ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে দৈনিক আমার দেশ। ওই বিশেষ সংখ্যায় 'আমি ও মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডিত চিত্রাবলী' শিরোনামে প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ (মরহুম) একটি নিবন্ধ লিখেন। এই নিবন্ধে উঠে এসেছে ৭১ সালের ২৫ মার্চের উত্তাল রাতে শেখ মুজিবের ভূমিকার কথা। সেই সময় ফয়েজ আহমদ ছিলেন সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক।

www.pathagar.com

তিনি লিখেন, "গত কয়েকদিনের মতো সেদিনও (২৫ মার্চ) সন্ধ্যায় আমরা একদল সাংবাদিক শেখের (শেখ মুজিবের) ৩২ নম্বর বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। সমগ্র বিশ্বের খবরই যেন এই শেখের মধ্যেই নিহিত ছিল। দলে দলে প্রতি মুহূর্তে মিছিল আসছে, স্লোগান উঠছে। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় পরিব্যাপ্ত মানুষ ক্রোধে, আকাঙ্ক্ষায় যেন আকাশ ছুঁতে চেয়েছিল। প্রতিমুহূর্তে ৩২ নম্বরের বাড়িতে প্রসেশন আসছিল। এই চলমান প্রবাহিত মিছিলের যেন সেই সন্ধ্যায় কোথায়ও পরিসমাপ্তি ছিল না। আমরা প্রতিদিনের মতো এক ডজন সাংবাদিক ৩২ নম্বর রোডের শেখের বাড়িতে সেদিনও রওনা দিয়েছিলাম সংবাদের জন্য। বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা ও পশ্চিম পাকিস্তানি কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি সেদিন শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু কোনো সংবাদই সেই সন্ধ্যায় আমরা তার কাছ থেকে পাইনি, কেবল একটি কথাই তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছিলেন, 'তোরা চলে যা'। ...শেখের ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি, সে সম্পর্কে কাউকে তিনি কিছু বলেছেন কিনা, তা আমরা জানি না। আমরা অনেকে ধরে নিয়েছিলাম শেখের গোপন সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করবে। আমি ভেবেছিলাম শেখের দুটি পন্থাই কেবল তার সামনে রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান, অপরটি হচ্ছে ভূতলবাসী হয়ে দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণ। কিন্তু আমাদের সব চিন্তা ভুল বলে প্রমাণিত হয় এবং তিনি রাত ১২টার দিকে পাকিস্তানি ইয়াহিয়া বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

– ফয়েজ আহমদ, প্রবীণ সাংবাদিক

◊

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী বলেন, ভাঁবতে বিস্ময় লাগে যে, পাকিস্তানি শাসকচক্রের গণহত্যার প্রস্তুতির সর্বশেষ সংবাদ অবগত হবার পরও শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত কেন সমঝোতার ব্যর্থ প্রয়াস চালালেন। সেদিন বাংলার গুটিকতক অফিসার ও সৈন্যরা যদি প্রতিরোধে রুখে না দাঁড়াতেন তা হলে বাংলার মানুষকে অন্তত পক্ষে বিশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের গোলামি করতে হতো। (এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, আবু ওসমান চৌধুরী, সেবা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১০৪।)

– মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী

◊

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বহুল পঠিত 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ', এ্যান্থনি মাসকারেনহাস, বিকাশ প্রকাশনা, নয়াদিল্লি, ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৭-এ বলা হয়েছে, "১৯৭১-এর ৩ মার্চ হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কয়েকবার সশস্ত্র বাহিনীর বাংলা ভাষাভাষী সদস্যরা স্বাধীনতার প্রশ্নে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো দিক নির্দেশনা পাননি। এমনকি তিনি তাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেননি।

www.pathagar.com

অন্যদিকে শেখ মুজিব ২৫ মার্চে প্রদত্ত এক ঘোষণায় সারা পূর্ব বাংলায় ২৭ মার্চ সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। [বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, ভারত সরকার, ১৯৭১, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩।]

– এ্যান্থনি মাসকারেনহাস

◊

"...শেষ মুহূর্তে যখন জাতি তার (শেখ মুজিব) মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তখন কোন ঘোষণা বা দিক নির্দেশনা না দিয়েই স্বেচ্ছায় হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা দেন। যখন প্রায় প্রতিটি পর্যায়ের আওয়ামী ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ পরিবার পরিজন নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে সমর্থ হন, তখন তার ধরা দেয়ার কারণ খুবই রহস্যাবৃত্ত। বলা হয়, তিনি ধরা না দিলে পাকিস্তানিরা ঢাকা জ্বালিয়ে দিত ও গণহত্যা করত। কি অদ্ভুত যুক্তি। যেন তাকে গ্রেফতার করার পর গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিলখানায় ইপিআর সদর দফতর আক্রান্ত হয় রাত দশটার পর। তাছাড়া ইপিআর বা অন্য কোনো সংস্থার বেতার সংযোগ চালু রাখার মতো বোকামি হানাদাররা করেনি। বস্তুত রাত এগারটার পর হতেই ঢাকার সঙ্গে দেশের সকল অংশের সব ধরনের তার বা বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু সরকারি চ্যানেলগুলোই খোলা থাকে। কিন্তু তা ছিল হানাদারদের হাতে। এই অবস্থায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বা অন্য কোথাও স্বাধীনতা বা অন্য কোন সংবাদ পাঠানো শুধু টেলিপ্যাথির মাধ্যমেই সম্ভব ছিল...।"

– খোন্দকার আলী আশরাফ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৭ই জুলাই ১৯৮১

◊

অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস-এর সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক মাহবুব আনাম লিখেছেন, "স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু সেটা হয় জেনে শুনে এবং প্রতিটি আত্মত্যাগই আপন মহিমায় মহিমান্বিত। কিন্তু আমাদের ত্যাগ ছিল পড়ে মার খাওয়ার ত্যাগ। আমাদের মৃত্যুর অধিকাংশই ছিল সিটিং ডাক বা বসে থাকা হাঁসের মৃত্যু। এর দায়িত্ব আমাদের নির্বাচিত নেতারা কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না। তারা কেউ পালিয়ে গিয়ে আবার কেউ আত্মসমর্পণ করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। [সূত্র : বিজয় দিবস : নিষিদ্ধ ইতিহাস, মাহবুব আনাম, দৈনিক দিনকাল, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২)।

– মাহবুব আনাম, ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস-এর সম্পাদক

www.pathagar.com

◊

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ড. জি ডব্লিউ চৌধুরী বলেন, "সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে কবরস্থানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও পূর্ব বাংলার অবশিষ্ট এলাকায় সেনাবাহিনীর অবস্থা নাজুক ছিল। পূর্ব বাংলার প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে এর অবস্থা আরও ভয়াবহ ছিল। সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারকে হত্যা করে চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রভিশনাল সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। [সূত্র : দ্য লাস্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, প্রকাশকাল : ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৮৬।]

– ড. জি ডব্লিউ চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টিকারী অনেক নেতা জাতিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়েছেন : কাদের সিদ্দিকী

আমাদের সময়.কম : ২৬/০৫/২০১৪

ফারুক আলম : কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বলেছেন, অনেক নেতা-যারা মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করেছেন, তারা জাতিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গিয়েছেন। এটি তার সঠিক কাজ করেননি। ভারতে যেসব নেতা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের সবার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন ছিল না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জিয়াউর রহমানের দুটি নিবন্ধ

'একটি জাতির জন্ম' এবং 'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি'

নিজেকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত ২টা ১৫ মিনিটেই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন মেজর জিয়া।

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে। সামরিক বাহিনীর সামনে একটি যুদ্ধ কৌশলও উপস্থাপন করেন। এরপর জিয়াউর রহমান তৎকালীন বেসামরিক প্রশাসন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদেরও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। এখন যে যাই বলুক, সেই কঠিনতম সময়ে বেসামরিক নেতৃত্ব কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মেজর জিয়ার বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা ঘোষণার কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। তার নিজের জবানিতেও বর্ণিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকথা। মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে তাঁর লেখা ও জবানিতে এ পর্যন্ত দুইটি নিবন্ধ পাওয়া গেছে। একটি লিখেছেন জিয়াউর রহমান নিজে। 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে বহুল প্রচারিত এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ তৎকালীন সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলার স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়। অপর লেখাটি প্রকাশিত হয় দৈনিক দেশ পত্রিকায় ১৯৮০ সালে। জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যায় 'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি' শিরোনামে লেখাটির অনুলিখন করেন দৈনিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী। সেই সময় জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। এ কারণে ওই লেখাটিতে জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র উন্নয়ন পরিকল্পনাও স্থান পেয়েছে। তবে ওই নিবন্ধ থেকে এই সংকলনে আমরা শুধু জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করছি। এ দুটি লেখাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনন্য দলিল বলেই আমরা মনে করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘একটি জাতির জন্ম’ নিবন্ধের নেপথ্য কথা

মনজুর আহমদ

জিয়াউর রহমান যখন ‘একটি জাতির জন্ম’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ তৈরি করেন তখন তিনি পুরোদস্তুর একজন সামরিক কর্মকর্তা। তবে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দেশের জনগণের মনে আলাদা একটি ভালোবাসা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। অন্য সবার চেয়ে আলাদা। ১৯৭২ সালের মার্চ মাস। কেবলই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। ওই সময়টিতে দৈনিক বাংলার বিশেষ সংখ্যায় কেমন করে কোন প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমান লিখলেন ‘একটি জাতির জন্ম’ নিবন্ধটি, তার নেপথ্যের ইতিহাস বর্ণনা করছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক মনজুর আহমদ। ১৯৭২ সালে মনজুর আহমদ ছিলেন দৈনিক বাংলার রিপোর্টার।

তখন বুঝিনি বিষয়টি এত গুরুত্ব পাবে। যখন বুঝেছি রোমাঞ্চিত হয়েছি। সগৌরবে বলতে পেরেছি, আমিই প্রথম সাংবাদিক জিয়াউর রহমানের মুখোমুখি হয়েছি, তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। বলতে পেরেছি, আমার নেয়া সাক্ষাৎকারই সংবাদপত্রের পাতায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। জিয়া তখন সবে মেজর থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছেন। দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন– এ ধারণাও কারো ছিল না। তবে অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তখন তিনি এ দেশের মানুষের মনে কিংবদন্তীর মতো অবস্থান করছিলেন।

প্রসঙ্গত এসে যায় বেগম জিয়ার কথাও। একাত্তরের দুঃসহ বন্দি জীবন শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁর মুক্তি লাভের ক'দিন পরই সাংবাদিক হিসেবে আমি প্রথম গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তাঁরও সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। বাহাত্তরের ২রা জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় সে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তাঁর ছবি এবং এটি ছিল সংবাদপত্রের পাতায় বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ।

জিয়া এবং বেগম জিয়া দু'জনকেই পেয়েছিলাম বেগম জিয়ার বড় বোন চকলেট আপার শান্তিনগরের বাসায়। বন্দি জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে বেগম জিয়া এবং পরে জিয়া উঠেছিলেন এই বাসাতেই। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বিজয়ী বীরের মতো জিয়াউর রহমান যেদিন প্রথম ঢাকায় এসে পৌঁছান, খবর পেয়েছিলাম সেই রাতেই। ঠিক করেছিলাম কালক্ষেপণ নয়। সকালেই গিয়ে ধরবো তাঁকে। শুনেছিলাম খুব সকালে না গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাই খুব সকালেই গিয়েছিলাম। জানুয়ারির কুয়াশা ঘেরা সকাল।

www.pathagar.com

জিগাতলা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম পুরানা পল্টন। সঙ্গী করে নিলাম তারা ভাইকে। তারা ভাই, দৈনিক বাংলার তদানীন্তন বার্তা সম্পাদক। জিয়াউর রহমান তখন বেরিয়ে যাচ্ছেন। পরনে সামরিক পোশাক। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ঠোঁটে একটা হাসি নিয়ে। তারা ভাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভরাট গলায় বললেন, তারা ভাই কেমন আছেন? জিয়াউর রহমানের ডাক নাম কমল। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। হাতে হাত মিলিয়ে বললাম, আপনার সব কথা শুনতে এসেছি। কাগজ-কলম সঙ্গেই আছে। আপনি বলবেন আমি লিখে নেব। কথার ফাঁকে আমি তাঁকে সম্বোধন করেছি, জিয়া ভাই বলে। ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। খুব ধীরে ধীরে জিয়া বললেন, এখন না। এদিকের অবস্থা কিছুই জানি না। ক'টা দিন যাক। তখন সব বলবো। তাঁর কথা বুঝতে অসুবিধা হলো না। সমস্ত পরিবেশই যেন বলছিলো, কথা বলার উপযুক্ত সময় এটা নয়। কয়েকটা দিন যাক।

তিনজন একসঙ্গেই বেরিয়ে এলাম। তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম। টুকটাক কথা হচ্ছিল। ঢাকার বিশেষ করে, সেনাবাহিনী সদর দফতরের সবই তখন এলোমেলো, অগোছালো। পথে একটা লন্ড্রিতে গাড়ি থামিয়ে কাপড় দিলেন। শান্তিনগরের বাজারের সে লন্ড্রির নাম এখন আর মনে নেই। তবে মনে আছে মিষ্টির দোকান জলযোগ আর লন্ড্রিটি ছিল পাশাপাশি। আমাদের দুজনকে দৈনিক বাংলায় নামিয়ে দিয়ে জিয়া চলে গেলেন সেনাবাহিনীর সদর দফতরে। বেইলি অথবা মিন্টু রোডে তখন অস্থায়ীভাবে চালু করা হয়েছিলো বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অস্থায়ী সদর দফতর।

এরপর জিয়াকে যখন পাই তখন তিনি কুমিল্লায়। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার। মেজর থেকে হয়েছেন লে. কর্নেল। ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে দৈনিক বাংলার বিশেষ সংখ্যার জন্যে জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎকার নিতে ছুটলাম কুমিল্লায়। ১৯৭২-এর ২০ মার্চ। রাস্তাঘাটের অবস্থা তখন রীতিমত দুর্গম। সেতু ভাঙা, ফেরির অবস্থাও সুবিধের নয়। সাত সকালেই বাস ধরলাম কুমিল্লার। বিকেলের আগেই পৌঁছে গেলাম কুমিল্লা। শহরের একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়া সেরে রিকশা নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট। সোজা স্টেশন কমান্ডারের বাংলোয়। বারান্দাতেই দেখা হলো চকলেট আপার সঙ্গে। তিনি বেড়াতে এসেছেন ছোট বোনের বাসায়। আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভেতরে গিয়ে খবর দিলেন। বেরিয়ে এলেন বেগম জিয়া। বললেন, উনিতো অফিসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ফোনের মধ্যেই আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার খাওয়া হয়েছে? মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলাম। আরো দুই-একটা কথার পর ফোন রেখে বেগম জিয়া বললেন, আপনার জন্যে জিপ আসছে। আপনাকে অফিসে চলে যেতে বলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে জিপের আওয়াজ পেলাম। সোজা চলে এলাম জিয়ার অফিসে। টেবিলের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলালেন। পথের কথা জিজ্ঞেস করলেন। ঘড়িতে দ্রুত সময় পার হয়ে যাচ্ছিলো। আর দেরি না করে টেবিলের এপাশে মুখোমুখি বসে পড়লাম। শুরু করলাম আলাপচারিতা।

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন জিয়া। আমার প্যাডের পাতা ভরে উঠছিল তাঁর সেসব কথায়। কতো কথা। কতো ঘটনা। সময় গড়িয়ে পড়ন্ত বিকেল। জিয়া উঠলেন। বললেন, চলুন বাসায় গিয়ে চা খেয়ে আসি। টিলার উপরে তাঁর বাংলো। জিয়া আর ভেতরে গেলেন না। বাইরের ঘরে বসে পড়লেন সোফায় হেলান দিয়ে। পাশের সোফায় আমিও আয়েশ করে বসতেই জিজ্ঞেস করলেন, হাত-মুখ ধোব কিনা?

বললাম, দরকার নেই। বেশ ফ্রেশই আছি।

চা এলো। সঙ্গে হালকা নাস্তা। বেগম জিয়া পরিবেশন করলেন। কাপে কাপে চা ঢেলে দিলেন। নিজেও এক কাপ নিয়ে বসলেন পাশের সোফায়।

নাস্তার প্লেটটা টেনে নিতে নিতে জিয়া হঠাৎ বললেন, আর কিছু খাবার নেই?

দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন বেগম জিয়া। বললেন, আছে। আনবো?

জিয়া এবার আমার দিকে চাইলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, আমার লাগবে না। জিয়াও চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, থাক তাহলে।

চায়ের পাট চলতে চলতেই ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি। জিয়া ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন। নানা কথা উঠলো ওদের মধ্যে। শুনে বুঝলাম, ওদের ছেলে সেনাবাহিনীতে রয়েছে। জিয়ার বেশ স্নেহাস্পদ।

সময় বয়ে যাচ্ছিল আমার কাজ তখনো অনেক বাকি। হাতের ঘড়ির দিকে চাইলাম। জিয়া বোধহয় লক্ষ্য করলেন। বললেন, চলুন আমার অফিসে যাই। ওখানে গিয়েই আলাপ করা যাবে। ফিরে এলাম তাঁর অফিসে। আবার বসলাম তাঁর মুখোমুখি। আবার শুরু হলো আলাপচারিতা। রাত বাড়তে লাগলো। এর মধ্যে একবার ফোন করে অফিসার্স মেসে আমার রাতের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে বললেন। পাশের ঘর থেকে বার কয়েক মেজর (তৎকালীন) অলি আহমদ এসে জরুরি কথাবার্তা বললেন। রাত প্রায় এগারোটায় কোনো রকমে শেষ করলাম তাঁর সাক্ষাৎকার।

বাইরে বেরিয়ে বুঝলাম, রাত বেশ নিঝুম। জিপের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিয়া ছুটি দিলেন ড্রাইভারকে। নিজে বসলেন স্টিয়ারিং হুইল ধরে। আমাকে বসালেন পাশে। বললেন, আপনাকে ক্যান্টনমেন্টটা ঘুরিয়ে দেখাই। খুব ভালো লাগবে। ধীর গতিতে জিয়া জিপটি চালাতে লাগলেন ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন রাস্তায়। রাস্তায় নতুন লাগানো হয়েছে নামফলকগুলো। সেগুলো দেখিয়ে বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, এই ক্যান্টনমেন্টে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নামে সব রাস্তার নাম রেখেছি। প্রায় আধঘণ্টা এভাবে ঘোরাঘুরি করে আমাকে অফিসার্স মেসে নামিয়ে জিয়া যখন চলে গেলেন, ময়নামতি পাহাড়ঘেরা ক্যান্টনমেন্টে– রাত তখন গভীর।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি জিয়া আমার জন্যে একটি জিপ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সিগন্যাল-এর জিপ। চিঠিপত্র নিয়ে যাচ্ছে ঢাকায়। বিদায় নেবার আগে জিয়া আমার দিকে এগিয়ে দিলেন হাতে লেখা কিছু কাগজ। জিজ্ঞেস করলাম কি এটা?

একটু হেসে বললেন, আমি নিজেই একটা লিখে ফেললাম।

অবাক হয়ে বললাম, কখন লিখলেন?

হাসি মুখে জবাব দিলেন, রাতে আপনি ঘুমাতে যাবার পর।

সঙ্গে সঙ্গে নিউজ প্রিন্টের প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আপনার নামটাও নিজের হাতে লিখে দিন। লেখাটির সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে।

একটু হেসে তিনি বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন জিয়াউর রহমান। এটি তাঁর পরবর্তীকালে বহুল আলোচিত সেই লেখা– 'একটি জাতির জন্ম'। এই লেখাটিই তার স্বাক্ষরসহ ১৯৭২ সালে ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলার স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় প্রথম ছাপা হয়।

www.pathagar.com

একটি জাতির জন্ম

জিয়াউর রহমান

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মি. জিন্নাহ যে দিন ঘোষণা করলেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালি হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজে ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপণ করে গিয়েছিলেন এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক নগরী ঢাকাতেই মি. জিন্নাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামীর। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগর রূপে।

অতি প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় ঢাকা নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে এবং হানাদার, দখলদার, দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যু বাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রূখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে। বর্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহখানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নেভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্পক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

www.pathagar.com

ভারত ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাশ করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে। অফিসার ক্যাডেট রূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানী বাহিনীতে।

স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল জীবনেই বহুদিনই শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানী তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের, বাঙালিকে নিকৃষ্টতম মানবজাতি রূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার, দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে। ১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের। আমি তখন করাচিতে। দশম শ্রেণির ছাত্র তখন।

পাকিস্তানী সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারি, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলাভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালীদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালী জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো, বাঙালী জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলতো, ভেঙ্গে দাও এর শিরদাঁড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানীরা বাঙালীদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালীদের উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালীদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক রূপে বাঙালীদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নীচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও

www.pathagar.com

জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আমরা সবাই পর্বতে ঘেরা এ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, আমরা বাঙালী ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমির ক্যাফেটোরিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়, এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়, এ ছিল আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানী ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালীদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানী গোয়ার্তুমীর মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানী ক্যাডেট। নাম তার লতিফ (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা বলতে না পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতেও বাঙালী অফিসারদের আনুগত্য ছিলনা প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটি কয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো, অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালী অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানী অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানীদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালী অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের, সংগ্রামের।

www.pathagar.com

এরপর এলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালী সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ। আমাদের বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চরণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানিন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারি অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ান এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়ানই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক।

ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত, উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরীর (সাজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিক সুলভ মর্যাদা, প্রশংসা। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন

www.pathagar.com

সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচু মানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মত দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানীরা ভাবতো বাঙালীরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালী জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানীরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে গঠিত পাক-বাহিনীর এক প্রথম শ্রেণির সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালী সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্পন জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালী পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালী জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালী সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালী সৈনিকদের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমীতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানীদের আমি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

www.pathagar.com

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালে আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালী ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালী ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না, এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালী সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের উপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবিতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেওয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের, বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত তাতে আর কোনো সন্দেহই ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিক দর্শন। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানিন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের

www.pathagar.com

বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে যা বলেছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে, তারা বাঙালী নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি, এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালী অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটেলিয়নকে পাকিস্তানের খারিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল দু'শ জওয়ানের এক অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল তিনশ পুরনো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টি ট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরনোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

www.pathagar.com

তারপর এলো ১লা মার্চ। শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো।

এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে, বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়। এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকানপাটে তাদের অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনো হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্তরূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং

www.pathagar.com

পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্নস্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১শে মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললো– ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালী। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী কালোরাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌ-বাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে স্বয়ং প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল

www.pathagar.com

আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে ওরা হত্যা করেছে।'

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌ-বাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌ-বাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোল। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌ-বাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। এক মুহূর্তের মধ্যেই আমি নৌ-বাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ

www.pathagar.com

করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা। এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্তের আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না।
কো-নো-দি-ন না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি' নিবন্ধের নেপথ্য কথা

ড. শওকত আলী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে জিয়াউর রহমানের আরেকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে দৈনিক দেশ পত্রিকার প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যায়। জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যায় 'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি' শিরোনামে লেখাটির অনুলিখন করেন দৈনিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী। এই লেখাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। কোন প্রেক্ষাপটে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় এর নেপথ্য ইতিহাস তুলে ধরছেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শিক্ষাবিদ ড. শওকত আলী। শওকত আলী বর্তমানে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ১৯৮০ সালে তিনি দৈনিক দেশ পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দৈনিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই নিবন্ধটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারণ এই নিবন্ধে কেবলমাত্র জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকথাই প্রকাশিত হয়নি। এই নিবন্ধের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের নিজ হাতে লেখা স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলটি প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই হয়তো জানেন না জিয়াউর রহমান ডায়েরি লিখতেন। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা লেখা ছিলো তার ডায়েরিতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটিও তিনি লিখে রেখেছিলেন ১৯৭১ সালের ডায়েরিতে। ডায়েরির ঠিক ২৬শে মার্চ-এর পাতায়। ডাইরির ওই পাতাটিও প্রকাশিত হয়েছিলো নিবন্ধের সঙ্গে। দৈনিক দেশ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী। দৈনিক দেশ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই নূরী ভাইয়ের নিজস্ব স্টাফ হিসেবে অর্থাৎ সম্পাদকীয় বিভাগে আমি যোগ দেই। ১৯৮০ সালে আমরা দৈনিক দেশের একটি বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নূরী ভাই সম্পাদকীয় বিভাগের সবাইকে এই বিষয়ে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। এই সময় সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল গফুর, মোহাম্মদ হোসেন, সালাউদ্দিন চৌধুরী, আনোয়ারুল হক ও গোলাম মহিউদ্দিন খান। তরুণদের মধ্যে ছিলাম আমি (শওকত আলী), মুন্সী আবদুল মান্নান, মাহবুব হাসান ও শেখ নুরুল ইসলাম। একদিন সম্পাদকীয় বিভাগের একটি সভায় সিদ্ধান্ত হলো বর্ষপূর্তি সংখ্যায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার

www.pathagar.com

একটি লেখা প্রকাশ করার। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এই লেখাটি আদায়ের দায়িত্ব পড়লো খোদ নূরী ভাইয়ের ওপর।

নূরী ভাইকে প্রেসিডেন্ট জিয়া 'হুজুর' বলে ডাকতেন। কারণ, নূরী ভাইয়ের পিতা নোয়াখালির একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া এটা জানতেন। কয়েকদিন পর নূরী ভাই আমাদের জানালেন, প্রেসিডেন্ট (জিয়াউর রহমান) মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি লেখা দেবেন। জিয়ার সেই লেখাটি 'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি' নামে ১৯৮০ সালে দৈনিক দেশের বর্ষপূর্তি সংখ্যায় নূরী ভাইয়ের অনুলিখনে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৮১ সালের মে মাসে আমি নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসি। সাথে নিয়ে আসি নূরী ভাইয়ের দেওয়া সেই বর্ষপূর্তি সংখ্যার একটি কপি। শহীদ জিয়ার এই ঐতিহাসিক লেখাটির কারণেই আমি দৈনিক দেশের সেই বর্ষপূর্তি সংখ্যাটি ৩৩ বছর ধরে সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছি। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল, সময়ের ব্যবধান মাত্র ১০ বছর। জিয়াউর রহমান যখন তার স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি কথা লিখেছেন, তখন জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সারির সব প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধারাই জীবিত ছিলেন। তারা জিয়ার এই নিবন্ধ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। আমার জানা মতে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর জীবনে মুক্তিযুদ্ধের ওপর দুটি নিবন্ধ লেখেন। এই দুটি নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট।

১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান দৈনিক দেশ সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী ভাই'র কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা ছাড়াও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ও পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। প্রেসিডেন্টের কাছে নূরী ভাই'র অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো, "...স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রনায়ক ছিলেন আপনি। রাজনৈতিক নেতারা যখন স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হলো তখন এত বড় ঝুঁকি আপনি কেমন করে নিলেন? কেমন করে সাহস করলেন মাত্র ক'জন তরুণ অফিসার আর কিছুসংখ্যক জোয়ানকে নিয়ে এমন একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নামতে? এবং যখন কোথাও থেকে সাহায্য পাওয়ারও কোনো ভরসা ছিলো না।" তার জবাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার লেখা ডায়েরি এবং স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন স্বাধীনতার স্মৃতি। জিয়ার জবানিতে সেটিই প্রকাশিত হয় দৈনিক দেশের বিশেষ সংখ্যায় 'স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি' শিরোনামে। যারা দাবি করেন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন জীবদ্দশায় তিনি এমন কথা বলেননি, এই নিবন্ধটি নতুন প্রজন্মের সামনে সেসব বিভ্রান্তি দূর করতে সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি

জিয়াউর রহমান

সবাই আমরা যুদ্ধ করেছি। সৈনিক, জনগণ সবাই। আর সেই ঝুঁকির কথা? জাতির চরম সংকটের মুহূর্তে কাউকে না কাউকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। নিতে হয় দায়িত্ব। আমি কেবল সে দায়িত্ব পালন করেছি। নেতারা যখন উধাও হয়ে গেলো– সিদ্ধান্ত দেয়ার মতো কেউ যখন থাকল না, তখন জাতির পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত আমাকে ঘোষণা করতে হলো।

কারণ জাতিকে তো আর অসহায়, নিরস্ত্র অবস্থায় একটা সর্বাত্মক ধ্বংসের মুখে ফেলে রাখা যায় না। এবং আমি জানতাম যুদ্ধের জন্য জাতি প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শুধু বাকী ছিল সেই যুদ্ধের জন্য একটি সঠিক সময় বেছে নেয়া। ছাব্বিশে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে সেই চূড়ান্ত সময়টি এলো। যার জন্য গোটা মাস আমরা রুদ্ধশ্বাস হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। এবং সময় আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সে ঘোষণা অষ্টম ব্যাটালিয়নের আমার সহযোদ্ধাদের জানিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে তারা প্রস্তুত হলো এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পরদিন চট্টগ্রাম রেডিও থেকে জাতিকে আমি সে সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। জাতি সমস্বরে সাড়া দিল সেই ডাকে। বেতার তরঙ্গের সেই সন্ধ্যার ঘোষণা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রেডিওতে ধরা পড়লো। আর বিশ্ববাসী সেই প্রথম শুনলো, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঘোষণা নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে। বেতার থেকে বেতারে সেই ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হলো। ইথারে ঘোষণাটি উচ্চারিত হওয়ার পর মুহূর্তেই বিশ্ব মানচিত্রে অংকিত হয়ে গেলো 'স্বাধীন বাংলাদেশ' কথাটি। সে ছিল সত্যি এক অলৌকিক ব্যাপার। মাত্র কয়েক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বেতারের ঘোষণা কেমন করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো তা ভাবতে আজও আমার অবাক লাগে। নিশ্চয় এর মধ্যে ছিল বিশ্বস্রষ্টার কল্যাণময় সংকেত। পয়লা মার্চ থেকেই বাংলাদেশে হামলার পাকাপাকি প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল পাকিস্তানী শাসকচক্র। বিমানে এবং জাহাজে করে প্রচুর সমরাস্ত্র তারা পাঠালো, প্রতিদিন আসতে লাগল নতুন নতুন সেনাদল।

চট্টগ্রামের ষোলশহরে ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তর। নতুন একটি ব্যাটেলিয়ান গড়ে তুলবার কাজ চলছিল কিছুকাল আগে থেকে। এটি অষ্টম ব্যাটেলিয়ন।

www.pathagar.com

নতুন এই ব্যাটেলিয়নের দু'শ জনের একটি দলকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের খারিয়ান অঞ্চলে। এদিকে বেশির ভাগ জোয়ানই ছিল ছুটিতে। মাত্র দু'শ কুড়িজন ছিল ডিউটিতে। অস্ত্রও ছিলো সামান্য। অস্ত্র বলতে ছিল ৩০৩ মডেলের কিছু রাইফেল, চারটি এল-এম-জি, দু'টি মর্টার, সার্ভিস ক্যাবল দু'টি। আর সামান্য গোলাবারুদ। কোন এন্টি ট্যাংক এবং ভারী মেশিনগান ছিল না।

চট্টগ্রামে ১লা মার্চ থেকে ২০তম বেলুচ রেজিমেন্টের রহস্যজনক গতিবিধি থেকে আমরা সুস্পষ্ট আঁচ করতে পারছিলাম– কি ঘটতে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে তারা শহরের মহল্লায় গিয়ে নিধনযজ্ঞে মেতে উঠতো। আমাদের জোয়ানকে গোপনে মোতায়েন করলাম তাদের দিকে নজর রাখার জন্য। আমি তখন ব্যাটালিয়নের দ্বিতীয় কমান্ডিং অফিসার। পাকিস্তানী অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়া ছিলেন ব্যাটালিয়ন প্রধান। তিনি প্রথম থেকেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। আমার বাসার কাছে ঘোরাঘুরি করছিল তার নিয়োজিত গোয়েন্দারা। এদিকে ক্রমেই ওদের পরিকল্পনার নীল-নকশা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো আমাদের কাছে। দেশের নানা জায়গায় ওদের নৃশংস বর্বরতা আর লুটতরাজের খবরও পৌঁছতে লাগল। খবর পাওয়া গেল ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হবে। ব্যাটালিয়নের তরুণ অফিসার দল আর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের মধ্যে তখন এক চরম উত্তেজনা। তারা আমাদের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত জানার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ব্যাটালিয়নের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন অলি আহমদ। শমসের মবীন ও খালিকুজ্জামান তখন ক্যাপ্টেন। তারা অলি আহমদ ও মেজর শওকতের মাধ্যমে আমাকে বলে পাঠালেন, আমি যদি স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করি তারা সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে তুলে নিবেন। এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য সবাই জীবন উৎসর্গ করবেন। জেসিও এবং এনসিওগণও আমার বাসায় আসতে লাগলেন। তারা বললেন– একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। তা নাহলে বাংলাদেশের জনগণকে চিরকালের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করা হবে।

বোধকরি তারিখটা ছিল ৪ঠা মার্চ। কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন অলিকে ডেকে পাঠালাম। ষোল শহর মার্কেটের ছাদের উপর আমরা বসলাম। এটি আমাদের প্রথম বৈঠক। আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কী সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। সোজাসুজি তাকে বললাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। আমাদের এখন থেকে সর্বক্ষণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে।

পরবর্তী বৈঠকে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, মেজর আমিন চৌধুরী ও লে. কর্নেল এম. আর. চৌধুরীও যোগ দিলেন। প্রথম বৈঠকে একটি অ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা তৈরি করা হলো। তার ভিত্তিতে রোজ একই জায়গায় আমরা বৈঠকে মিলিত হচ্ছিলাম। নিঃশব্দে একইভাবে চললো আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজ।

১৩ই মার্চ নেতাদের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের গোল-টেবিল বৈঠক শুরু হলো। এর মধ্যেই পাকিস্তানী জেনারেলরা একের পর এক বিমানে করে আসতে লাগলেন। সব গ্যারিসন

www.pathagar.com

অফিসে শুরু হলো তাদের আনাগোনা। এ ছিল সর্বাত্মক হামলার এক ভীতিকর পূর্বাভাস। নৌবাহিনীর শক্তি বাড়ানো হলো চট্টগ্রামে। রণতরী পিএনএস 'বাবর' এর সঙ্গে এলো অনেকগুলো ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট আর গানশিপ।

২১শে মার্চ জেনারেল হামিদ এলেন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। এই জেনারেলই পাকিস্তানের সামরিক হামলার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। চট্টগ্রামে তখন জনগণের তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। রাস্তায় রাস্তায় ছিল ব্যারিকেড। 'সোয়াত' জাহাজের অস্ত্র খালাস করার জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা ২৪শে মার্চ ব্যারিকেড সরিয়ে কোনমতে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছলো। পথে জনগণ তাদের বাধা দিয়েছিল। খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ হারালেন বহু লোক। এটি ছিল চরম মুহূর্তের সংকেত। আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকলাম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

দ্রুত ঘনিয়ে এলো ছাব্বিশের সে রাতটি। রাত তখন ১১টা। চট্টগ্রাম বন্দরে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করার জন্য ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার আমার কাছে নির্দেশ পাঠালেন। নৌবাহিনীর একটি ট্রাক পাঠানো হলো আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দু'জন পাকিস্তানী অফিসারকে আমার সাথে দেওয়া হলো। ট্রাকের চালক ছিলেন একজন পাঞ্জাবী। আমার সাথে ছিল আমার ব্যাটালিয়নের মাত্র তিনজন জোয়ান। এত রাতে কেন তারা আমাকে বন্দরে রিপোর্ট করতে পাঠাচ্ছে?

একটা সংশয় আমার মধ্যে দানা বেঁধে উঠছিল। আসলে তারা আগেই টের পেয়েছিল। আমি চরম একটা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। সুতরাং তারা চাইছিল আমাকে শেষ করে ফেলতে। তাই সে রাতেই তারা ষড়যন্ত্র এঁটে রেখেছিল।

আগ্রাবাদের একটি বড় ব্যারিকেডের সামনে ট্রাক থেমে গেলো। আমি নেমে পায়চারী করছিলাম রাস্তায়। ভাবছিলাম কখন সবাইকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেব? ঠিক সে সময়ে মেজর খালিকুজ্জামান সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। অনুচ্চস্বরে বললেন, ওরা ক্যান্টনমেন্টে হামলা শুরু করেছে। শহরেও অভিযান চালিয়েছে। হতাহত হয়েছে শহরের বহু নিরীহ মানুষ।

বুঝতে পারলাম যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম সে সময় এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম 'উই রিভোল্ট'। নির্দেশ দিলাম, ষোলশহরে ছুটে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের আটক করো। যুদ্ধের জন্য তৈরি করে রাখো ব্যাটেলিয়নের সবাইকে। ট্রাকে উঠে পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম– ট্রাক ফিরিয়ে নিয়ে চলো ব্যাটেলিয়ন হেড কোয়ার্টারের দিকে। সৌভাগ্য বলতে হবে। সে নিঃশব্দে আমার নির্দেশ পালন করল।

ষোলশহরে এসে দ্রুত নেমে পড়লাম ট্রাক থেকে। নৌবাহিনীর আটজন এসকর্ট ছিল সঙ্গে। মুহূর্তে একটি রাইফেল কেড়ে নিলাম তাদের একজনের কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী নেভাল অফিসারটির দিকে রাইফেল তাক করে বললাম, 'হ্যান্ডস আপ'। তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হচকে গিয়ে আত্মসমর্পণ

www.pathagar.com

করল। অন্যদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে বলতেই তারা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে অস্ত্র নামিয়ে রাখল। ব্যাটেলিয়ন কমান্ডারকে ঘুম থেকে তুলে এনে পাকড়াও করা হলো। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে এলাম। লে. কর্নেল চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সিভিল টেলিফোন সার্ভিসের একজন অপারেটরকে টেলিফোনে পেলাম। তাকে বললাম : ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এ সংবাদটি যেন সে চট্টগ্রামের ডিসি, কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি আর রাজনৈতিক নেতাদের জানিয়ে দেয়। কারণ টেলিফোনে আমি তাদের কাউকে পাচ্ছিলাম না। টেলিফোন অপারেটর দারুণ আনন্দ প্রকাশ করল আমার কথায়। এবং ঐ গভীর রাতেই সবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল সে।

২৬শে মার্চ ১৯৭১

সেই মুহূর্তটি ছিল জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ব্যাটেলিয়নের সব অফিসার আর জোয়ানদের এক জায়গায় একত্র করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম। বললাম, আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। 'উই রিভোল্ট ফর আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স'। তারা এই ঘোষণার জন্যই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উল্লাস ধ্বনি করে সাড়া দিল। পর মুহূর্তেই সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাত তখন ২টা ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ ১৯৭১। জাতির জন্যে অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তটি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এখন শুরু হলো।

www.pathagar.com

রাত ৪টায় রেল লাইন ধরে পটিয়ার পাহাড়ের দিকে আমরা যাত্রা করলাম। পথে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একশ'জন আমাদের সাথে যোগ দিল। দুপুরে পটিয়া পাহাড়ে পৌঁছে গেলাম। জাতির সেই প্রথম স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পথে পথে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালো জনগণ। তারা খাবার নিয়ে আসল ক্ষুধার্ত সৈনিকদের জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘাঁটি হলো পটিয়ার পাহাড়। সেই প্রথম পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর। বহু দেশপ্রেমিক প্রাণ দিলেন দেশের মাটিকে মুক্ত করার জন্য। পাকিস্তানী শিবিরে তখন আতংক। তাদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হল। আমরা এখন সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত।

কালুরঘাটে চট্টগ্রাম রেডিওর কেন্দ্র। সেখানে একদল ছাত্র এবং বেতার শিল্পী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করছিল। শহরের চারদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রেডিও স্টেশনে এলাম। এক টুকরো কাগজ খুঁজছিলাম।

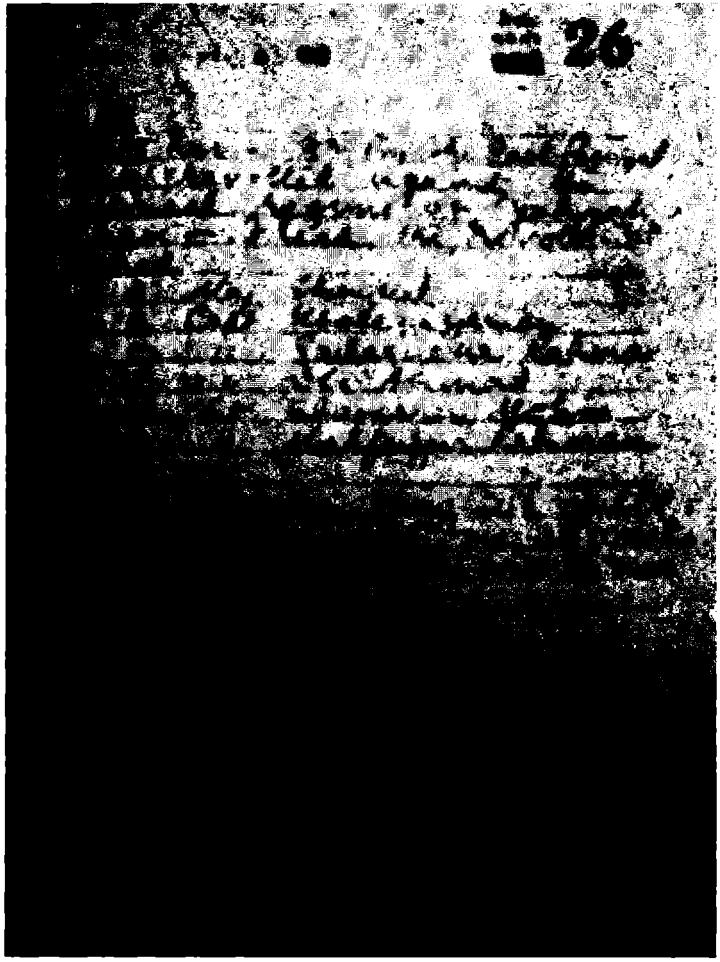

www.pathagar.com

হাতের কাছে একটা এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছি সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়। বললাম– "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জিয়া বলছি। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আমি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত।"

জনগণ এবং পুলিশ, আনসার, ইপিআর, ছাত্র, যুবক সবাইকে জাতীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮শে মার্চ সকাল থেকে পনেরো মিনিট পর পর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে। সেই ঘোষণা বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারাদেশে। আর দলে দলে তরুণরা এসে যোগ দিতে লাগল স্বাধীনতা যুদ্ধে। ৩০শে মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধে।

এপ্রিলের প্রথম থেকে শুরু হয়ে গেল সারাদেশ জুড়ে ব্যাপক যুদ্ধ। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো। অস্ত্রের নিদারুণ অভাব। প্রশিক্ষণ দেওয়া গেরিলারা হানাদারদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে আনতে লাগল। সে অস্ত্র দিয়ে চলছিল যুদ্ধ। এপ্রিলেই স্বাধীনতা যুদ্ধের হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নেওয়া হলো রামগড়ে।

www.pathagar.com

এরপর বিজয়ের পর বিজয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই উত্তর পূর্ব সেক্টরের গোটা রৌমারী থানা, চিলমারী, উলিপুর ও দেওয়ানগঞ্জ হানাদার মুক্ত হলো। ২৮শে আগস্ট এই অঞ্চলে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন চালু হলো। চালু হলো অফিস-আদালত ও কোর্ট-কাছারি। তার আগে ৬ই সেপ্টেম্বর পৌনে এক লাখ টাকার ট্যাক্স জমা হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে। বেসামরিক শাসন চালু হওয়ার দিন রৌমারীতে বিশাল জনসমাবেশ হলো। বলেছিলাম, এখানে স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে আজ রচিত হলো এক যুগান্তকারী অধ্যায়। মুক্তাঙ্গনের এই অভিযাত্রা থেকে অচিরেই গোটা বাংলাদেশের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ঘটতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের অনিরুদ্ধ জাতীয় চেতনাই স্বাধীনতা যুদ্ধের চালিকাশক্তি। এর প্রচণ্ড স্রোতের মুখে খড়কুটার মতো ভেসে যাবে দখলদাররা। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বৈদেশিক আধিপত্যের সব কুটিল ষড়যন্ত্র।

অনুলিখন : সানাউল্লাহ নূরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জনতার জিয়া

www.pathagar.com

'৭৫-এর ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার মাঝে মুক্ত মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান

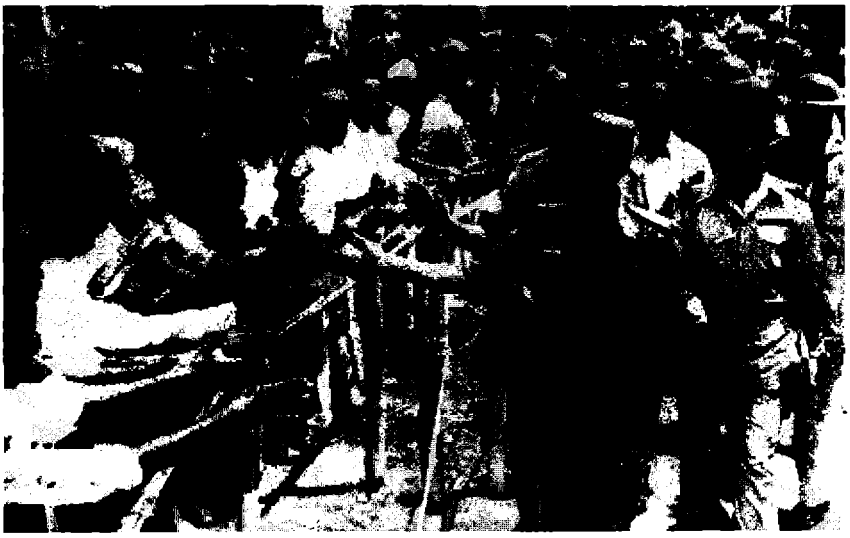

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২৬ অক্টোবর ১৯৭৮ টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

নতুন কুড়ি'র এক অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং অর্থনীতিবিদ মরহুম এম সাইফুর রহমান

www.pathagar.com

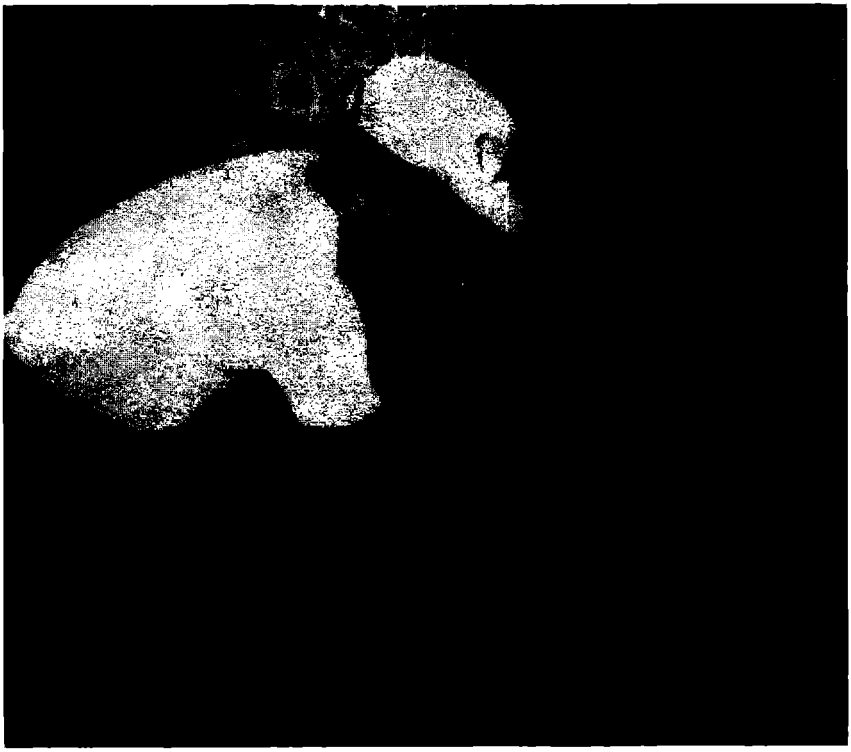

www.pathagar.com

www.pathagar.com

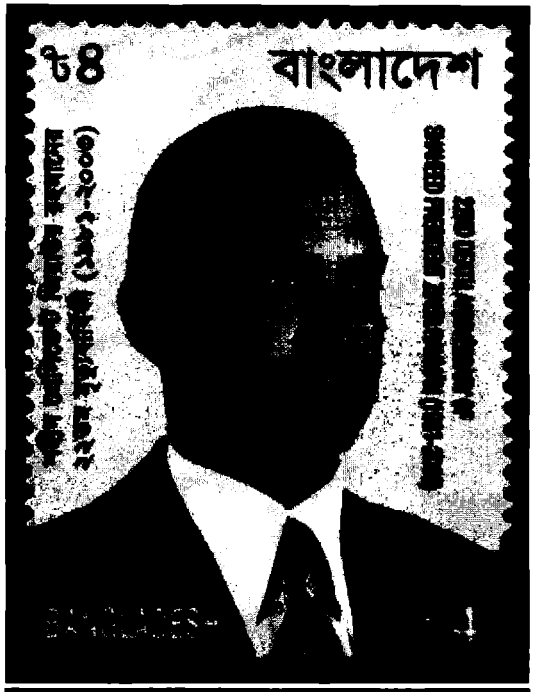

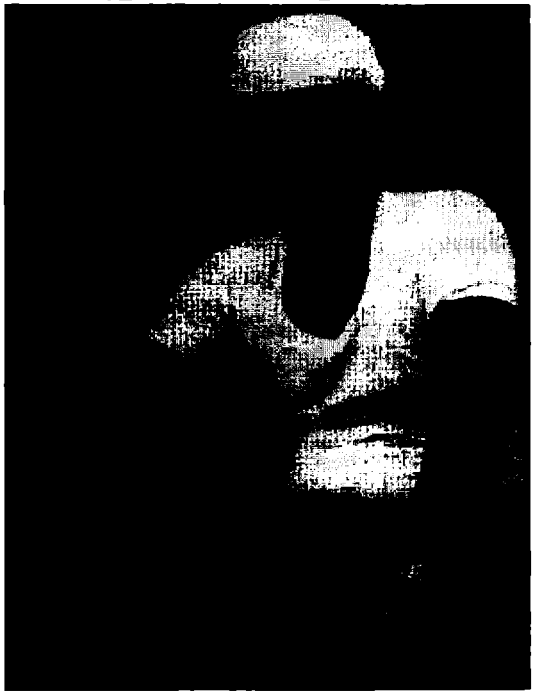

www.pathagar.com

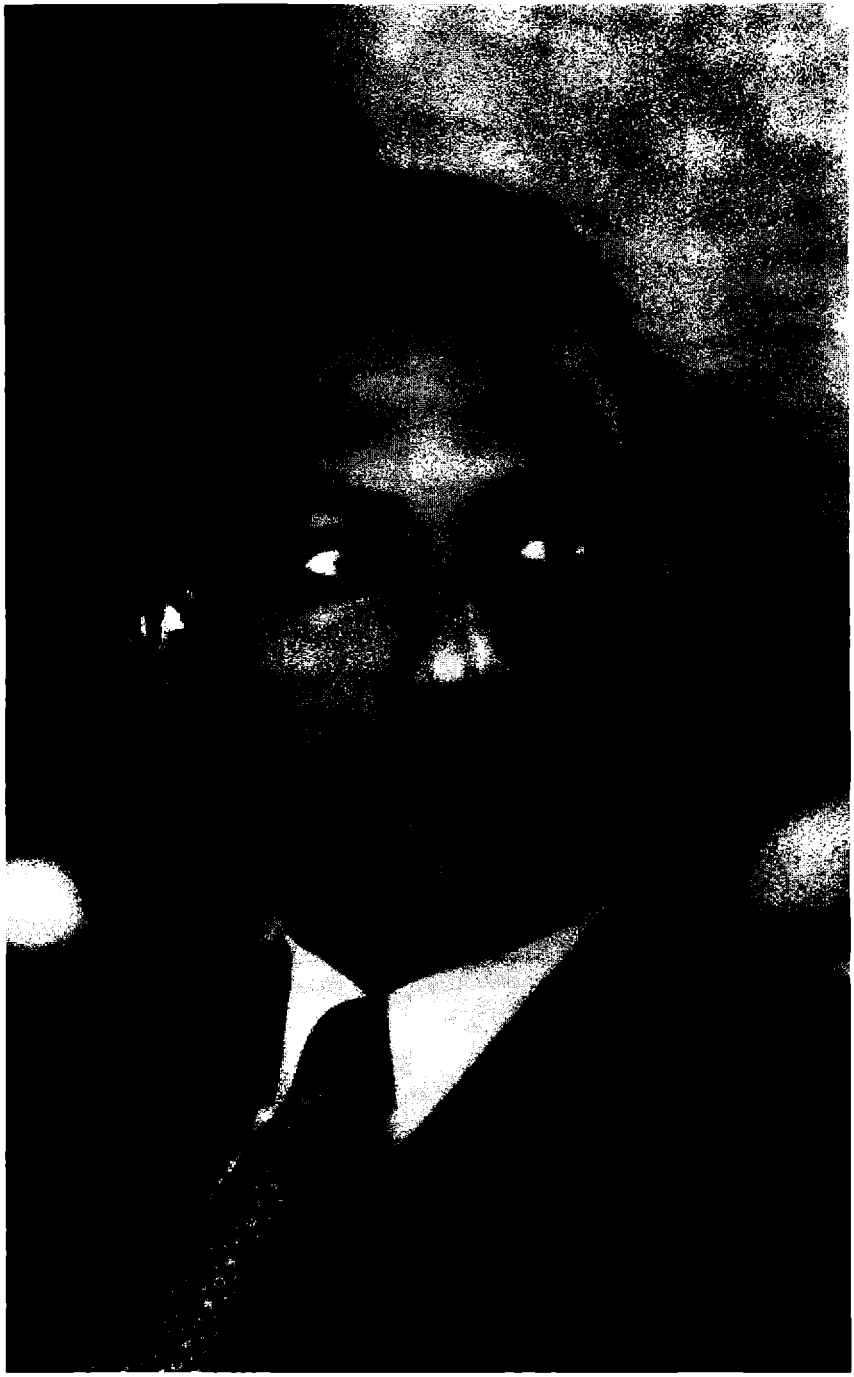

www.pathagar.com

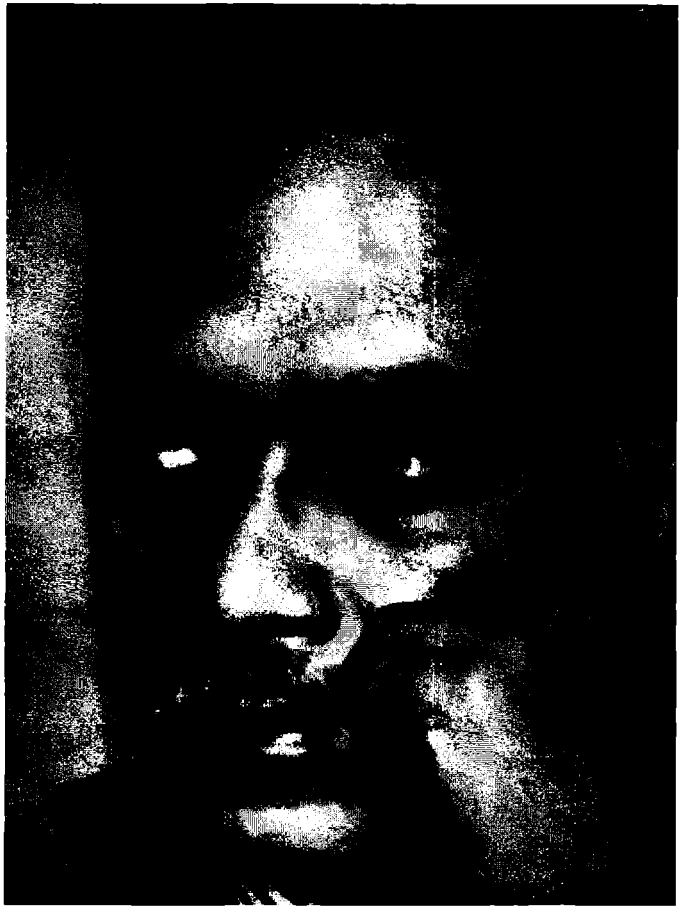

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

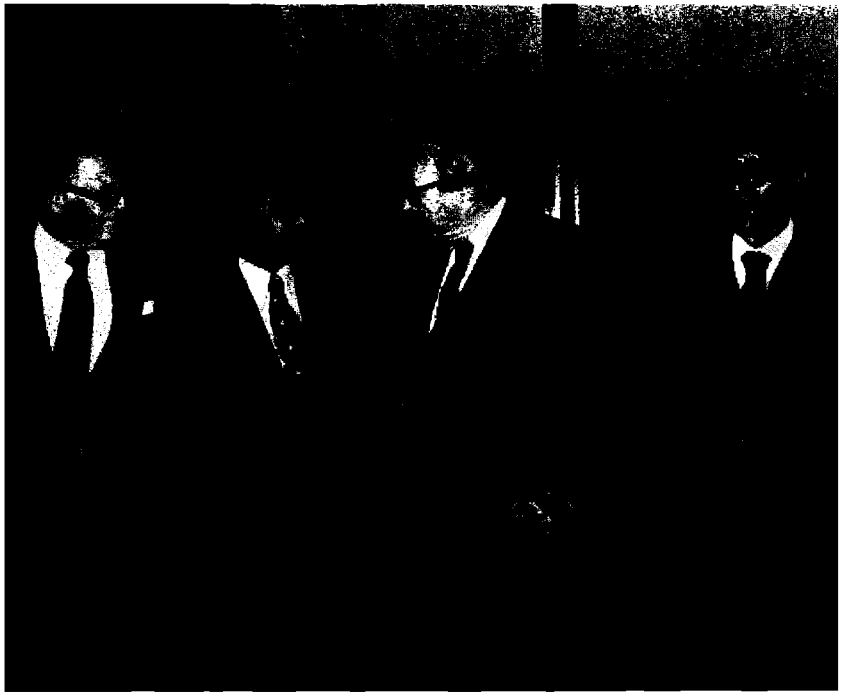

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Dear fellow freedom fighters,

I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander-in-Chief of Liberation Army do hereby proclaim independence of Bangladesh and appeal for joining our liberation struggle. Bangladesh is independent. We have waged war for the liberation of Bangladesh. Everybody is requested to participate in the liberation war with whatever we have. We will have to fight and liberate the country from the occupation of Pakistan Army.

Inshallah, victory is ours.

নিউইয়র্ক সিনেটে প্রস্তাব গৃহীত

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া

নিউইয়র্ক সিনেটের আইন প্রণেতাদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক জিয়াউর রহমান। এতে বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। দিনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। এটি ঘোষিত হয়েছিল ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর। এবং সেখান থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা। এই দিনটিতে বাংলাদেশের ছাত্র শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, নামহীন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এবং এর পরেই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এটাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে করতো যে তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে উচ্চমানের। পূর্ব পাকিস্তানকে তারা কোন সুযোগ সুবিধা দেয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল খারাপ এবং তাদের কোন অধিকার ছিল না। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচনে ৩০০

> পৃ ২ ক ১ >